বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

বৈশাখ, ১৩২৮—মে, ১৯২১।

সূচী

৫৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীঅমূল্যচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৶০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৶০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 693. May, 1921.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯-বর্ষ। ৬৯৩ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩২৮। মে, ১৯২১। | ১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

বর্ষ-বোধন।

১

এস হিন্দু! এস মুসলমান!
নূতন বরষ দ্বারে আহ্বানিছে সবাকারে
কর্ম্ম-যজ্ঞে দিতে আত্মদান!

২

বর্ষে রবি নবীন কিরণ!
কোথা হিংসা, কোথা দ্বেষ, হয়ে গেছে সব শেষ,
প্রাণে প্রাণে আজি সম্মিলন!

৩

গাহে পাখী এ-কি নব গান!—
সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! হবে সিদ্ধ মনোরথ,
এক সাথে হও আগুয়ান!

৪

জাগ হিন্দু! জাগ মুসলমান!
বিশাল বসুধা 'পরে দাঁড়াতে গৌরব-ভরে
আছে আছে তোমাদের (ও) স্থান!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রি-মহাশয়ের বিলাত যাত্রা।—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যীয় কন্‌ফারেন্সে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রি-মহাশয় বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

পার্লামেণ্টে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার প্রসঙ্গ।—সার ফ্রান্সিস্ লো ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট-মহাসভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভা-কর্ত্তৃক রক্ষিত বিষয়ে ব্যয়-সংকোচ করিবার অধিকার-বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। মিঃ মণ্টেগু তদুত্তরে জানাইয়াছেন। এই বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণরকে

পার্লামেন্ট সেই ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি অবগত হইয়াছেন, প্রয়োজনীয় রক্ষিত বিষয়ে ব্যয় মঞ্জুর করিবার জন্য গবর্ণর স্ব স্ব শক্তি নিয়োগ করিতেছেন। এই বিষয়ে তিনি পার্লামেণ্টের সভ্যদিগকে সকল সংবাদ প্রদান করিবেন, কিন্তু গবর্ণরের নির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করা তিনি নিন্দনীয় মনে করেন।

আমীর কয়সুল।—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমীর কয়সুলকে মেসোপটেমিয়ার রাজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমীর কয়সুল মক্কার রাজা হোসেনের পুত্র। পিতা তাঁহাকে যদি মেসোপটেমিয়ার রাজা হইতে অনুমতি দেন, তবে তিনি রাজপদ গ্রহণ করিবেন।

তুরস্ক-সন্ধি।—কনষ্টাটিনোপলের সুলতানের দল ও কেমাল পাশার জাতীয় দল তুরস্ক আঙ্গোরার সন্ধির যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের শিক্ষার ব্যয়।—গত বৎসর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য ৬৯ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে ৭৬॥ কোটী টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-সম্মিলনী।—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়গৃহে মাননীয় বিচার-পতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রধান শিক্ষকদিগের এক সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয় আসাম ও বঙ্গের সমুদয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদিগকে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। হাই স্কুল-সমূহে বিজ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব কি-না, তাহাই সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয় ছিল। আসাম ও বঙ্গদেশের প্রায় পাঁচ শত প্রধান শিক্ষক ও কতিপয় শিক্ষয়িত্রী এই স্থানে সমবেত হইয়া স্থির করেন—(১) বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আবশ্যক পরিবর্ত্তনাদি করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যার উপদেশের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (২) ইংরাজি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে মাতৃভাষাতেই শিক্ষাদান ও পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৩) (ক) ইংরাজি, (খ) প্রাথমিক গণিত, (গ) ভূগোল এবং (ঘ) ইংলণ্ড ও ভারতের ইতিহাস অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে, (৪) (ক) তৃতীয় ভাষা (সংস্কৃত,পার্সি, আরবীয়, পারস্যভাষা, ফরাসীভাষা, জর্ম্মাণদেশীয় ভাষা বা ভারতীয় মাতৃভাষা), (খ) অঙ্কনবিদ্যা ও ব্যাবহারিক জ্যামিতি, (গ) ক্ষেত্রবিদ্যা ও ভূপরিমাণ, (ঘ) পরীক্ষামূলক যন্ত্রগতিবিদ্যা বা যন্ত্রশাস্ত্র, (ঙ) প্রাথমিক বিজ্ঞান (পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন), (চ) স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, (ছ) উদ্ভিদ্-বিদ্যা, ও (ঞ) শিল্প—ইহার মধ্য হইতে যে কোনও একটী অতিরিক্ত অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত হইবে, (৫) পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র কোন্ বিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছে এবং সে কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার উল্লেখপূর্ব্বক তাহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয় এক-খানি নিদর্শন-পত্র দিবেন এবং (৬) নূতন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরে একটী নূতন মধ্যম (বা ইণ্টার মিডিয়েট) পরীক্ষা গৃহীত হইবে; তাহাতে বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় বিষয়-সমূহের প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখান

হইবে; ইত্যাদি। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের লোকের মন ফিরিবে কি? আমাদের মনে হয়, অন্ততঃ প্রত্যেক জেলায় স্বাধীন ব্যবসায় ও শিল্প-শিক্ষার জন্য একটী করিয়া উত্তম বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত।

জর্ম্মাণ সম্রাজ্ঞীর পরলোক-গমন।— জর্ম্মাণীর সম্রাজ্ঞী ১১ই এপ্রেল সোমবার প্রাতঃকালে তাঁহার দুঃখের জীবনের অবসান করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার বেণ্টলির বদান্যতা।— বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাইরেক্টর ডাক্তার বেণ্টলি উপরি পাওনা হইতে তাঁহার কেরাণী-দিগকে ২৩১৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই দান প্রশংসার্হ।

মিউনিসিপাল কমিশনার।— লাহোরের পণ্ডিত রামভুজ চৌধুরী, লালা রুচিরাম প্রভৃতি বর্জ্জনবাদিগণ লাহোরের মিউনিসিপাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

তুর্কির টুপি বর্জ্জন।— ভারতের মুসলমানগণ তুর্কির অনুকরণে "ফেজ"-নামক লাল টুপি ব্যবহার করেন। 'ফেজ' অষ্ট্রীয়া দেশে প্রস্তুত হয়। সুতরাং তুর্কিরা "ফেজ"-নামক টুপি বর্জ্জন করিয়া স্বদেশজাত কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র-নির্ম্মিত টুপি ব্যবহার করিবেন। ঐ টুপির নাম "কলপক"। উহাই এখন হইতে তাঁহা-দের জাতীয় পোষাকের মধ্যে গণ্য হইবে।

নারীজাতির অধিকার।—সম্প্রতি ভারতের পুরুষগণ ভোট-দানের অধিকার পাইয়াছেন, কিন্তু নারীগণ ভোট-দানের অধিকার আজিও পান নাই। বঙ্গীয় স্বরাজপন্থী দিগের কনফারেন্সে শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের প্রস্তাবে ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর সমর্থনে এবং খাঁ সাহেব আব্দুল সালাম ও মৌলবী ফজলল হকের পোষকতায় এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, নারীদিগকেও ভোট দানের অধিকার দিতে হইবে। বঙ্গদেশে তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। নারীগণকে ভোট দিবার অধিকার প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহারা ভোট দিবার অধিকারিণী হইলে আমরা বুঝিব যথার্থই দেশের গতি ফিরিয়াছে।

ডাকের বিজ্ঞাপন।—

(১) আয়-বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা-উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডাক-মাশুল-বৃদ্ধি একটী। অতঃপর ১৮ই এপ্রেল হইতে আমাদের দেশে নিম্নলিখিত হারে মাশুল লাগিবে।

খামের চিঠি।

আধ-তোলার অনধিক ..... দুই পয়সা।
আধাতোলার অধিক
কিন্তু একতোলার অনধিক ... তিন পয়সা।
এক তোলার অধিক কিন্তু
আড়াই তোলার অনধিক ... এক আনা।
আড়াই তোলার অধিক প্রত্যেক আড়াই
তোলা বা তাহার অংশ ... এক আনা।

পুস্তক ও প্যাটারণ প্যাকেট।

প্রত্যেক ৫ তোলা বা
তাহার অংশ ... দুই পয়সা।

রেজেষ্টরীকৃত সংবাদপত্র।

৮ তোলার অনধিক ... ... একপয়সা।
৮ তোলার অধিক কিন্তু
২০ তোলার অনধিক ... ... দুই পয়সা।
২০ তোলার অধিক প্রত্যেক ২০ তোলা বা
তাহার অংশ ... ... দুই পয়সা।

বেয়ারিং চিঠি।

চিঠিতে টিকেট না থাকিলে দ্বিগুণ মূল্য লাগিবে। সাধারণের সুবিধার জন্য ১৮ই মে পর্য্যন্ত কম টিকেট থাকিলে, কেবলমাত্র যাহা কম থাকিবে তাহাই গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু ঐ তারিখের পর হইতে যত কম থাকিবে, বিলির সময় তাহার দ্বিগুণ আদায় করা হইবে।

মণিঅর্ডার ফি।

১০৲ টাকার অনধিক ... দুই আনা।
১০৲ টাকার অধিক কিন্তু ...
২৫৲ টাকার অনধিক ... চারি আনা।

২৫৲ টাকার অধিক প্রত্যেক ২৫৲ টাকার জন্য চারি আনা। ২৫৲ টাকার উপর যদি ১০৲ টাকার অনধিক হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত দুই আনা।

ভিঃ পিঃ।

১০৲ টাকর অনধিক .. ✓০ (দুই আনা)
১০৲ টাকার অধিক কিন্তু
২৫৲ টাকার অনধিক ... ।০ (চারি আনা)

২৫৲ টাকার অধিক প্রত্যেক ২৫৲ টাকার জন্য অতিরিক্ত চারি আনা। ২৫৲ টাকার উপর যদি মাত্র ১০৲ বা তাহার অংশ অধিক হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র আরও অতিরিক্ত ✓০ (দুই আনা)।

(২) যে সমস্ত দ্রব্য ডাকযোগে ভারত হইতে বুসারারস্থিত সৈন্যদিগকে প্রেরিত হইবে, তাহার উপর নিম্নলিখিত হারে ডাকমাশুল দিতে হইবে। পূর্ব্বেকার মত দেশীয় হারে মাশুল দেওয়া যাইবে না।

চিঠির জন্য—✓১০ আনা প্রথম এক আউন্সের উপর এবং /১০ আনা প্রত্যেক অতিরিক্ত আউন্স বা তাহার অংশের উপর।

	টাঃ	আঃ	পাই
পার্শেলের জন্য—৩ পাউণ্ডের অনধিক	০	১২	৬
৭	১	৪	০
১১	১	১১	৬

যে সকল পার্শেল বুসারার ভারতীয় পোষ্ট-অফিসের ঠিকানায় প্রেরিত হইবে, সে সকলের উপর প্রেরক ইচ্ছা করিলে উপরি উক্ত হারে কিংবা দেশীয় হারে ডাক মাশুল দিতে পারেন।

নারীর কার্য্যক্ষেত্র।

(লেডি সিংহের মন্তব্য।)

মাননীয়া লেডি সিংহ 'বন্ধু'-নামক এক নব্য সাময়িক পত্রিকার ইদানীন্তন সংখ্যায় "নারীর কার্য্যক্ষেত্র"-শীর্ষক একটী চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি সকল শিক্ষিত নারীগণকে সতর্ক করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের সাংসারিক জীবন ভার-বহনে অভিভূত হইয়া না পড়েন। তাঁহার মতে পুরুষকে এই পৃথিবীতে যে সকল গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, পারিবারিক জীবনে নারীর কার্য্যসকলও গুরুত্ব-হিসাবে তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে।

আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের বাহিরে

পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র। সেই কার্য্যক্ষেত্রে যাঁহারা তাঁহার সুখ্যাতি করেন, তাঁহারা সকলেই অজ্ঞাত বা অপরিচিত; সুতরাং, তাঁহাকে কত যত্নে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়! এবং বোধ হয়, এইরূপেই তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞানের সম্যক্ স্ফুরণ হইতে দেখা যায়। নারী কিন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাস করেন। কোন বাহিরের ব্যক্তি তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে যান না। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি নারীর দায়িত্ব পুরুষের অপেক্ষা কম? অথবা নারীর কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশ পুরুষের অপেক্ষা অল্প? নারীর দায়িত্ব—কিরূপে তাহার স্বামী ও সন্তানগণের সুখ-বর্দ্ধন হয়, তাহাতে। ইহা পুরুষের কার্য্যের দায়িত্ব অপেক্ষা কোন প্রকারে ন্যূন নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। কোন পুরুষ যদি তাঁহার কার্য্যে অবহেলাই করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা 'অমনোযোগী পুরুষ' এই আখ্যা দিয়া থাকি; কিন্তু কোন রমণী যদি তাঁহার সাংসারিক কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাঁহাকে কেবলমাত্র অলস বলিয়া মনে হয় না, অধিকন্তু ইহাও মনে হয় যে, তিনি ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা জানেন না। কারণ, রমণীর সমুদয় কার্য্য তাঁহার প্রিয়-পরিজনেই কেন্দ্রীভূত হয়। মাননীয়া লেডি সিংহ তাঁহার স্বামীর ও পুত্র-কন্যাগণের সুখ-বর্দ্ধনের জন্য কখনও ভৃত্যের উপর নির্ভর করেন না। তিনি এই সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী-গণকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণের বিদ্যা-শিক্ষা বিশেষতঃ ধর্ম্মশিক্ষা-সম্বন্ধে অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরাই গ্রহণ করেন। তিনি আরও বলেন যে, নারীদিগের গুণগ্রাম-অর্জ্জনের লালসা যথোচিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত। তাঁহারা যে আধুনিক রমণীদিগের প্রিয় কলা-সমুদয় ও অন্যান্য বিদ্যা সম্যগ্‌রূপে পরিহার করিবেন এরূপ নহে; তবে তাঁহারা যেন তাঁহাদের গৃহের সামান্য কার্য্যাবলীও বিস্মৃত না হন।

লেডি সিংহ বর্ত্তমানকালের নারীদিগের মধ্যে চিত্ত-সংযমের অভাব-দর্শনে ভীত হইতে-ছেন। কারণ, এই সংযমের অভাবে সমাজ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইবে। তিনি বলেন, নারীগণের স্বীয় প্রকৃতিকে বঞ্চিত করা উচিত নহে; পরন্তু পূর্ব্বের ন্যায় মানব-হৃদয়ে সংযম ও পবিত্রতার বীজ বপণ করিতে যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রার্থনা।

সে প্রভাত ছিল এমনি বিমল,
শুভ্র হাস্যে এমনি উজল,
যে দিন তরুণ শিশুর মতন,
অধরে মাখিয়া পুলক-কিরণ,
আসিলে নামিয়া স্বরগ হইতে,
হে গত বরষ!

গেল তার পর কত দিন চলি,
ধরণী-বক্ষ উঠেছে আকুলি—
কত সুখগীত গুঞ্জন তুলি'
রচিয়াছে কত নায়ার কানন,
মোহন-দরশ!

ঢেলেছে জলদ অবিরত জল,
হেসেছে দামিনী খল্ খল্ খল্,
প্রলয়-বাদ্য বাজিয়াছে কত
ঝঞ্ঝার তালে তালে!

শ্যাম-অঞ্চলা অবনী-অঙ্ক
রঞ্জি' দিয়াছে শোণিত-পঙ্ক,
জরা ব্যাধি ক্ষুধা রাক্ষসী মিলি'
ভ্রমিয়াছে কুতূহলে!

তাই শেষ দিনে পড়িল কি ঝরি
ব্যথার অশ্রুধার?

মেঘের পুঞ্জ আসিল ছুটিয়া
অম্বরতল দিল আবরিয়া;
উঠিল গুমরি গুরু গুরু রবে
অস্থির হৃদি তা'র!

বাষ্প-রুদ্ধ শত আঁখি হ'তে
ঢালিল গগন অবিরল স্রোতে
তরল বিষাদ অনুতাপ-বারি;
তাই কি উঠিল ত্রিভুবন জুড়ি
আক্ষেপ হাহাকার?

আজি শুভদিনে এ মাহেন্দ্র ক্ষণে,
চাহ ধরা 'পরি তৃপ্ত নয়নে,
রাখ ঢাকি' তব রুদ্র মূরতি,
উঠুক ফুটিয়া সকরুণ ভাতি,
হে নব বরষ!

ভুলে যাই যেন স্বার্থ-দ্বন্দ্ব,
মুছে দাও যত হিংসা অন্ধ;
কম্পিত প্রাণে চাহি তোমা পানে,
বরিষ আশিস্ এ মর-ভবনে
পুণ্য-পরশ!

স্মৃতিহারা।

(উপন্যাস)

মণিমোহনের মা সেকেলে হইলেও মণি তাহার এই মা'টির ভিতর কোন দিকেই কোন ত্রুটিই দেখিতে পাইত না। সে যতই মায়ের মধুর অন্তরখানি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিত, ততই এই পল্লিবাসিনী স্নেহপ্রবণা জননীর উপর তাহার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসার সহিত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। জগতে মায়ের মণি ও মণির মা ছাড়া আর কেহ ছিল না।

যখন এই ক্ষুদ্র সংসারের ভিতর আর একটি অভ্যাগতের আসিবার আয়োজন হইতে লাগিল, মণি তখন প্রায়ই মা'কে কি যেন বলি বলি করিতে লাগিল, কিন্তু বলিতে গিয়াও বলিতে পারিত না। মা ছেলের এই ভাবটুকু প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিতে-ছিলেন ও ভাবিতেছিলেন—'দেখি, মণি শেষ পর্য্যন্ত কি করে!' মণিরও কিন্তু মুখ ফোটে না। শেষে মা-ই একদিন হাসিয়া বলিলেন, "মণি! আমায় কিছু বল্‌বি?" সে-দিনও মণি মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া থামিয়া গেল; বলিল, "কৈ? না মা!" মৃদু হাসিয়া মা বলিলেন, "একেবারে না কি মণি? তোর মুখ-চোখ যে ক'দিন থেকে আমার সঙ্গে কথা কচ্ছে।" কৌতুকপূর্ণ হাসিতে মুখ উজ্জ্বল

করিয়া মণি বলিল, "সত্য না কি? কি কথা বল দেখি?"

"সে পরে বল্‌ব, তার আগে তুই আমার একটা কথা শোন্। মণি, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আপনার জন এমন কেউ নেই যাকে তোর জন্যে একটি পাত্রী দেখে দিতে বলি; তুই তো এখন বড় হয়েছিস্, যদি পছন্দ-সই একটি মেয়ে দেখ্‌তে প্যারিস্, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে আনি।"

মণি বুঝিল এটা মায়ের নিজের কথা নয়, মণির কথারই উত্তর। মণি উত্তর দিল, "বল কি মা! আমি যদি এখনকার মত বড় সড় লেখাপড়া-জানা মেয়ে পছন্দ করি, তুমিও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে তুল্‌বে!"

"মণি! বড় হয়ে কি তোর বুদ্ধি-লোপ হয়ে যাচ্ছে? তুই যদি একটি মাটির ডেলা কুড়িয়ে এনে আমার হাতে দিয়েছিস্, সেটিকে আমি কত আদরে তুলে রেখেছি, আর আমার যে রত্ন পছন্দ ক'রে এনে দিবি, আমি তাকে ঘরে তুল্‌তে সঙ্কোচ কর্‌বো!—"

মণি যথার্থই লজ্জিত হইল। যথাকালে যাহাকে জননীর চরণে আনিয়া সে উপস্থিত করিল সে প্রকৃতই রত্ন। মণির একাধিপত্য মাতৃ-হৃদয়ে সে আসন পাতিয়া বসিল।

যে-দিন প্রাঙ্গণের ধূলার উপর বসিয়া-উন্মুখ হইয়া, সূতিকা-গৃহের দিকে সমস্ত মনঃপ্রাণ-সংযোগ করিয়া গৃহিণী কান পাতিয়া ছিলেন, সে-দিন যখন প্রতিবেশিনী নিরুর মা বাহির হইয়া বলিলেন, "দিদি, আর ও-খানে ব'সে কি কর্‌বে? নেয়ে ধুয়ে এস; বৌমার তো মেয়ে হল!—"

কথার শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই তিনি দ্রুত উঠিয়া দাড়াইয়া বলিলেন, "মেয়ে হয়েছে? দিদি আমার মণির মেয়ে! এ যে আমার কোহিনুর! নাইতে যাব ব্যই কি! একবার খুকীকে আগে কোলে নিয়ে আসি।"—বলিতে বলিতে আঁতুড়-ঘরে তিনি ঢকিয়া পড়িলেন।

প্রতিবেশিনী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "মাগী ক্ষ্যাপা না-কি? আমার রমণের মেয়ে হ'লে দু'দিন মুখে ভাত তুল্‌তে পারি নি! 'মণির মেয়ে' বলে মাগী দৌড়ুল দেখ।"

২

সেই দিন হইতে খুকীর নাম হইল 'কোহিনুর।' সন্তানমাত্রই অভিষেকের বটে, কিন্তু তবু যে মাতাপিতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-পেটিকার-রত্ন-ডালা প্রথম উদ্‌ঘাটন করে, অমৃতের অগ্রভাগটুকুর সে-ই অধিকারী হয়। এ যে শুধু তাহারই সৌভাগ্য, তাহা নহে; সেই নবীন অতিথি দেবদূতের মত যে স্বর্গ-সম্ভার লইয়া মর-জগতে নামিয়া আসে, মাতাপিতার পার্থিব নয়ন তাহারই কোমল করস্পর্শে স্বর্গের নিত্য নূতন চিত্রপটের প্রথম দর্শনে ধন্য হয়, তাঁহাদের শুষ্কহৃদয়ে সেই-ই ভগীরথের মত প্রেমের বিজয় শঙ্খ নিনাদিত করিয়া স্নেহের মন্দাকিনী বহাইয়া দেয়। যাহাকে বক্ষে ধরিয়া নারী জননী হয়, পুরুষ দেবতা হয়, পৃথবী স্বর্গ হয়, হৃদয় নন্দন হয়, সে শুধু সন্তান নয়, সে বদ্ধ-জীবনের মুক্তি, কাম্য জীবনের সিদ্ধি, ঊর্দ্ধজগতের নিদর্শন। প্রথম সন্তান যে-দিন কোলে আসে সে-দিন নারীর দ্বিজন্ম হয়। সে মাতাপিতাকে যে অমূল্য সম্পদে অধিষ্ঠিত করে পশ্চাৎ আগত অতিথিরা তাহারই প্রসাদ ভোগ করিয়া ধন্য হয়, অনাথ

জগৎ তাহারই একটি কথায় কৃতার্থ হয়।

কিন্তু মাতাপিতার এই অপার্থিব স্নেহের উপরেও একজন স্নেহাধিপত্য বিস্তার করেন—তিনি পিতামহী। ভবতারিণী জানিতেন, মণি অপেক্ষা জগতে তাঁহার অধিক প্রিয় কিছুই নাই, কিন্তু ফুলের চেয়ে ফুলের গন্ধটুকু, চাঁদের চেয়ে তাহার জ্যোৎস্নাটুকু, কোকিলের চেয়ে তাহার স্বরটুকু কত মিষ্ট! আজ কোহিনুরকে পাইয়া তিনি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। মণি বড় হইলে তাহাকে চক্ষু-ছাড়া করিতে হইয়াছিল, কিন্তু কোহিনুর এক মুহূর্ত্ত চক্ষুর অন্তরাল হইলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। কোহিনুরের জন্ম-কালে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই মনের আবেগ নয়, মণির মেয়ে তাঁর চক্ষের মণি, স্নেহের রক্ত, জীবনের ধন! কোহিনুরেরও ঠাকুরমাই ধ্যান জ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

এবার কিন্তু কোহিনুরকে ছাড়িয়া ভবতারিণীর কাশী যাইতে হইল। তাঁহার যৌবনের সখী, বার্দ্ধক্যের সঙ্গিনী হরমোহিনী অকালে পতি-পুত্র বিসর্জ্জন দিয়া শিশু পৌত্র লইয়া কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন। ভবতারিণী তাঁহার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন, "তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত; শেষ সময়ে একবার তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছেন। আসিতে কোন মতে অন্যথা না হয়।"

ঠাকুমা কাশী যাইবে শুনিয়া কোহিনুর ঠাকুরমা'র গলা ধরিয়া কান্না জুড়িল—'আমিও যাব।' অনেক ভুলাইয়া খেলনা-পুতুলের লোভ দেখাইয়া ভবতারিণী তাহাকে শান্ত করিলেন। তখন কোহিনুর তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল-"বেশী দেরি করিবে না? আমার জন্য খেলনা আনিবে?" ঠাকুরমা দুইটি আবেদনই আনন্দে মঞ্জুর করিলেন।

তবু ঠাকুরমা চলিয়া গেল বলিয়া কোহিনুরের অভিমানে ক্ষুদ্র বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পিতার গলা ধরিয়া সে অনেক কাঁদিল; শেষে অন্তিম মন্তব্য জারি করিল—'ঠাকুরমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি হইয়া গেল।'

(৩)

ভবতারিণী কাশী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সই হরমোহিনী যথার্থই মহাপথ-যাত্রী বটে। মরণের যদিও কালাকাল নাই, তবু এখনও এত বয়স হয় নাই যে, এরূপ জীর্ণ শীর্ণ দেহে শয্যা অবলম্বন করিয়া প্রতিক্ষণে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হয়! কেবল শোকের পর শোকে হৃদয় চূর্ণ হইয়া দেহেরও পরিণাম এই ধ্বংসাবস্থায় উপনীত হইয়াছে! এখন জগতের সম্বল মাত্র দ্বাদশবর্ষীয় পৌত্র সুশীলকুমার। তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা, ভগিনী, কেহই নাই; অবলম্বন একমাত্র পিতামহী; তিনিও মৃত্যু-শয্যাশায়িনী। কিন্তু অর্থের অনাটন নাই এবং নিরাশ্রয় বালককে বঞ্চনা করিবার লোকেরও অভাব নাই। শুধু সেইজন্যই একমাত্র ভবতারিণী ছাড়া সুশীলকে সঁপিয়া দিবার আর স্থান ছিল না।

ভবতারিণীর হাত-দু'খানি নিজ ক্লিষ্ট হস্তের ভিতর গ্রহণ করিয়া হরমোহিনী ধীরে ধীরে বলিলেন, "সই, আজ জন্মের মত তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছি। আজ মনে পড়ে কি, যখন আমরা দু'টি ছোট ছোট বালিকা-বধূ সবে নূতন পরগৃহে এসে সমবেদনায় দু'জনে দৃঢ় ভালবাসায় বদ্ধ হয়েছিলাম?"

ভবতারিণী বলিলেন, "খুব মনে পড়ে, সই, জীবনের সে যে বড় মধুর দিন! সব ভুলিলেও সে-দিনের কথা তো ভোলা যায় না।"

হরমোহিনী আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি ভুল্‌বে না তা জানি। তার পরে যখন দু'জনে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করি, সে-দিনের কত সাধ, কত আশার গল্প, মনে আছে?"

ভ। তা ও আছে, সই।

হ। তবে সে কথাও ভোল নি বোধ হয়?

ভবতারিণী বলিলেন, "কোন্ কথা বল্‌ছ সই? কথা কি একটা দু'টা? তখনকার সাধও যেমন অগণন ছিল, নিজেদের কথাও তেমনি অফুরন্ত ছিল। তুমি কোন্‌টার কথা বল্‌ছ?"

হ—সই! দু'জনের সেই নূতন জীবনে যখন স্বর্গের ছায়াপাত হ'ল, মাতৃত্বের স্বর্ণ-সিংহাসনে আরোহণের সূচনায় দু'জনে কি বলেছিলাম, মনে পড়ে?

ভবতারিণী সোৎসাহে বলিলেন, "খুব মনে পড়ে।"

হ—"দুর্ভাগ্যই বল, আর সৌভাগ্যই বল, তোমার বা আমার কাহারই কন্যা হ'ল না। আমাদের সন্তানদের ভিতরেও যে অচ্ছেদ্য প্রীতি-বন্ধন বাঁধিবার সাধ করিয়াছিলাম, ঈশ্বর তাহা আর পূর্ণ করিলেন না। কিন্তু তার পরে জীবনের এই সায়াহ্ন-কালে ঈশ্বর তোমায় পৌত্রী ও আমায় পৌত্র দিয়েছেন..."

ভবতারিণী কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "সই, আমার এত ভাগ্য হবে! তোমার এ দান আমার অমূল্য সম্পদ্! সুশীলকে লাভ করা আমার জীবনের সুখ-স্বপ্ন!"

ধীরে ধীরে হরমোহিনী আবার বলিলেন, "সুশীল আমার কি রত্ন, তুমি কাছে রেখে বুঝ্‌তে পার্‌বে; আমার নিজের জিনিষ বলে গৌরব কর্‌ছি নে। যে-বংশে সুশীল জন্ম নিয়েছে, ঈশ্বর তাকে তার উপযুক্ত সদ্‌গুণে ভূষিত করে পাঠিয়েছেন। আমার বড় সাধ ছিল, আমার এই ধন সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ক'রে তোমায় দান ক'রে তোমার চির-প্রেমের ঋণ শোধ কর্‌ব, কিন্তু সে-ভার থেকে ভগবান্ আমায় মুক্তি দিয়ে তোমাকেই তা অর্পণ কর্‌লেন। সই, আমার সুশীলের সম্পত্তি আজ থেকে সুশীল ও কোহিনুর দু'জনের হ'ল; কেবল আমার স্নেহাতুর যেন স্নেহের অভাব না অনুভব করে, আর শত্রুর কুহকে পড়ে কুপথে না যেতে পারে, তাই দেখো, সই!"

ভবতারিণী বলিলেন, "আমি বা মণি যত দিন জীবিত থাক্‌ব, তোমার মৃত্যু-শয্যায় শপথ ক'রে বলে যাচ্ছি, সুশীল অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের অভাব কখনো বুঝ্‌বে না।"

ঈষৎ হাসিয়া হরমোহিনী বলিলেন, "তা জানি; তবে আরও একটি কথা বলে যাই। নিয়তির কথা কিছু বলা যায় না। যদি সুশীল কখন ভ্রান্ত পথে পদার্পণ করে, তা হ'লে তুমি তাকে কোহিনুরকে সমর্পণ করতে বাধ্য হবে না। এ আমি বলে যাচ্ছি। এতে তোমার কোন অধর্ম্ম অর্শাবে না। সেই জন্যে তুমি আমার কাছে এই সর্ত্ত কর—সুশীল যত দিন উপযুক্ত না হয়, ততদিন সে বা মণিমোহন কাহাকেও তুমি এ বিবাহের কথা বলিবে না। যদি সে সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত হয়, তখন এ কথা উত্থাপন কোরো।"

ভবতারিণী ইহাতেও সম্মত হইলেন। হর-মোহিনী তখন পরম নিশ্চিন্ত হইয়া যথাকালে

ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে ৺কাশী-ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

৪

"ঠাকুর-মা! তুমি এতদিনে ফিরলে?" বলিতে বলিতে ছুটিয়া কোহিনুর দুই হাতে ভবতারিণীকে বেষ্টন করিতে গেল; কিন্তু তাহার কোমল বাহু-দু'খানি পশ্চাৎ দিকে হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হইল। কোহিনুর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল ঠাকুর-মা'র পিছনে লজ্জানম্র মুখে সুশীলকুমার দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ঠাকুর-মার স্নেহ-ছায়ায় এ আবার কে? কোহিনুর জন্মাবধি জানে, মাতাপিতার স্নেহে যাহার তাহার দাবি থাকিলেও এ স্নেহের রাজ্যে সেই-ই একমাত্র অধীশ্বরী; তাহার জ্ঞানে ঠাকুর-মা আর কাহাকেও এমন করিয়া নিজের স্নেহক্রোড়ে স্থান দান করেন নাই। সে বিস্মিত হইয়া খানিক সুশীলের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; অপরের সাক্ষাতে নিজের মনের এতখানি স্নেহাভিমান প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া একটু লজ্জিতাও হইল। কিঞ্চিৎ পরে সে ধীরে ধীরে ঠাকুর-মা'র হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে ঠাকুমা?" ভবতারিণী অপরহস্তে সুশীলকে আকর্ষণ করিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিলেন; তাহার লজ্জানত মুখ সস্নেহে উঠাইয়া বলিলেন, "দিদি! তুমি আমায় ভাল খেল্না আন্‌তে বলেছিলে; এবার তোর খেল্না না এনে খেলার সাথী নিয়ে এসেছি; দেখ্ দেখি। তোর পছন্দ হয়?"

কোহিনুর কিয়ৎক্ষণ সুশীলের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীরমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "একটুও না।"

ভবতারিণী।—"কেন রে পাগলি!"

কো।—"কি করে পছন্দ হবে? একটুও হাসে না, কথা কয় না; কেবল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি ওর সঙ্গে খেলো ঠাকুর-মা, আমি তোমার সঙ্গেই খেল্‌বো।"

বাস্তবিকই কোহিনুরের সুশীলের সঙ্গে বনিবনাত হইল না। নিতান্ত অপছন্দ সত্ত্বেও কোহিনুর দুই এক দিন ভাব জমাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বভাবগম্ভীর সুশীলের সহিত কিছুতেই মনের মিল খাইল না। প্রথম যে-দিন কোহিনুর সুশীলের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে গেল, সুশীল তখন মাষ্টারের কাছে পড়িতেছে। কোহিনুর হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া "ও সুশীল-দা, কি মজা হয়েছে শোন!" বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কোহিনুরের সেই শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সুশীলের দোয়াত, কলম, খাতা, পেন্সিল ঘরময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সুশীল কোন কথা না বলিয়া এমন ভাবে চাহিল যে, থিয়েটারের সিনের মত তৎক্ষণাৎ কোহিনুরের মনের দৃশ্য বদ্‌লাইয়া গেল। আর একটিমাত্র বাক্যব্যয় না করিয়া অত হাসিমাখা-মুখ একেবারে কালো করিয়া কোহিনুর চলিয়া গেল। ইহার পর সুশীল ভাব করিবার জন্য কিছুদিন বৃথা সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু কোহিনুরের বিদ্রোহী মন সহজে শান্ত হইল না।

ইহার পর একদিন সুশীল বেড়াইতে বাহির হইতেছে, পিছন হইতে কোহিনুর গিয়া তাহার জামা ধরিয়া টান দিয়া বলিল—"ও সুশীল-দা, যেও না। আমার পুষির খোকা হয়েছে, দেখ্‌বে এস।" সুশীল-দা আসুক্ না আসুক্, টানের চোটে সুশীলের জামার

খানিকটা ছিড়িয়া আসিল। বিরক্ত হইয়া সুশীল বলিল, "এ-কি করলে বল দেখি! একটু শান্ত হতে পার না?" কিন্তু কোহিনুরের মুখের প্রতি চাহিয়া সুশীল দেখিল, ভয়ে ও লজ্জায় মুখখানি কালী করিয়া কোহিনুর দাঁড়াইয়া আছে। হাসিয়া সুশীল বলিল, "বেশ করেছ, তা আর কি হয়েছে! চল তোমার পুথির খোকা দেখে আসি।" "না আর দেখ্‌তে হবে না।" বলিয়া উদ্গত রোদন চাপিতে চাপিতে কোহিনুর একেবারে ঠাকুমার কোলের ভিতর গিয়া পড়িল। ভবতারিণী যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোহিনুর তখন সব ঝাল তাঁহারই উপর ঝাড়িল,—"তুমি ছাই সুশীল-দা এনেছ, খেলতে জানে না, পুথি দেখ্‌তে জানে না; কিছু না—কিছু না!"

ভবতারিণী হাসিয়া বলিলেন, "তোর ঠাকুমার মত এমন বন্ধু কি সবাইকে পাবি রে, যে 'যেম্নি নাচাও তেমনি নাচি' করবে! তা দাঁড়া ব্যস্ত কেন? সুশীলের সে-দিন আসুক না, তখন তোর হাতে নাচ্‌তে হয় কি না দেখ্‌বো।"

কিন্তু এই প্রকারে প্রায় প্রতিবারেই একরূপে না একরূপে ধাক্কা খাইয়া কোহিনুর সুশীলের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল! মনে যাহাই থাক্ সম্মুখে কিন্তু সুশীলকে সে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করিত; সুতরাং, গুপ্ত উপদ্রবে সে সুশীলের উপর রাগের ঝাল মিটাইত।

ইহার উপর যখন কোহিনুরের বিদ্যারম্ভ হইল, তখন সে-পাণ্ডিত্যের অত্যাচারে সুশীলের সরস্বতীরও 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে হইল। সুশীলের অঙ্কের খাতায়, পড়ার পুস্তকে, যেখানে সেখানে কোহিনুরের অপূর্ব্ব মুক্তাক্ষর 'অ' 'আ' উজ্জলভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। তার পর যখন বিদ্যাদেবী আর এক সোপান উচ্চে আরোহণ করিলেন, তখন পুস্তকের পাতায় পাতায় কোহিনুরের নাম আঁকা বাঁকা অক্ষরে আলো করিতে লাগিল। দোয়াতের কালী একদিনও দোয়াতে থাকে না; কোন দিন টেবিল-ক্লথ, কোনদিন পুস্তকের পাতাগুলি মসীম্লান করিয়া সে প্রত্যহ ধন্য হইতে লাগিল। কোহিনুরের মাতা সরোজা মার-ধর-বকুনি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার তাড়না যত বাড়িতে লাগিল, কোহিনুরের দৌরাত্ম্যও তত বাড়িতে লাগিল। সরোজা শেষে হার মানিয়া সুশীলের পড়ার ঘর আলাদা করিয়া দিলেন এবং সুশীলের অনুপস্থিতির সময় সে-ঘর চাবিবন্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সুশীলের ঘরের দেওয়াল ও বাড়ীর যে-খানে সে-খানে কোহিনুরের মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল—'সুশীল-দা বোকা ছেলে," "সুশীল-দা পড়া পারে না," "সুশীল-দা লিখ্‌তে জানে না" ইত্যাদি।

একদিন ভবতারিণী বলিলেন, "সুশীলকে তুই অমন করিস্, যদি সুশীলের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়?"

হাততালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কোহিনুর বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে তো বেশ হবে, আমায় দেখে সুশীল-দা ঘোমটা দেবে।"

ভব—"শুনছ বৌ-মা, মেয়ের কথা!"

হাসিয়া সরোজা বলিলেন, "আপনিও যেমন, মা! ওর সঙ্গে আবার লোকে কথা কয়!"

কোহিনুরের এত কঠোর মন্তব্যেও কিন্তু

সুশীল প্রথম বিভাগে পাশ করিল। ভবতারিণী বাড়ী বাড়ী সন্দেশ বিলাইলেন। আঁহা! এমন দিনে আনন্দ করিতে সুশীলের আর কে আছে! কোহিনুর ইস্কুল হইতে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল!—বলিল "মা, এ কি! এত সন্দেশ এসেছে কেন?"

সরোজা। তোমার সুশীল-দা যে ভাল পাস হয়েছে!

কো।—মা, আমি হব না?

সরো।—হবে বাই কি! তুমিও ভাল করে পড়; তোমার সুশীল-দার কাছেও একটু ক'রে প'ড় না!

কোহি—"না মা, সে হবে না। সুশীল-দা যে করে তাকায়, দেখ্‌লেই আমার ভয় করে।"

সুশীল অনতিদূরে বসিয়া ছিল। কোহিনুর তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সরোজা সেই-দিকে চাহিয়া হাসিতেই কোহিনুরও ফিরিয়া চাহিল। আর কোথায় যায়! 'যাও মা তুমি ভারী দুষ্টু' বলিতে বলিতে সে 'দে ছুট'—

সুশীল ঈষৎ হাস্যে বলিল, "ও আমায় অত ভয় করে কেন, মা?"

সরোজা উত্তর দিলেন,—"সে তো ভালই বাবা! আর সবারই কাছে কেবল আদর আব্‌দার নিয়েই আছে, একজনকে একটু ভয় না করলে হয়? (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

প্রকাশ।

অক্ষম আমি বুঝিতে তোমার
নিখিল বিশ্বে অসীম লীলা!
নিয়ত আকাশ করিছে প্রকাশ
শত বরণের চিত্র-খেলা!
ফিরায়ে আঁখি যবে চেয়ে দেখি,
কাননে ফুলের মধুর মেলা!—
বাতাস পরশি' সৌরভে ভাসি'
হাসিছে যুঁই গোলাপ বেলা!

পূরব গগনে উদিলে রবি
আঁধারের রাশি যায় গো ভাসি;
পুলকে উষা উঠে শিহরিয়া
পরশিয়া তার কিরণ-রাশি!
(তখন) মুগ্ধ নয়ন এদের পানে
চাহিলে পায় কিসের আভাস!—
(বুঝি) এমনি করে ভুবন ভরে
বুক-ভরা তোমার প্রেমের প্রকাশ!

শ্রীশান্তিপ্রভা দাস।

প্রাচীন কালের বামাগণের গৃহকার্য্য-নিপুণতা।

দণ্ডী তাঁহার দশকুমার-চরিত-নামক গ্রন্থে একটী আখ্যায়িকা দিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন-কালের বামাগণের মধ্যে কেহ কেহ কিরূপ নিপুণতার সহিত গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আখ্যায়িকাটী সংক্ষেপে এইরূপ:—দ্রাবিড়-দেশের অন্তর্গত কাঞ্চীনগরে একটী বণিকপুত্র অষ্টাদশবর্ষবয়সে পদার্পণ করিয়া গুণবতী ভার্য্যা কিরূপে লাভ করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। পরে সে স্থির করিল যে, দৈবজ্ঞের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া নিজের মনের মত ভার্য্যা সংগ্রহ করিবে।

কন্যা লক্ষণজ্ঞ দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া সে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ও নগরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য গৃহস্থগণ নিজ নিজ কন্যার লক্ষণ পরীক্ষার জন্য তাহাকে কন্যা দেখাইতে লাগিল। দৈবজ্ঞ-বেশধারী বণিকপুত্র লক্ষণান্বিতা, স্বজাতীয়া কন্যা দেখিলেই তাহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"আমার উত্তরীয়াঞ্চলে একপ্রস্থ-পরিমাণ শালি-ধান্য রহিয়াছে। এই সামান্য পরিমাণ শালি-ধানের দ্বারা নিজ অন্য অর্থ বা দ্রব্যাদির ব্যবহার না করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতে পারিবে কি?" দৈবজ্ঞের এইরূপ কথা শুনিয়া কন্যাগণ হাস্য করিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত।

এরূপে অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া ঐ বণিকতনয় কাবেরী-নদীর দক্ষিণ তীরে একটী নগরে উপস্থিত হইল। ঐ নগরে মাতাপিতৃহীনা একটী বণিক্‌ কন্যা ধাত্রী-দ্বারা পালিত হইতেছিল। কন্যাটীর ঐ ধাত্রী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। মাতাপিতৃহীন হওয়ায় তাহার অবস্থাও অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। দৈবজ্ঞ কন্যাটীর লক্ষণ ও রূপ দেখিয়া তাহাকেই বিবাহ করিতে অভিলাষী হইল ও তাহাকে "এই অল্পপরিমাণ শালিধান্য-দ্বারা আমাকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতে পারিবে কি?"—এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল।

কন্যাটী এই কথা শুনিয়া তাহার ধাত্রীকে ধান্যগুলি লইবার জন্য সঙ্কেত করিল ও দৈবজ্ঞের বিশ্রাম করিবার জন্য ধাত্রীকে স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলিল। কন্যা ধান্যগুলি লইয়া প্রথমে রৌদ্রে বিস্তৃত করিয়া দিল ও মধ্যে মধ্যে হস্ত-দ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে লাগিল। তাহার পর শক্ত ও সমান ভূমির উপর অন্য একটী পদার্থের দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ধান্যগুলি হইতে অখণ্ড তুষ বাহির করিয়া তণ্ডুলগুলি পৃথক্‌ করিল। পরে তুষগুলি ধাত্রীকে দিয়া সে বলিল, "এইরূপ তুষের দ্বারা স্বর্ণকারগণ অলঙ্কার পরিষ্কার করিয়া থাকে; অতএব এই তুষগুলি তুমি কোন স্বর্ণকারকে দিয়া তাহার বিনিময়ে যে কয়েক গণ্ডা কড়ি পাইবে, তাহার দ্বারা পাক করিবার উপযোগী শক্ত অথচ অনতি-শুষ্ক কাষ্ঠ, ছোট একটী হাঁড়ি ও দুইখানি শরাব ক্রয় করিয়া আনিবে। ধাত্রী সেই তুষের বিনি-ময়ে লব্ধ কয়েকগণ্ডা কড়ি-দ্বারা কাষ্ঠাদি আনয়ন করিলে ঐ কন্যা উদূখলে দণ্ডদ্বারা পূর্ব্বসংস্কৃত তণ্ডুলগুলি যত্ন-সহকারে কণ্ডন করিয়া লইল ও চুল্লীতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া

তাহার উপর ছোট হাঁড়িটী ধৌত করিয়া স্থাপন করিল এবং তাহাতে চাউলের পরিমাণের পঞ্চগুণ জল দিয়া তাহা উত্তপ্ত হইলে তণ্ডুল-গুলি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ পরে তণ্ডুলগুলি যখন ফুলিয়া উঠিয়া প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিল, তখন চুল্লীর অগ্নির জ্বাল কমাইয়া হাঁড়ির মুখে এক খানি শরাব দিয়া সে হাঁড়ি হইতে অন্নের মণ্ড গালিয়া লইল। তাহার পর হাতার দ্বারা হাঁড়ির অন্ন একবার ঘাঁটিয়া দিয়া, হাঁড়িকে দুই একবার নাড়িয়া ও অন্নগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া যখন সে দেখিল, তাহা সমান ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে, তখন সে হাঁড়িটীকে অধোমুখে শরা দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। চুল্লীর যে কাষ্ঠকয়েকখানি সম্পূর্ণ পোড়ে নাই তাহাতে জলের ছিটা দিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া রাখিল। অঙ্গারগুলিতে জল দিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া ধাত্রীকে ডাকিয়া সে বলিল, "এই অঙ্গারগুলি লইয়া যাও। যাহারা অঙ্গার ক্রয় করে, তাহাদিগকে ইহা দিয়া ইহার বিনিময়ে যে কয়েক গণ্ডা কড়ি পাইবে, তাহার দ্বারা তরকারি, ঘৃত, দধি, তেঁতুল, আমলকী ও তৈল লইয়া আইস।" ধাত্রী অঙ্গার-বিনিময়-লব্ধ কড়ির দ্বারা কথিত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলে কন্যাটী আমলকী অতি-কোমল করিয়া বাটিয়া ও পদ্মপুষ্প-দ্বারা তাহা সুগন্ধ করিয়া ধাত্রী-দ্বারা ঐ বাটা আমলকী ও তৈল দৈবজ্ঞের নিকট তাঁহার স্নানের জন্য পাঠাইয়া দিল। দৈবজ্ঞ অগ্রে ঐ আমলকী-দ্বারা গাত্র মর্দ্দন করিয়া পরে তৈল মাখিয়া স্নান-ক্রিয়া সম্পাদন করিল। কন্যা ইহার মধ্যে দুই তিনটী ব্যঞ্জন ও দাইল পাক করিল। ভিজা বালির উপর একখানি শরাব রাখিয়া, তাহাতে পূর্ব্বগলিত অন্নের মণ্ড স্থাপন করিয়া তাহাতে লবণ ও অন্যান্য মশলার গুঁড়া দিয়া তাহা সুগন্ধ করিল ও তালবৃন্ত সঞ্চালন করিয়া ঐ মণ্ড শীতল করিয়া রাখিল।

দৈবজ্ঞের স্নানের পর তাহার আহারের স্থান জলদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া কন্যা তথায় গৃহাঙ্গন-জাত কদলীপত্রের পাণ্ডু-হরিদ্বর্ণ তৃতীয়াংশ অগ্রভাগ পাতিয়া দিল। তাহার পর সে ঐ পত্রের উপর শরাব-দুইখানি স্থাপন করিয়া ও তাহার পার্শ্বে একখানি পিঁড়ি পাতিয়া তথায় দৈবজ্ঞকে উপবেশন করাইবার ব্যবস্থা করিল। দৈবজ্ঞ তথায় উপবিষ্ট হইলে কন্যা একটী শরাবে যে অন্নমণ্ড ছিল, তাহাই পান করিবার জন্য সঙ্কেত করিল। দৈবজ্ঞ ঐ মণ্ড পান করিলে তাহার অধ্বগমন-খেদ দূরীভূত হইল এবং গাত্রে ঘর্ম্মোদ্গম হওয়ায় তাহার শরীর স্নিগ্ধ হইল। ইহাতে দৈবজ্ঞের মনে আনন্দের উদয় হইল।

তাহার পর কন্যাটী দুই হাতা অন্ন, অল্প ঘৃত, কয়েকটী ব্যঞ্জন ও দাইল পরিবেশন করিল; ঐ অন্ন ভুক্ত হইলে অবশিষ্ট অন্ন যাহা হাঁড়িতে ছিল, তাহা পরিবেশন করিয়া দধি, ঘোল ও কাঞ্জি-দ্বারা তাহা ভোজন করাইল। পত্রে কিছু অন্ন অবশিষ্ট থাকিতেই দৈবজ্ঞের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইল। দৈবজ্ঞ তখন পানীয় জল দিতে বলিল। কন্যা একখানি শরাবে সুশীতল ও সুগন্ধ জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। দৈবজ্ঞ মুখে শরাব স্থাপনপূর্ব্বক জল পান করিতে লাগিল; পরে জল পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া উত্থান করিল।

ইত্যবসরে বৃদ্ধা ধাত্রী আহারের স্থান মার্জ্জিত ও গোময়লিপ্ত করিয়া দৈবজ্ঞের বিশ্রাম-জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়া দিল। দৈবজ্ঞ তথায় স্বীয় উত্তরীয়-প্রসারণপূর্ব্বক কিছুক্ষণ শয়ন করিল; পরে পরমপরিতুষ্ট হইয়া কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করিল। কন্যা বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলে বণিক্-পুত্র ঐ কন্যাকে বিবাহ করিয়া নিজ-গৃহে আনয়ন করিল। কন্যা স্বামিগৃহে আসিয়া স্বীয় ব্যবহারে স্বামী ও পরিজনবর্গকে সন্তুষ্ট করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

এই আখ্যায়িকাটীতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীনকালে এখনকার ন্যায় অন্নের অতি-পুষ্টিকর যে মণ্ডাংশ তাহা পরিত্যক্ত হইত না। নানাবিধ মসলার গুঁড়া ও লবণ-সংযোগে অন্ন-ভোজনের পূর্ব্বে ইহা পীত হইত। দেশের অবস্থা তখন এরূপ ছিল যে প্রস্থ-পরিমাণ ধান্যের তুষের বিনিময়ে একজনের ভোজনোপ-যোগী রন্ধনকার্য্যের সমস্ত উপকরণ আহৃতও হইতে পারিত। কন্যার তণ্ডুল-প্রস্তুত-করণ হইতে অন্ন-ব্যঞ্জন-পাক ও পরিবেশনাদি বর্ত্তমান কালের বামাগণেরও সর্ব্বথা অনুকরণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রী—

অনাদি-গীতি।

আজি মম জাগে সুর
হিয়ার তারে!
মরম-গোপন-গীতি
শুনা'ব কারে!
আজি দিশা-দিশাময়
বসন্ত সমুদয়!
বিকশিত পরিণয়
কুসুম-হারে!

কত প্রসাদিত মুখ
লাজ-চাহনি!
কত আধ-ফোটা বুক—
সুষমা-খনি!—
কত স্মৃতি, মধুমান
জাগে—আজ কত গান!
সেই হাওয়া,—নভোখান,—
চন্দ্রমা রে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

লীনার শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[কর্ম্মসূত্রে মান্দ্রাজে অবস্থানকারী কোনও ও ইংরাজ-দম্পতির দুর্বৃত্ত শপ্তদশবর্ষীয় পুত্র পিকক্ যখন গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোনও ইটালীয়ন-সুন্দরীর পাণি-পীড়নকারী ও সপরিবারে ইটালীযাত্রী শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়-নামক এক ব্যক্তির সহিত জাহাজে তাঁহার পরিচয় হয়, এবং তিনি ইংলণ্ড হইতে খনি-বিদ্যা-শিক্ষান্তে ভারতে আসিয়া মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের কয়লা-খাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় ও সেই অল্প সময়ের মধ্যেই চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের ষোড়শী প্রথমা কন্যা হেলেনার ভালবাসা অর্জ্জন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করেন। পিকক্ কিন্তু তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না; আই, সি, এস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন্। ইহার মধ্যে চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়, তদীয় পত্নী ও হেলেনের দেহত্যায় ঘটে। ইহাতে পিকক্ সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া হেলেনের কনিষ্ঠা ভগিনী লীনাকে স্বকীয় জীবন-ভার বহনের সঙ্গিনী করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অগ্রজার প্রতি পিককের ভালবাসার অগভীরতা দেখিয়া লীনা প্রথমে পিককের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু পরে পিককের আগ্রহাতিশয়ে তাঁহার ভার্য্যাত্ব-স্বীকারে সম্মতা হয়। উভয়ের প্রীতির সাক্ষ্য-রূপে তাঁহাদের মারসি নামে একটী পুত্র জন্মে। কালক্রমে জাতিগত পার্থক্য-হেতু লীনার উপর দাম্ভিক একজ্ঞ পিককের দারুণ আক্রোশ জন্মে এবং লীনাকে তিনি নানাপ্রকারে ক্লেশ দেন;—কৌশলে মাতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের ছলে লীনাকে স্থানান্তরিত করেন এবং সেই স্থানে স্বয়ং ব্যভিচারিতা-প্রকাশেও কুণ্ঠিত হন্ না। পিককের ঘোর অত্যাচারে যখন মর্ম্মাহতা লীনা দারুণ রোগা-ক্রান্ত, তখনও পিকক্ সহানুভূতি-শূন্য ও ব্যভিচারপরায়ণ। এই সময় পারিবারিক চিকিৎসক মারসির সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ দেন।—পিকক্ তখন পাশব-প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় মগ্ন থাকায় সে-সংবাদ পান না; লীনা পান। এই প্রবাসে লীনার সহিত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক-দলের বৃদ্ধা মিস্ নীল, পার্সন, মিসেস্ ক্লাউডেন্ ও তাঁহার ভ্রাতা চিত্রকর ডবসনের সহিত বন্ধুত্ব জন্মে। ইঁহারা এই অসময়ে লীনার যথেষ্ট উপকার করেন। পার্সন পীড়িত পুত্রের নিকট লীনাকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হন ও চিকিৎসককে টেলিগ্রাম করেন। প্রত্যুত্তরে পিকক্ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পান। তৎপূর্ব্বে তাঁহার মাতার মৃত্যুসংবাদ ও পিতার মুমূর্ষু অবস্থারও সংবাদ তাহার নিকট আসে। এই শোকপরম্পরায় পিককের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয় এবং লীনাকে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ না জানাইয়া বরং পার্সনের পরামর্শে 'তিনি পুত্রকে লইয়া আসিয়াছেন', বলিয়া লীনার

নিকটে টেলিগ্রাম করিতে স্বীকার করিয়া পিতার আদেশ-শ্রবণ ও পুত্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য চলিয়া যান। পরে তথা হইতে যখন ফিরিতেছেন, এই সময় তাঁহার সহিত আমাদের এই সংখ্যায় দেখা।—]

(১৬)

তার পর সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে। বৈকালের বেলা পড়িয়া গিয়াছে। হাতার ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া পার্সন ও মিসেস্ ক্লাউডেন নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিলেন; দুইজনের মুখই গম্ভীর ম্লান। কি যেন একটা আসন্ন দুঃখের আশঙ্কায়, দুইজনেই সশঙ্কভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দূরে,—পথের মোড়ে একদল মানুষ দেখা গেল। ক্লাউডেন-পত্নী চাহিয়াই সচমকে বলিলেন, "ঐ! আহা, হা!—কি চেহারাই হয়ে গেছে মানুষটার! যেন সত্তর বছরের বুড়ো! শোক-পরিচ্ছদে কি অস্বাভাবিক করুণ দৃশ্যই হয়েছে!—"

পার্সন চাহিয়া চাহিয়া, সনিঃশ্বাসে বলিলেন, "শোকের চেয়ে শক্তিশালী শাসন-কর্ত্তা, কেউ নাই। এই পিকক্, আর দশ দিন আগের পিককের মধ্যে কত তফাৎ! সে মানুষটার দিকে চেয়ে কেউ ভুলেও মনে কর্ত্তে পারি নি যে, এ মানুষ জীবনে কোন দিন মাথা হেঁট করে চলতে শিখ্‌বে! ভগবানের সৃষ্টি কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন-বৈচিত্র্যময়! এতেও মানুষ ঈশ্বরের শক্তিকে অবিশ্বাস করে! বাঃ!"—পার্সন বেদনার হাসি হাসিলেন।

আগমনশীল দলের আগে আগে পিকক্ ও ডবসন্ আসিতেছিলেন। ডবসনের একহাত ধরিয়া, তাঁহার বালিকা ভাগিনেয়ী, অন্য হাত ধরিয়া আর একটি বছর আট বয়সের ফুট্‌ফুটে সুন্দরী বালিকা। তাঁহাদের পিছনে একজন চাপরাসীর কোলে একটি বছর-তিন বয়সের নিটোল-স্বাস্থ্যপুষ্ট প্রিয়দর্শন বালক। ক্লাউডেন-পত্নী ছেলেমেয়ে-দুইটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এরাই পিককের ভাই-বোন্ বোধ হয়। আহা, দুর্ভাগারা কত অকালে বাপ-মা হারালে! কি অদৃষ্ট বেচারাদের!"

পার্সন দুই মুহূর্ত্ত নীরবে কি ভাবিয়া সহসা সজোরে বলিলেন, "এইখানেই আমি অদৃষ্টকে মানি, মিসেস্ ক্লাউডেন! যে অদৃশ্য-শক্তি, মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সমস্ত ক্ষমতার, সমস্ত ইচ্ছাশক্তির, সমস্ত চেষ্টার ঊর্দ্ধে অটল প্রতাপে কায করে চলে! "ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, অচিন্ত্য অব্যক্ত তাহা।—" সে অদৃষ্ট-শক্তির উপর কারুর হাত নাই। কিন্তু মানুষ যখন বলে, 'তা'র আত্মগঠনের ভারটাও ভগবান্ সেই অদৃষ্টের হাতে ষোল আনা সঁপে দিয়েছেন,' তখন আমি নিশ্চয় বুঝি মানুষ ভয়ঙ্কর ভুল বুঝে আত্ম-প্রবঞ্চনার বশে আত্মহত্যা করতে বসেছে! ঐ মিথ্যার সম্মোহন-মন্ত্র জপ্‌তে জপ্‌তে মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই নিজেকে এমন ভীষণ সম্মোহিত করে ফেলে যে, তখন নিজের উপর আর কোন চেষ্টা-প্রয়োগের অধিকার তা'র থাকে না,—সে মানুষ একেবারে অধঃপাতে যায়! তার চারি পাশের সমস্ত জন-সমাজকে পর্য্যন্ত সে বুদ্ধিভ্রষ্ট, বিমূঢ় ও নির্জ্জীব করে দিয়ে যায়!"

ফটকের কাছে আসিয়া পিকক্ মহিলা-দ্বয়ের সঙ্গে নীরবে ম্লান-মুখে করমর্দ্দন করিলেন ও ডবসনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"পিছনে কুলীরা গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই করে আস্‌ছে, আপনি তা হ'লে ফর্দ্দটা নিয়ে আপনার কুঠিতেই জিনিষগুলা মিলিয়ে নেবেন। এখানে এখন গোলমাল সহ্য কর্‌তে পারা যাবে না, সেটা ঠিক! কি উপকার যে এ-সময় করছেন্ আপনারা, ভাষায় সে কৃতজ্ঞতা জানাবার নেই, তবু বল্‌ছি—বহু ধন্যবাদ!"

বালক-বালিকা-দুইটির দিকে চাহিয়া ডবসন বলিলেন, "এদেরও আমি নিয়ে যাই, এখন-কার মত?"

পিকক্ আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "না, ওরাই যে এখন আমার আত্মরক্ষা,—আত্ম-সংবরণের প্রধান উপলক্ষ্য!"—

পার্সন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বিদায় মিঃ ডবসন্, কুঠিতে যান্!" তৎপরে বালিকার প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন; "এস খুকি, আমার হাত ধরো। আসুন্ মিঃ পিকক্, আপনি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়ছেন।"

ডবসন ভাগিনেয়ীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। পিকক্ ফটকের মধ্যে পা বাড়াইয়া আবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন; কুঠির দিকে চাহিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "কেমন আছে, বলুন দেখি? কিছু বুঝ্‌তে পেরেছে?"

পার্সন বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "কিছুমাত্র না। আপনার টেলিগ্রামের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, একেবারে নিশ্চিন্ত?"

মিসেস্ ক্লাউডেন দুঃখিতভাবে বলিলেন, "এমন গভীর বিশ্বাসী নির্ভরশীল, সরল চিত্ত, কোমল প্রাণ খুব অল্পই দেখেছি! আপনি পিতার মৃত্যুশয্যায় ক্ষমাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ পেয়েছেন, এই খবরেই তিনি আনন্দে অস্থির! মার্‌সি আজ আপনার সঙ্গে আসছে,—কি উৎসাহ তাঁর! আঃ ভগবান্!—"

নিঃশব্দ-যন্ত্রণা-পেষণে পিককের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল! হেঁট হইয়া দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে পিকক্ রুমালে কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

পার্সন ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "মিঃ পিকক্, আপনার এখন অধীর হ'বার সময় নয়।"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া পিকক্ সজোরে বলিলেন, "না; আমি ঠিক্ থাক্‌তেই আজ বাধ্য। চলুন্ আপনারা। – কিচ্‌লি, আয় ভাই, আমার বুকে। লরা, আমার সঙ্গে এস বোন্!"

চাপ্‌রাশীর কোল হইতে ছেলেটিকে বুকে লইয়া পিকক্ অগ্রসর হইলেন। পার্সন বালিকা লরার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, "ছুটি মঞ্জুর হোল?"

পিকক্ বলিলেন, "হয়েছে, দেড় বছরের। জিনিষ পত্র সব গুটিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছি;—যেখানে যেতে চায় নিয়ে যাব। কিন্তু বড় বিষাদময়-নৈরাশ্য-বোধ হচ্ছে!—হায়, উচ্ছৃঙ্খল দুর্ব্বুদ্ধির খেয়ালে যে কাচ নিজের হাতে ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড করেছি, সে কাচ কি আর যোড়া লাগ্‌বে?"

মিসেস্ ক্লাউডেন হতাশ-ভাবে মাথা নাড়িয়া ব্যথিতকণ্ঠে বলিলেন, "ভাঙ্গা কাঁচ!… হায় মিঃ পিকক্!"

পার্সন সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পিককের হতাশাচ্ছন্ন মুখের উপর প্রখর-উজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া শান্ত অথচ সতেজ এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কাচ ভাঙ্‌লে যোড়া না লাগ্‌তে পারে, কিন্তু আমার বুকের এই 'ক্রশ'-বহনকারী সোনার শিকলটা,—এটা

একবার ছিড়্‌লে আবার জুড়ে দিতে পারা যায়,—অবশ্য যোড়া যায়! কারণ, এটা পদার্থ-বাচক বিশেষ্য হলেও কাচ নয়,—সোণা!—"

পিকক্ উদ্যত-চরণ সংবরণ করিয়া সহসা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পার্সনের মুখ-পানে চাহিলেন! তারপর মন্ত্র-মুগ্ধের মত মাথা নোয়াইয়া, আবেগ-রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "বহু ধন্যবাদ!—পশুত্বের প্রভাব, আর মনুষ্যত্বের প্রভাব,—এ দুই প্রভাবের যে কত ভয়ানক পার্থক্য, সেটা আজ জীবনে প্রথম এইখানে সুস্পষ্ট করে বুঝলাম, আপনার অনুগ্রহে! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন,—মূঢ়তার দাসত্বে আত্মসমর্পণ করে যে কঠোর শিক্ষা আমায় লাভ করতে হোল, সে-শিক্ষার ফল আমি সার্থক করব-ই! কর্ত্তব্য-পালনের সংগ্রামে আমি জয়ী হব-ই!"

সামনেই বারেণ্ডায় উঠিবার সিঁড়ি। পার্সন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে শান্তস্বরে বলিলেন, "এগিয়ে যান্, উঠুন্! যাও খুকি, তোমার ভায়ের সঙ্গে।"

ভাগিনীর হাত ধরিয়া, ভাইকে বুকে লইয়া পিকক্ ধীরপদে বারেণ্ডায় উঠিলেন। দুয়ারের পাশে ভৃত্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেলাম করিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া বলিল, "এই ঘরে, হুজুর!"

পিকক্ মুহূর্ত্তের জন্য চোকাঠের সামনে দাঁড়াইয়া ধীরে ঘরে ঢুকিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘরের অন্য দুয়ার দিয়া বৃদ্ধা নীল্ বাহির হইয়া বারেণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এতক্ষণ লীনার কাছে ছিলেন।

(১৭)

দশ বৎসর পরের কথা:—

মিঃ পিকক্ এখন —বিভাগের ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার।

* * * *

বৈকালের বেলা পড়িয়া গিয়াছে। সহরের সাহেব-পল্লীর মাঝখানে, ফাঁকা ময়দানের ধারে কমিশনার-সাহেবের প্রকাণ্ড কুঠির গাড়ী-বারেণ্ডার নীচে, একখানা মোটর গাড়ী আসিয়া থামিল। সুশ্রী-ছাঁটের শ্বেত-পরিচ্ছদ-ভূষিতা একটি তরুণী ইংরাজ-কন্যা নামিয়া, সঙ্গিনী যুবতীকে নামিতে সাহায্য করিবার জন্য হাত বাড়াইল। যুবতী স্নিগ্ধ হাসি-মাখা মুখে সস্নেহে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "তুমি নাম্‌বার সময় যদি রীতিমত একটা হোঁচট্ খেয়ে পড়্‌তে পার্‌তে লীনা, তা হলে আমি খুসী হয়ে তোমায় ধন্যবাদ দিতুম!—কিন্তু, আমার মত এমন সুস্থ সবল মানুষকে যদি সাহায্য করতে চাও, তা হলে তোমায় কাণ-মলা দেওয়াই উচিত; কেমন?" যুবতী নামিয়া কুঠিতে ঢুকিলেন।

হাসি-মুখে সঙ্গে চলিতে চলিতে মাথা দুলাইয়া তরুণী লীনা সকৌতুকে বলিল, "বটে! আচ্ছা, ঈশ্বরের দয়ায় তুমি যদি কোন দিন হোঁচট্ খেয়ে পড়, তা হলে,—বলে রাখ্‌ছি লীনা, আমি কিন্তু সে-দিন সকলের সাম্‌নেই হাত-তালি দিয়া হাস্‌ব।"

লীনা পরম-উৎসাহ প্রকাশ করিয়া সাগ্রহে বলিল, "তোমার প্রার্থনা-মত ঈশ্বরের দয়ায় আমি হোঁচট্ খেতে রাজী খুব আছি, কিন্তু মনে রেখো—পড়্‌বার সময় তোমারি ঘাড় চেপে পড়্‌ব!—দ্যাখো, যদি খুসী হয় বলো,

আমি এখনি পড়্‌তে প্রস্তুত আছি!—"

"কায নেই বাবা,—কলেজে সোণার মেডেল পুরস্কার নিয়ে, বাড়ী ঢুকেই "ঘাড়-ভাঙ্গা"-পুরস্কার-গ্রহণে আমার কিছু লোভ নেই! তুমি মানে মানে বিদেয় হও, আমি পালাই!"—

লস্কা ত্রিতলে যাইবার সিঁড়ি ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। লীনা অন্য পাশে দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ি ধরিয়া সিঁড়ি বহিয়া হাসি-মুখে উঠিতে উঠিতে বলিল, "শীগ্‌গীর কাপড় বদ্‌লে বস্‌বার ঘরে এসো। একটু অর্গান বাজিয়ে গান শোনাবে। আজ আমরা বাড়ীতে একলা!"

ত্রিতলের বারেণ্ডা হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ আমিও সম্পূর্ণ একলা!—"

লীনা ত্রস্তে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, বারেণ্ডার রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন,—প্রসন্ন-হাস্তোৎফুল্ল-মুখে পিকক্! লীনা সবিস্ময়ে বলিল, "বাঃ, বন্ধুর প্রীতি-ভোজে মন টিক্‌ল না বুঝি? এত শীঘ্রী পালিয়ে এলে কেন?"

পিকক্ সে-কথার উত্তর না দিয়া, মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে হাসিতে, দেয়ালের টেলিফোন-যন্ত্রটার কাছে সরিয়া গিয়া,—কল-কব্জায় ঝঞ্ঝনা জাগাইয়া, কোন এক অনির্দ্দিষ্ট ঠিকানার বন্ধুকে ডাকাডাকি করিয়া হঠাৎ বিনা ভূমিকায় গান শুনাইতে সুরু করিলেন,—"মন বাঁধা যার কাছে, কেমনে তাহারে ভুলি!"

লীনা ভ্রুকুটি করিয়া সকোপে বলিল, "আহা মরে যাই! তারপর তাড়াতাড়ি হাসি চাপিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া বারেণ্ডার অন্য পাশে গিয়া, রেলিং ধরিয়া দূর ময়দানের দিকে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল।

কিচ্‌নি এখন তেরো বছরের বালক। ময়দানে সে একখানা সাইকেল লইয়া বসিয়া, —দাঁড়াইয়া, নানান্ কসরৎ-কৌশলে খেলা দেখাইয়া, ময়দানময় চক্র দিয়া ঘুরিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে লীনার এখনকার বড়ছেলে আট-বছরের বালক নরেন্দ্র একটা ট্রাই-সাইকেল লইয়া কাকার পাছু পাছু চক্র মারিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। নরেন্দ্রের পাঁচ-বছরের আর একটি ভাই ও দুই-বছরের একটি বোন্ তাহাদের ঠেলাগাড়ী হইতে নামিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ দৌড়াদড়ি করিতেছিল। চাকরেরা পিছু পিছু দৌড়াইয়া ফিরিতেছিল।

ময়দানের একপাশে কতগুলা কুলী-মজুর-শ্রেণীর লোক জটলা করিতেছিল। হঠাৎ বচসা করিয়া তাহারা উত্তেজিত হইয়া মারামারি জুড়িয়া দিল! নরেন্দ্র তাহাদের নিকটেই ছিল। সে গাড়ী ছাড়িয়া ব্যগ্র কৌতূহলে মারামারি দেখিতে ছুটিল।—দাদার দেখাদেখি ছোট দুইটিও মারামারির ভিড়ে ঢুকিতে মহা উৎসাহে উল্লসিত হইয়া ছুটিল।

শঙ্কিতা লীনা চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে কিচ্‌নি সাইকেল ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া, বাজ-পাখীর মত ছো মারিয়া ছোট দুইটাকে টানিয়া বাহির করিয়া, চাকরদের হেফাজতে বন্দী করিয়া, আবার ছুটিয়া ভিড়ে ঢুকিল; এবং পরমুহূর্ত্তেই, বড় ভাইপোকে বন্দী করিয়া আনিয়া, সব চেয়ে হুঁসিয়ার চাকরের জিম্মায় আটক রাখিয়া, নিজে বীরদর্পে আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে ভিড়ে ঢুকিল।—অভিপ্রায় যেন, প্রয়োজন হইলে সেও মারা-

সারিতে যোগ দিতে প্রস্তুত!—

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই কুলীদের যুদ্ধোৎসবে শান্তি-স্থাপন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিচ্‌ব্রিও বিনাবাক্যে গম্ভীর-মুখে, হাতঝাড়া দিয়া আস্তিন সোজা করিতে করিতে, ভিড়ের বাহিরে আসিয়া ছোট ভাইপো ও ভাইঝিকে ঠেলা-গাড়ীতে তুলিয়া, নিজেই তাহা ঠেলিয়া ময়দানে ঘুরিতে সুরু করিল। কাকার নির্দ্দেশ-মত বড়ও নিজের গাড়ী লইয়া পিছু পিছু ছুটিল।

নীনা একাগ্রমনে ছেলেদের কাণ্ড দেখিতেছিল; সহসা পিছন হইতে পিকক্ প্রসন্নহাস্যে বলিলেন, কিচব্রিটাকে কি মুরুব্বি-য়ানাই শিখিয়েছে, নীনা! ও যে আমাকেও ঝক্ মানিয়ে দিতে চায়!—"

নীনা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "চুপ করো, চুপ করো!—ওপরওলারা ওদের কানে চোখ রেখেছেন, সেটা ওদের জান্‌তে দেওয়া হবে না। সরে এস।"

পিকক্ হাসি-মুখে সরিয়া গিয়া বারেণ্ডায় এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতে লাগিলেন। নীনা ব্যস্তভাবে বসিবার ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া, ক্ষিপ্রহস্তে কি একখানা চিঠি লিখিতে লাগিল।

ক্ষণ-পরে পিকক্ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কৈ, তুমি কাপড় বদ্‌লাতে গেলে না? ও কি হচ্ছে?"

চিঠি লিখিতে লিখিতেই নীনা উত্তর দিল, "কিচব্রির একটা ঘড়ির দরকার, তাই...... দোকানে ভিঃ পিঃ কর্ত্তে লিখ্‌ছি। আজ এই ডাকেই চিঠিখানা দেওয়া চাই।"

পিকক্ কিছু না বলিয়া, সামনের আর্ম চেয়ারটায় আড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। কি একটা কথা মনে পড়ায়, নীনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ঠিকানা লেখা শেষ করিয়া নীনা মুখ তুলিয়া চাহিতেই স্বামীর সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল;—নিজের অজ্ঞাতেই একটু হাসিয়া বলিল, "কি?"

পিকক্ বলিলেন, "ভাব্‌ছি—'ঘুমন্তের স্বপ্নেই জীবন সৌন্দর্য্যময়, জাগন্তের চোখে নীরস কর্ত্তব্যময়'—এ মত-বাদটী ঠিক্ অভ্রান্ত সত্য কি না? তোমার কি মত নীনা?"

নীনা, নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল; তারপর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্ন স্মিত-মুখে বলিল, "দশ বছর আগে হ'লে,—তখনকার মত না ভেবেই ঐ প্রশ্নের যথেচ্ছ উত্তর দিতে পার্‌তুম, কিন্তু আজ পারব না সেটা। আজ তোমাকেও অনেক ঠ'কে শিখ্‌তে হয়েছে, আমাকেও অনেক ঠেকে শিখ্‌তে হয়েছে।—আজ কর্ত্তব্য-দ্বন্দ্বময় জীবন-মাত্রই নীরস কর্কশ সৌন্দর্য্যহীন কি না, এ-সমস্যার সমাধানে তোমার আমার মাথা ঘামানোর কোন দরকার নাই।...হাঁ হাঁ আমাদের মিস্ পার্সন আজ তাঁর বিদ্যালয়ের মেয়েদের পুরস্কার-বিতরণ-সভায় তাঁর অভি-ভাষণের মাঝে এক জায়গায় জীবনের যথার্থ সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে একটা কথা বলেছেন। কথাটা আমার বড় ভাল লেগেছিল; লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছি।—এই নাও, অভিভাষণ-পত্র।—দেখো।'

জামার ভিতর হইতে সোনালী অক্ষরে শাদা কাগজে ছাপানো অভিভাষণ-পত্র বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিয়া নীনা পাশের ঘরে

কাপড় ছাড়িতে গেল। পিকক্ অভিভাষণ-পত্র খুলিয়া প্রথম কয় অনুচ্ছেদের পরই, লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া স্থানটাই আগে পড়িলেন। তাহাতে লেখ—সকল নর-নারীরই, কি পারিবারিক জীবনের, কি সামাজিক জীবনের, কি আধ্যাত্মিক-জীবনের—যাহা যথার্থ শুভ, সত্য, ও ন্যায়,—তাহার জন্য সকল দুঃখের ব্যথা, ক্ষতির শোককে অকাতর-ধৈর্য্যে, সন্তুষ্ট-চিত্তে বরণ করিয়া লওয়াই মহা-সাধনা; এবং এই সাধনাই জীবনের যথার্থ সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য-পূজাই আমাদের সকল শিক্ষার মূল লক্ষ্য হউক।" সমাপ্ত—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

—০—

নব বর্ষের গান।

মিশ্র ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সমুজ্জল ভবিষ্যৎ, হবে সিদ্ধ মনোরথ,
নব বর্ষ কহে আজি প্রাণে।
স্তব্ধ কর্ম্ম-কোলাহল, ফুল্ল হৃদি-শতদল
মগ্ন হয়ে যায় কা'র ধ্যানে!
চুম্বি' শান্ত তপোভূমি, বিশ্ব-আত্মা রহে ঘুমি'
বাধা-বিঘ্ন কিছু নাহি মানে।
ভক্তি-গঙ্গা মর্ম্ম মূলে, তৃপ্তির তরঙ্গ তুলে,
বহে ধীরে মহাসিন্ধু-পানে!
গগনে অযুত তারা, বরষে পীযূষ-ধারা,
সমীরণ বার্ত্তা কা'র আনে!
নমঃ নমঃ নিরঞ্জন, প্রেমময় চিদ্‌ঘন,
অধিষ্ঠিত হও মম গানে॥

রচনা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন-গুপ্তা।

০ ৩ ১´ ২
II { না সা। জ্ঞা -া মা I পা পা। পা -া -া।
স মু জ্জ ০ ল ভ বি ষ্য ০ ৎ

০ ৩ ১´ ২
। দা র্সা। ণা -া দা I পা পা। পা -া -া } ।
হ বে সি দ্ ধ ম নো র ০ থ্

০ ৩ ১´ ২
। জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা -া জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা। মা -া মা।
ন ব ব র্ ষ ক হে আ ০ জি

০ ৩ ১´ ২
। জ্ঞা -া। সা -া -া I -া -া। -া -া -া
প্রা ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

নিতায়ের মা।

(গল্প)

(১)

যদুনাথের সংসার বেশ চলিতেছিল। হঠাৎ তার স্ত্রী ছয় বৎসরের ছেলেটি রাখিয়া মারা গেল। সংসারের কষ্ট হইল বটে কিন্তু ছেলের কোন কষ্ট হইল না। যদুনাথের বিধবা ভগ্নী ব্রহ্মময়ী পূর্ব্ব হইতেই ছেলে নিতায়ের প্রায় সমস্ত ভার লইয়াছিলেন—এখন যেটুকু বাকী ছিল, চোখের জল মুছিতে মুছিতে গ্রহণ করিলেন। যদুনাথের সঙ্গে সংসারের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। সকাল সন্ধ্যা জপতপে কাটিয়া যাইত। সে বেলা সাড়ে নয়টার সময় কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইত; সেখান হইতে পাঁচটার সময় ফিরিয়া আসিত।

মাতৃহীন বালক, পুত্রহীনা পিসিমা—সম্পর্ক খুব স্নেহের এবং এ-ক্ষেত্রে তাহাই দাঁড়াইল। যখন ভ্রাতৃবধূ জীবিত ছিল, তিনি প্রত্যহ সকালে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। এখন সকালে স্নান বন্ধ করিতে হইয়াছে। কারণ তা'হলে ভায়ের আফিস যাওয়া বন্ধ হয়! সুতরাং প্রাতে গৃহের যাবতীয় কর্ম্ম সারিয়া যদুনাথের আহারের ব্যবস্থা করিয়া, তিনি স্নানে বাহির হইতেন। যদুনাথ ভাত বাড়িয়া খাইয়া আফিস চলিয়া যাইত। বলা বাহুল্য, নিতাই নিতান্ত ভাল-মানুষের মত, ছোট রঙীন্ ছাতাটি মাথায় দিয়া ডবল ছায়ার ন্যায় পিসিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

বাস্তবিকই নিতাই শান্ত ছিল। শিশু-সুলভ যেটুকু চপলতা ছিল, পিসিমার নিকট তাহা প্রকাশের কোন অবসর পাইত না। কেবল গল্প, কেবল পিসিমার কাজের সহায়তা—জলের ঘটি, তেলের বাটি, উনানের কাঠ প্রভৃতি সরান নড়ান নিতাই না করিলে কে করিবে? আর কে করিলে পিসিমার মনঃপুত হইবে? আর সাহায্য করিবার লোকই বা কোথায়? বুড়ী লক্ষী ঝি ত আর হেঁসেলে যাবে না। সুতরাং দুপুরের কাণ্ডে একমাত্র নিতাই ব্রহ্মময়ীর সহায়।

কিন্তু বর্ষার সময় ব্রহ্মময়ী নিতাইকে লইয়া স্নান করিতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। নদীতে ঘোলা আসিয়াছে, নূতন জল, সর্দ্দী অসুখ করিতে পারে, এই ভাবিয়া যখন স্নান করিতে যাইবার সময় আসিল, তিনি নিতাইকে নিকটবর্ত্তী দোকানে জিনিশ কিনিতে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি স্নানে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় লক্ষীকে বলিয়া গেলেন, 'নিতাই এলে তাকে এই মুড়ি মুড়্‌কি, সন্দেশ দিস্, আর বলিস্ আমি এলাম বলে।' নিতাই আসিয়া যখন পিসিমাকে দেখিতে পাইল না তখন একবার ঘরগুলি ছুটিয়া দেখিয়া আসিল। সে জানিত যে বাবার ভাত রান্না হইলেই স্নানের বন্দোবস্ত হইত। আজ কেন সে চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম হইল, এই ভাবিতে ভাবিতে সে গিয়াছিল এবং আসিবার সময় একটা অজানা আশঙ্কায় তাহার পায়ের গতি আপনা হইতেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাড়ী আসিয়া সে কোনখানে পিসিমাকে দেখিতে পাইল না; লক্ষীর দেওয়া খাবার ছড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—"পিসিমা গো, আমি তোমার কাছে

যাব।" সে তার ছোট ছাতাটি লইয়া বাহির হইয়া যাইত, কিন্তু যদুনাথ তাকে যাইতে দিল না। তার পর কান্না আবার আরম্ভ হইল। শিশু-হৃদয়ের মর্ম্মবেদন-ধ্বনি প্রথমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল। তার পর স্বর নামিয়া আসিল। ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে ক্লান্ত নিতাই রান্না-ঘরের শীতল মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

যদুনাথ আফিসে চলিয়া গিয়াছে, লক্ষ্মী আপন কাজ করিতেছে, এমন সময় ব্রহ্মময়ী তাড়াতাড়ি আসিলেন। সমস্ত রাস্তা তিনি দারুণ উৎকণ্ঠা লইয়া গিয়াছেন।— স্নান করিবার সময় যখন মন্ত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেবল মনে হইতেছিল যেন কে কাঁদিতেছে। সম্মুখে যাত্রিপূর্ণ একটি নৌকা বাঁধা ছিল। তাহার উপর হইতে একটি শিশু জলের উপর ভাসমান ফুলফল তুলিয়া দিবার জন্য আবদার করিতেছিল এবং আবদার রক্ষা হইল না বলিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্রহ্মময়ী তাঁহার আম ও পদ্মফুল তখন গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন নাই। তাড়াতাড়ি সেগুলি লইয়া মাঝিকে বলিলেন, 'তা ছেলে-মানুষকে এগুলি দাও।' ছইএর ভিতর হইতে রমণীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, 'ও যে ঠাকুরদের!' জপ-তপ-পূজা-অর্চ্চনার মধ্যে জড়িত নিতায়ের মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ব্রহ্মময়ী বলিলেন, 'তা' হোক না, ওদের দিলেই ঠাকুরকে দেওয়া হোল।' এই বলিয়া আর একটু জলে নামিয়া মাঝির হাতে সেগুলি দিলেন; তার পর আর একটি ডুব দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলিলেন। ঢুকিবার সময় কোন শব্দ না পাইয়া তাঁহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন, নিতাই প্রথমে খুব কাঁদিয়াছিল, তারপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আর্দ্র বসন ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, 'ঘুমিয়েছে? তুই তাকে খাবার দিয়েছিলি?' লক্ষ্মী বলিল, 'না, সে সব ছড়িয়ে ফেলে ঐ শুয়ে আছে।' ব্রহ্মময়ী তাড়াতাড়ী রান্নাঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর শায়িত বালককে দেখিলেন। মুদিত চক্ষের যুক্ত পত্র তখনও সলিল-ভারে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র বিস্ফারিত ওষ্ঠ-দুইটি তখনও যেন দুঃখ-স্বপন ঘোরে কাঁপিয়া উঠিতেছে। অনুতপ্ত নারী শিশুকে ধীরে ধীরে তুলিয়া পাশের ঘরে তক্তপোষের উপর শোয়াইয়া দিলেন। লক্ষ্মীকে অনুযোগ করিলে সে বলিল যে ঘুম ভাঙ্গিবার ভয়ে সে তাহাকে তুলিতে সাহস করে নাই। আপন মনে বকিতে বকিতে ব্রহ্মময়ী রান্নায় মনো-নিবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিতাই উঠিয়া আসিল এবং অভিমান-ক্রন্দনের নূতন সূচনা হইল। পিসিমা অনেক প্রবোধ আশ্বাস দিয়া তা'কে ঠাণ্ডা করিলেন।

(২)

সেদিন নিতহি ভাল করিয়া খাইতে পারিল না। বৈকালে খুব জ্বর আসিল, জ্বরের ঘোরে বালক অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। অনুশোচনায় ব্রহ্মময়ীর চিত্ত ভরিয়া গেল। তিনি বার বার ভাবিতে লাগিলেন, 'কেন লইয়া যাই নাই? না হয় স্নান করিত না, তীরে বসিয়া থাকিত, তা হলে বাড়ীতে কাঁদিয়া ঠাণ্ডা মেঝের শুইয়া জ্বর ত' হইত না।'

১৪ দিন জ্বর ভোগের পর নিতাই সারিয়া উঠিল। জ্বর সারিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিশুর স্বভাবসুলভ প্রফুল্লতা কোথায় চলিয়া

গেল। সে আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে চাহে না—এ চাই ও চাই নানারূপ বায়না ধরিত; ব্রহ্মময়ী তাঁর সমস্ত আবদার পূর্ণ করিতেন, ভাবিতেন যাহা চায় দিই, না হলে, কাঁদিয়া আবার জ্বর আনিবে।

অসুখ-নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মময়ী পূজা মানিয়াছিলেন। পূজার জন্য লক্ষ্মী পাঁচ পোয়া চিনি আনিয়াছে, পিসিমা তাড়াতাড়ি চিনি লইতেছেন, এমন সময় নিতাই বলিল,'ওকি পিসিমা?' কিছু বলিবার আগে লক্ষ্মী বলিল, 'চিনি'। অমনি নিতাই বলিয়া উঠিল, 'আমি চিনি খাব'। পূজার চিনি হইতে দেওয়া যাইতে পারে না; কাজেই লক্ষ্মী দোকান হইতে আবার আধ পয়সার চিনি আনিল। পিসিমা বলিলেন, 'এই নাও, মাণিক আমার, ও চিনি কি খেতে আছে! ও যে নৈবিদ্যির চিনি।' তৎক্ষণাৎ নিতাই বলিল, 'আমি এ চিনি খাব না, আমি ঐ নৈবিদ্যির চিনি খাব।' পিসিমা অগত্যা নৈবেদ্য হইতে একটু চিনি দিয়া বলিলেন, 'লক্ষ্মী বাবা আমার, চুপ কর, এই নাও—ঐ সব চিনি কি চাইতে আছে?—ওযে পাঁচ পোয়া চিনি।' তখন নিতাই নির্ব্বিকারচিত্তে বলিল, 'আমি এ-টুকু চিনি খাব না, আমি পাঁচ পোয়া চিনি খাব, তার পর সেই পাঁচ পোয়া চিনির পাত্র তার সম্মুখে রাখা হইল। সে অল্প একটু খাইল, তার পর পিসিমা তাহা তুলিয়া রাখিলেন এবং আলাদা চিনি আনিয়া পূজাকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

কুফল আর বেশী দূর গড়াইল না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল। কিছুদিন পরে যদুনাথ তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। সে আর পিসিমার সহিত স্নান করিতে যাইবার বায়না ধরে না। নূতন জিনিশের মধ্যে সে পুরাতন আমোদকে হারাইয়া ফেলিল। সকালে পিতার সহিত একসঙ্গে আহার করিয়া একসঙ্গে বাহির হইত। আসিবার সময় সে আপনিই আসিত। উপকথা বলিবার জন্য সন্ধ্যাবেলায় পিসিমার নিকট আর মিনতি করিতনা, বরং বলার ভার এখন তার। নূতন ছবি, নূতন কথা, নূতন বই, এই সব পিসিমাকে দেখাইবার শুনাইবার জন্য সে এখন ব্যগ্র। প্রথম প্রথম ব্রহ্মময়ীকে নির্ব্বাক্ শ্রোতারূপে থাকিতে হইত। যখন কিছুদিন পরে শিশুর ভাণ্ডার শেষ হইয়া আসিল—তখন আবার দুজনের আলাপ আরম্ভ হইত।

(৬)

সেদিন রবিবার, স্কুল ছিল না। নিতাই ছয়দিন পরে আবার পিসিমার সঙ্গে স্নান করিতে যাইতে পারিবে, এই আশায় সকালে উঠিয়া বসিয়া ছিল। লক্ষ্মীর বোনপো লক্ষ্মীকে লইয়া গিয়াছে বলিয়া কয়দিন হইতে বাড়ীর যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম সব ব্রহ্মময়ীকে করিতে হয়। সম্মুখে বিচালী-ভক্ষণে রত গাভী মঙ্গলা বার বার দীর্ঘ পুচ্ছ সঞ্চালন করিতেছিল। নিতাই বলিল, 'পিসিমা, মঙ্গলা লেজ নাড়ছে কেন?' পিসিমা গোময়রাশি তুলিতে তুলিতে বলিলেন, 'ও মশা-মাছি তাড়াচ্ছে।' যথাকালে স্নান আহার প্রভৃতি হইয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা নিতাই সোমবারের লেখা-পড়া তৈয়ারী করিতে বসিয়াছে; ব্রহ্মময়ী আসনের উপর বসিয়া পাখায় বাতাস করিতেছেন। ঢুলিতে ঢুলিতে এক একবার পাখা নিতায়ের গায়ে

লাগাইতেছেন, আবার চমকাইয়া উঠিয়া পাখা মাটিতে ঠুকিতেছেন। নিতাই বলিল, "আচ্ছা, পিসিমা, আমার যদি মঙ্গলার মত লেজ থাক্‌ত আমি লিখ্‌তে লিখ্‌তে লেজ দিয়ে কেমন মশা তাড়াতাম।' পিসিমার তন্দ্রার ঘোর তখন টুটিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'বালাই ষাট, তুমি গরু হতে যাবে কেন? তুমি দিগ্‌গজ পণ্ডিত হ'বে, তোমার সোণার দোয়াত-কলম হবে, ও বাড়ীর রাজুর মত তুমি হাকিম হবে।' খানিক ক্ষণ পড়ার পর নিতাই পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, পিসিমা, 'মঙ্গলাকে বুধি বল না কেন?' পিসিমা, জাগিয়া তখন পড়া শুনিতেছিলেন; তিনি বলিলেন,'বুধি ত' রায়েদের গরু, আমাদের গরুর নাম মঙ্গলা।' নিতাই বই সরাইয়া রাখিয়া কহিল, 'পিসিমা, মঙ্গলা কিন্তু বড় দুষ্টু, আমাকে কাছে যেতে দেয় না। তুমি কাছে গেলে ত' মঙ্গলা শিং নাড়ে না। আচ্ছা পিসিমা, হাকিম কি? যে আমাদের গোয়াল ঘর ছায়?' বলিয়া নিতাই পাশে শুইয়া পড়িল। যখন ব্রহ্মময়ী তাকে ঘরামী হাকিম ও প্রকৃত হাকিমের পার্থক্য বুঝাইতেছিলেন, তখন সে নিদ্রিত।

একদিন পিতার সহিত নিতাই শিশুপালবধ যাত্রা দেখিতে গেল। শিশুপালের অঙ্গভঙ্গী, বেশভূষা ও অস্ত্র-আস্ফালন দেখিয়া নিতাই বিস্মিত পুলকিতচিত্তে বাড়ী ফিরিল। আসিয়াই ব্রহ্মময়ীকে সাগ্রহে বলিল, 'পিসিমা, পিসিমা আমার নাম শিশুপাল রাখবি?' 'কেন? নিতাই নাম ত, বেশ।' নামধারী অসহিষ্ণুকণ্ঠে কহিল, 'না না, শিশুপাল কেমন যুদ্ধ করে, কেমন কথা বলে, আমি শিশুপাল হ'ব।' পিসিমা বলিলেন, 'তুমি নিতাই মাণিক নিতাই সোণা। নিত্যানন্দ, কেমন নাম—এ শিশুপালের চেয়েও ভাল নাম।' 'পিসিমা, কোন্ নামটা ভাল, নিত্যানন্দ না শিশুপাল?' পিসিমা নিশ্চিন্ত মনে বলিলেন 'নিত্যানন্দ।' তখন নিতাইও নিশ্চিন্ত হইল;—বলিল, 'তবে আমাকে নিত্যানন্দ বলে ডেকো।'

(৪)

কিন্তু এ ডাকিবার সুখ ব্রহ্মময়ীকে বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না। হঠাৎ একদিন তাঁর ডাক পড়িল। সহস্তগঠিত সংসার, সংসার-অনভিজ্ঞ যদুনাথ, নয়নের দুলাল নিতাই, সব ফেলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কই এখনও লক্ষীদের দেশ হতে, শ্যামপুর হতে পিসিমা এল না। যদুনাথ আর বুঝাইতে পারে না। যখন বাস্তবিকই তিনি ফিরিলেন না,—তখন আবার সেই দীর্ণ হৃদয়ের আর্তস্বরে যদুনাথের শূন্য গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল, 'পিসিমা গো, আমি তোমার কাছে যাব।' ক্রন্দনের তীব্রতা হ্রাস হইত বটে, কিন্তু বাক্যযোজনার একটুও পরিবর্তন হইত না;—কেবল যখন ক্লান্ত-কণ্ঠের স্বর অস্ফুট হইয়া আসিত, তখন সে বলিত 'পিসিমা গো কোথায় গেলে গো! আমি তোমার কাছে যাব।' জানি না, ব্রহ্মময়ী সে স্বর, সে কাতরতা শুনিয়া কেমন করিয়া অদৃশ্যলোকে স্থির থাকিতেন! কিন্তু যদুনাথের স্থির থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। জপ আহ্নিক শেষ হইয়া গিয়াছে, —আফিসেও নিয়ম মত যাওয়া হয় না। ভগিনী জীবিত থাকিতে ছেলের দিকে কখন তাকানর প্রয়োজন হয় নাই। আজ যখন প্রয়োজন হইল, তখন আর কোন ফল হইল না। নিতাই পিসিমাকেই চিনিত—যদুনাথকে

সে চিনিলেও তার নিকটে কখন ধরা দেয় নাই। যদুনাথ কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। স্থান-পরিবর্ত্তনে পুত্রের মন প্রফুল্ল হইতে পারে, ভাবিয়া সে দিন-কয়েকের ছুটির দরখাস্ত করিল ও নিতাইকে লইয়া নিজের মামার বাড়ী গেল। ২।৪ দিন পরে মামা যদুনাথকে পুনর্ব্বার বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহাদের গ্রামেই যে একটী শিষ্ট-শান্ত পাত্রী আছে, তাহাও উল্লেখ করিলেন। যদুনাথ অসম্মতি জানাইল। মামা বলিলেন, 'কিন্তু নিতায়ের কি গতি হবে? ওকে কেউ না দেখ্‌লে ও কি বাঁচ্‌বে? তোমায় বল্লাম, ওকে এখানে রেখে যাও; তুমি বল্লে, তুমি তা' হলে থাকতে পারবে না। তোমারও এখানে থাক্‌লে চল্‌বে না। এ-ক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া উপায় কি? আমি তোমার গুরু, আমি যখন বল্‌ছি, তোমার এ কাজ করা উচিত।' অবশেষে নিতায়ের মুখ চাহিয়া মামা-মামীর অনুরোধ-আগ্রহে যদুনাথ রাজী হইল।

(৫)

নববধূ কমলাকে এতদিন তাহার মাসীমা লালন পালন করিয়াছিলেন। তার পিতা ও দাদা সেখানে গিয়া মাঝে মাঝে তাকে দেখিয়া আসিতেন। কমলার মাতার মৃত্যুর পর, তার পিতা আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কমলা কখনও পিতৃগৃহে আসে নাই। নিজের বিবাহের পূর্ব্বে সে পিতৃগৃহে আসিয়া-ছিল; কিন্তু সে কয় দিনে বিমাতার ভাব বুঝিতে পারে নাই। কারণ, বিবাহের জন্য স্ত্রী-লোকের যে স্বাভাবিক লজ্জা তাহার মধ্যে উদয় হইয়াছিল, তাহাতে সে এতই অভিভূত হইয়াছিল, যে বিমাতার চরিত্র বুঝিবার সময় বা সুবিধা কিছুই সে পায় নাই। তবে পাড়ার লোকের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিল তাহাতে বিমাতার উপর ধারণা বিশেষ ভাল হয় নাই।

স্বামিগৃহে আসিয়া কমলা নিজের বিমাতৃ মূর্ত্তি ঢাকিয়া মাতৃ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। সচরাচর বাঙ্গালীর ঘরে যেরূপ বয়সে মেয়ের বিবাহ হয়, তাহার বয়স তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী ছিল বটে, কিন্তু অনেক বেশী ছিল না। ক্ষুদ্র নারী আপনার সাধ্যমত নিতাইকে ও যদুনাথকে যত্ন করিত। যদুনাথ অযত্ন ও যত্নের প্রভেদ বুঝিত না; নিতাই বুঝিল না। সে চিরকাল পিসিমার নিকট আব্‌দার করিয়া স্নেহ আদায় করিতে অভ্যস্ত। আহার, গঙ্গাস্নানে সঙ্গ ও রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প-আকারে ব্রহ্মময়ীর স্নেহ ক্ষরিয়া পড়িত। কমলা গল্প জানিত না, গঙ্গাস্নান করিতে যাইত না; আহার-সম্বন্ধে নিতাইকে প্রাণপণে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত কিন্তু এই অযাচিত অনায়াস-লব্ধ করুণায় তাহার চিত্ত ভরিত না। অধিকন্তু কমলার রান্না কোন তরকারী তাহার ভাল লাগিত না। কমলা তাহাকে অগত্যা ভাজা ও আলু সিদ্ধ করিয়া দিত। একদিন তাহার পাতে ভাত পড়িয়া থাকিল দেখিয়া যদুনাথ বলিল, 'খেলি নে যে?' নিতাই বলিল, 'ভাল না।' যদুনাথ কমলাকে বলিল, 'উহার জন্য একটু ভাল করিয়া রাঁধি-লেই পার।' কমলা নিজ-দোষ ক্ষালনের জন্য কোন উত্তর করিল না। যদুনাথ জানিত না যে, ভাজা ভাতে প্রস্তুত করিতে বিশেষ কোন নৈপুণ্যের দরকার হয় না; আর তরকারীর

গুণাগুণ যদুনাথের নিজেরই বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল। আসল কথা, নিতায়ের মন সুস্থ ছিল না। বালক আপন অন্তরের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যদুনাথ বুঝিতে পারে নাই, কমলাও বুঝিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে কমলার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে নিতায়ের প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিল না,—সে কথাও তাহার মনে হয় নাই। বরং সে এক বিষয়ে নিতায়ের নিকট কৃতজ্ঞ বোধ করিত। মঙ্গলা-গাই কমলাকে কাছে ঘেঁসিতে দিত না—কিন্তু নিতাইএর উপর তার কোন বিরুদ্ধ-ভাব আর ছিল না। গো-সেবার কাজে নিতাই কমলাকে সাহায্য করিত বলিয়া কমলা অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তা'র অন্তরে বালকের প্রতি কোমলতা বা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার আগ্রহ রহিল না; সে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইত। মাতৃস্নেহ কখন্ অন্তর হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে নিজেই লক্ষ্য করে নাই।

(৬)

কালে নিতাই শোকাবেগ সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়াছিল। আহারে প্রবৃত্তি হইল। বই খুলিয়া সে অন্যমনস্ক-ভাবে বসিয়া থাকিত না, তবে তাহার মুখে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য স্থায়ী হইয়া রহিল। নীরব গম্ভীর বালকের আকৃতি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। যদুনাথ বা কমলার নিকট ইহা বিসদৃশ ঠেকে নাই; কারণ, তাহারা এই মূর্ত্তি দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নিতাই অবশ্য পিসিমাকে ভুলিতে পারে নাই। সে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়কে বাঁধিতে পারিয়াছিল মাত্র। তখন বোধ হয়, সে বিমাতার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু যে আত্মজয় করিতে জানিয়াছে, সে পরের অনাদর অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। এইরূপে তিনটি প্রাণীর মনের স্রোত তিনটি বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকিল।

অনেক দিন পরে নিতায়ের আবার আহারে অরুচি হইল। কমলা-যদুনাথের মনে হইল, নিতাই আবার পিসিমার কথা ভাবিতেছে। সেই জন্য কমলা যখন দাদার সহিত দেখা করিতে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিল, যদুনাথ কোন আপত্তি না করিয়া অল্প দিনের জন্য তাহাকে পিত্রালয় পাঠাইয়া দিল।

কমলা আসিয়া দেখিল, দাদা রোগা হইয়া গিয়াছেন; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাঁহার গুরুতর অসুখ হইয়াছিল এবং পিতার জন্যই তিনি জীবন পাইয়াছেন; আরও শুনিল যে, সে-কয়দিন বিমাতা দাদার ঘরের ছায়া মাড়ান নাই। কমলা বলিল, 'আমায় খবর দাও নাই কেন, দাদা?" তিনি বলিলেন, "আমরা ভেবে-ছিলাম, তুই এলে সেখানে চলিবে না, অনর্থক ভাব্‌বি। সেইজন্য তোকে কিছু লেখা হয় নি। বাবা যা' করতে হয় করেছিলেন, আমায় সুস্থ দেখে তিনি শিষ্য-বাড়ী গিয়াছেন। তারপর ছুটি শেষ হয়ে এল, ভাবলাম যাবার আগে একবার তোরে দেখি। শরীরে বেশ সামর্থ্য থাক্‌লে আমি নিজেই যেতাম।"

পর-দিন কমলা দাদার নিকট হইতে বিমাতার ব্যবহার-সম্বন্ধে অনেক কথা অল্পে অল্পে আদায় করিয়া লইল। শেষে তা'র দাদা বলিলেন, 'আর কিছু বলিস্ নে কমলা, ওঁ'র সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা পাপ। অবোধ স্ত্রীলোক!—আমাদের গুরু যা বুঝেছেন তাই

করেছেন। আমরা কেন তার আলোচনা করি?' তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, 'কমলা, তোর ছেলে কেমন আছে? আহা, মা-মরা ছেলে! তা'কে অযত্ন করিস্ নে ত'? কমলা কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "সে যত্ন চায় না।" দাদা বলিলেন, 'যত্ন চায় না, বলিস্ নে! কমলা, পৃথিবীতে যত্ন-স্নেহ চায় না কে? আমার যখন অসুখ করেছিল, আমি—" বলিয়া চুপ করিলেন। কমলা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল, 'ওগো, তোমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে লোক এসেছে। তোমার সৎ-ছেলের ভারী ব্যামো, তাই যেতে হ'বে।' কমলার দাদা বাহিরে চলিয়া গেলেন। কমলাও উঠিয়া গেল।

* * * * *

যখন কমলা যদুনাথের শয়ন-গৃহে গেল, দেখিল, এক বুড়ী ঝি নিতাইকে বাতাস করিতেছে। সে লক্ষ্মী;—৩ বৎসর পরে আসিয়াছে। পার্শ্বে মলিনবদনে যদুনাথ দাঁড়াইয়া—বলিল, 'দেখ নিতাই বুঝি বাঁচে না। কমলা ছল্ ছল্-চোখে শিয়রে বসিয়া লক্ষ্মীর নিকট হইতে পাখা লইল। যদুনাথ চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে গেল। নিতাই জ্বরের ঘোরে বকিতেছে, 'পিসিমা গো, আমি তোমার কাছে যা'ব।' কমলা মাথায় হাত দিতেই বলিল, 'পিসিমা কই! ওঃ তুমি কি পিসিমা?' কমলা বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, 'পিসিমা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' উঠিবার চেষ্টা করিয়া বালক কহিল, 'পিসিমা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে? মঙ্গলা ত' পিসিমার খবর বল্‌তে পারে নি!' তার পর থামিয়া বলিল, 'আমি মঙ্গলাকে কত দিন আগে শুধিয়েছিলাম। পিসিমা কোথায়? কবে আসবে?' 'তুমি ভাল হলে আসবে।' 'ভাল হ'লে আসবে?—আমি ভাল হ'ব।' বলিয়া বালক চুপ করিল। অল্পক্ষণ-পরেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

নূতন জীবন লাভ করিয়া যত দিনে নিতাই বাঁচিয়া উঠিল, ততদিনের মধ্যে কমলারও নূতন জীবন লাভ হইয়াছে। নিতাই উঠিয়া কমলার মধ্যে মাতা ও পিসিমাকে একাধারে দেখিতে পাইল। (সমাপ্ত)

গ্রীক নাট্যের অভিনয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৬। আধুনিক নাট্য হইতে গ্রীক নাট্যের একটী বিশেষ প্রভেদ এই যে, গ্রীক অভিনেতারা সকলেই মুখস পরিত, এবং এই মুখস পরাকে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে করিত। তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।—গ্রীক নাট্য একদিকে যেমন আদর্শাত্মক, অপর দিকে তেমনি ছন্দোবদ্ধ এবং কাব্যপ্রাণ। গ্রীকেরা কখন বাস্তবকে অবিকৃত সত্যের আকারে দেখিতে চাহিত না, বরং প্রাচীন ভারতবাসীদের মত ভাবাঙ্গস্ফুরণের (idealism) পক্ষপাতী ছিল। তাই দৃশ্যকাব্যে তাহারা মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্যের অন্বেষণ করিত, তাহার মধ্যে শুধু সামান্য জীবন-কাহিনীর ছায়ামাত্র দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইত না। নাটকীয় অভিনেতাকে তাহারা কোন ব্যক্তি-বিশেষ বলিয়া ধরিত না, তাহাকে বরঞ্চ কতকগুলি বীরোচিত বা সাধারণ-মনুষ্যোচিত গুণের সমষ্টি বলিয়া জানিত। নটের বক্তৃতায় তাহারা কেবল প্রকৃত জীবনের কথাবার্ত্তাকে অবিকল অনুকরণ করিত না; তাহার সহিত অতিমানুষিক গাম্ভীর্য্য সংযোগ করিয়া তাহাকে বাস্তব জীবনের উর্দ্ধে লইয়া যাইত। বিলাতী বস্তুতন্ত্রতাকে গ্রীকেরা কোন কালেই আদরের চক্ষে দেখিত না; সুশ্রী হউক, কুৎসিত হউক, নট যে তাহার স্বমূর্ত্তি লইয়া অভিনয় করিতে দাঁড়াইবে, ইহা তাহারা

কোনমতে সহ্য করিতে পারিত না। একজন নগণ্য, হীন অভিনেতা যে সৌম্যকান্তি, য়্যাপোলো, কিংবা বিখ্যাত বীরবর হিরাক্লিস সাজিয়া আবির্ভূত হইবে, অথচ কোন কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য লইবে না, গ্রীস্‌বাসীর মার্জ্জিত-রুচির নিকট ইহা দেব-অপবাদের ন্যায় অপবিত্র এবং ঘৃণ্য বলিয়া বোধ হইত।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সাল।

ফস্‌লী ১৩২৮—২৯
হিজ্‌রী ১৩৩৮—৩৯।
খ্রীষ্টাব্দ ১৯২১—২২।
শকাব্দ ১৮৪৩।
সম্বৎ ১৯৭৮—৭৯।
মগী ১১৮৩—৮৪।
ব্রাহ্মসংবৎ ৯২—৯৩।

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
*	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	বৃ	র	বু	র	বু	শ
শেঃ	৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
	শ	ম	শ	ম	শু	সো
†	A.	M.	Jn.	Jy.	An.	S.
‡	14	15	15	17	17	17
আঃ	শু	র	বু	শু	সো	বৃ
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	শ	ম	বৃ	র	বু	শু

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ	ম	বৃ	শু	র	সো	বু
শেঃ	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
	বৃ	বৃ	শ	র	ম	বৃ
	O.	N.	D	Jn.	Feb.	Mar.
	18	17	16	15	13	15
আঃ	শ	ম	বৃ	র	বু	বৃ
শেঃ	31	30	31	31	28	31
	সো	বু	শ	ম	ম	শু

						§											
বৃ	র	বু	র	বু	শ		১	৮	১৫	২২	২৯	ম	বৃ	শু	র	সো	বু
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র		২	৯	১৬	২৩	৩০	বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
শ	ম	শু	ম	শু	সো		৩	১০	১৭	২৪	৩১	বৃ	শ	র	ম	বু	শু
র	বু	শ	বু	শ	ম		৪	১১	১৮	২৫	৩২	শু	র	সো	বু	বৃ	শ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু		৫	১২	১৯	২৬		শ	সো	ম	বৃ	শু	র
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ		৬	১৩	২০	২৭		র	ম	বু	শু	শ	সো
বু	শ	ম	শ	ম	শু		৭	১৪	২১	২৮		সো	বু	বৃ	শ	র	ম

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ,	৫	৩	২,৩১	২৯	২৭	২৬
পুঃ	৯	৭	৬	৩	২	১
কৃঃএঃ,	২০	১৯	১৭	১৫	১২	১১
অঃ,	২৪	২৩	২১	১৮	১৭	১৫

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।

শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী, পুঃ—পূর্ণিমা।

কৃঃ এঃ—কৃষ্ণ একাদশী, অঃ—অমাবস্যা

*** ৫ই বৈশাখ, সোমবার ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শুক্লা একাদশী, ৯ই বৈশাখ শুক্রবার ও ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা।

২০ বৈশাখ মঙ্গলবার এবং ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ একাদশী; ২৪শে বৈশাখ শনিবার ও ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ—বৈশাখ, বৃহস্পতি বার আরম্ভ ও ৩১শে শনিবার শেষ।

† A এপ্রেল, আরম্ভ শুক্রবার, শেষ ৩০শে শনিবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে (M.) ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই জুন ১লা আষাঢ় ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ২রা শুক্রবার, ৩রা শনিবার ইত্যাদি।

বৈশাখ বৃহস্পতিবার,
জ্যৈষ্ঠ রবিবার
আষাঢ় বুধবার ইত্যাদি। } ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টা করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ	২৫	২৫	২৫	২৪	২৫	২৫
পুঃ	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৮
কৃঃএঃ	১০	৯	১০	৯	১০	১০
অঃ	১৩	১৩	১৪	১৩	১৪	১৪

*** ২৫শে কার্ত্তিক শুক্রবার ও ২৫শে অগ্রহায়ণ রবিবার শুক্ল-একাদশী। ২৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ও ২৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা।

১০ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ও ৯ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার কৃষ্ণ-একাদশী। ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার ও ১৩ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম ও দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 694. June, 1921

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৯৪ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮। জুন, ১৯২১। | ১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

নিরিবিলি।

তোমায় নিয়ে নিরিবিলি
বস্‌বো কবে?—
বাজ্‌বে বীণা গুঞ্জনহীন
নীরব রবে!
ভাষা ভুল্‌বে আপন-বাণী,
গান হারাবে গুণ-গুণানি,
হিয়ার দোলে পরশ-খানি
সহজ হবে!

জীবন হবে মরণ-জয়ী
পীযূষধারা,
কর্ম্ম হবে অন্ত-বিহীন
দু'কূল-হারা!
বিরাম হবে আরাম-শূন্য,
দুখ লুকাবে সকল দৈন্য,
সুখ ভুলিবে আপন মান্য
সগৌরবে!

দরবেশ।

গ্রীক নাট্যের অভিনয়।

১৭। কিন্তু নাটকের সহিত যতই কেন ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হউক্ না, মুখস পরাতে যে অভিনয়ের পক্ষে কয়েকটী বিশেষ অসুবিধা ঘটিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক অভিনেতা যেমন মুখাকৃতির ঈষৎ পরিবর্ত্তনে মনের নিগূঢ় ভাবপর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, মুখস পরার জন্য গ্রীক্ নটের পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাহার মুখসের উপর যে-কয়টী সরল, সাধারণ রেখা টানা থাকিত, তাহাতেই

তাহার মানসিক ভাব মোটামুটি সূচিত হইত; এবং যেখানে কোন চিত্তবিকৃতি দেখাইবার প্রয়োজন হইত, গ্রীক নট সে-স্থলে নানা ভঙ্গিমার দ্বারা দর্শকবৃন্দকে সে-কথা বুঝাইয়া দিত। বিদেশ-প্রত্যাগত ওরেষ্টিস্‌কে দেখিয়া ভগিনী ইলেক্ট্রার হৃদয়ে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত বহিয়াছিল, মুখস পরিয়া থাকায় সে ভাব-বিপর্য্যয়কে সে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারে নাই; তাই ওরেষ্টিসের মুখে "সহসা এরূপ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে," এবং ইলেক্ট্রার মুখে, "মাতার প্রতি আমার যে স্বাভাবিক ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহাতে হঠাৎ আমার এ বিষাদচিহ্নিত আননে কোন হর্ষের সূচনা ফুটিয়া উঠিবে না; আর, যদিই উঠে, তবে সে হর্ষে হাস্য আনিবে না, অশ্রু আনিবে" ইত্যাদি বিবিধ কথা নাটক-কারকে সংযোজিত করিতে হইয়াছে।

১৮। মুখসের আবার বিশেষত্বও ছিল; আমাদের মুখসের মত গ্রীক্ অভিনয়ের মুখস 'পিছন-খোলা' ছিল না। তাহার সম্মুখে, পশ্চাতে, মাথার উপরে—তিন দিকেই আবরণ ছিল; মাথার উপরের দিক্‌টা একটা চূড়ার মত-ছিল। সুতরাং, আমাদের মুখস যেমন সম্মুখ দিক্ হইতে বসাইয়া দিয়া পিছন-দিকে দড়ি বাধিয়া দিতে হয়, গ্রীকেদের মুখস তেমনি একেবারে মাথার উপর হইতে বসাইয়া দিতে হইত। ইহাতে উহার পড়িয়া যাইবার কোন ভয় থাকিত না। মুখসে তিনটীমাত্র ছিদ্র ছিল, দুইটী চক্ষুতারার নিকট, আর একটী মুখ-গহ্বরের নিকট। এইরূপ মুখস পরিলে না-কি অভিনেতৃগণের কণ্ঠধ্বনি কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইত, এবং তাহাতে সে বিস্তীর্ণ নাট্য-শালার সকল দর্শকের পক্ষে নটনটীর কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যাইত।

১৯। গ্রীক্ অভিনয়ে নানা রকম মুখস পূর্ব্ব হইতে ঠিক করা থাকিত। এ-রীতি গ্রীকদের খুব স্বাভাবিক ছিল; কারণ, ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গ্রীকনট কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিরূপ নহে, সে একদল তুল্যগুণ-বিশিষ্ট লোকের প্রতিনিধিস্বরূপ। সেইজন্য নটের মুখস দেখিয়াই অনেক সময় তাহার চরিত্র-সম্বন্ধে ধারণা করা যাইত। তাহার বর্ণ, চূড়া, কেশ, এই কয়টী একটু অভিনিবেশ-সহকারে লক্ষ্য করিলে সে যে কি সাজিয়া আসিয়াছে, দর্শক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিত। ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কেশ ও শ্মশ্রু ঘন-কৃষ্ণবর্ণ, ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত, চূড়া অতিশয় বৃহদাকার। রুগ্নকায় ব্যক্তির কেশ সুন্দর,—মুখাকৃতি বিবর্ণ, চূড়া অপেক্ষাকৃত অল্লায়তন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত যুবতী ছিন্নকেশা,—দুঃখ-পরিম্লানা; বৃদ্ধা নারী পলিতকেশা ও ঈষদ্-বিবর্ণা। দূত ও অনুচরবর্গ কখন স্থূলনাসিক, কখন গুচ্ছবদ্ধকেশ, কখন বা শিরস্ত্রাণ-পরিহিত।

২০। সারা অভিনয় ধরিয়া একজন নট যে একই মুখস পরিয়া থাকিবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না; সময়ে সময়ে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিলে নূতন মুখস পরিতে হইত। ইউরাই-পিডিসের 'হেলেনে' হেলেন যখন তাঁহার বিদীর্ণ কেশরাশি ও রোদন-বিবর্ণ কপোল লইয়া রঙ্গমঞ্চে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে মুখস বদলাইতে হইয়াছিল। আবার, ঐরূপ মুখস বদলাইয়া সফক্লিসের 'ইডিপস টাইরানসে' ইডিপস রক্তাক্তমুখে ও অন্ধীভূত

চক্ষে পুনরাবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২১। শারীরিক দৈর্ঘ্য ও গাম্ভীর্য্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিয়োগান্ত-অভিনেতাকে এক রকম কাষ্ঠ-পাদুকা পরিতে হইত। উচ্চতায় সে কাষ্ঠ-পাদুকা, বোধ হয়, আমাদের "খড়মের" দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইবে। সুতরাং, এরূপ পাদুকা এবং চূড়া পরিধানে নটের দৈর্ঘ্য কিছু বিসদৃশ হইয়া পড়িত; সেইজন্য অভিনয়-কালে তাহাকে বক্ষে পৃষ্ঠে লেপ জড়াইতে হইত। এইভাবে যখন সমস্ত শরীর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, তখন নটের পক্ষে দ্রুত গমনাগমন সম্ভবপর হইত না। রঙ্গমঞ্চে যাতায়াত করিতে হইলে ধীরে এবং সাবধানে পদ-বিক্ষেপ করিতে হইত। তাহাতে অভিনয়ের পক্ষে সচরাচর কোন অসুবিধা ঘটিত না বটে,—বরং এমনও হইয়াছে যে, একজন নটের চরণপ্রান্তে আর একজন দৌড়িয়া গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়াছে,—কিন্তু বিপৎপাতের যে কোনই আশঙ্কা ছিল না, এমন বলা যায় না। এস্কাইনিস্ যখন ইনোমস্ সাজিয়া পিলপ্সের অনুধাবণ করিতে-ছিলেন, তখন দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি পড়িয়া গিয়া এরূপ গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন যে, অপর একজন আসিয়া সাহায্য না করা পর্য্যন্ত তিনি উঠিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, গ্রীক রঙ্গমঞ্চে ঈদৃশী দুর্ঘটনা নিতান্ত আকস্মিক ছিল না; কারণ, গ্রীকদের সে গুরুভার পরিচ্ছদ পরিধান করিলে গতিবিধির পক্ষে যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রীক-কলার স্থাণুবৎ চরিত্রের (statuesque character) কথা মনে করিলে এ বিপদের কোন অবসরই থাকিত না বলিয়া বোধ হয়। গ্রীক অভিনয় বাস্তব-জীবনের অভিনয় নহে, উহা আদর্শ জীবনের অভিনয়; অতএব গ্রীক রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা যে দৌড়াদড়ি না করিয়া ধীর-স্থির-ভাবে চলাচল করিবে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই।

২২। বিয়োগান্ত-নটের পরিচ্ছদ সাধারণ গ্রীক পরিচ্ছদের প্রায় অবিকল প্রতিচ্ছবি; মাত্র বর্ণে ও পদ্ধতিতে উহা আরও ঐশ্বর্য্যময়। প্রথমে তাহারা একপ্রকার আপাদ-স্পর্শী 'ঘাগ্‌রা' পরিত; তাহার উপরে সমান্তরাল রেখাঙ্কিত, বহু পশুপক্ষি-চিত্রিত এক 'চোগা'। সে ঘাগ্‌রা বুকের একটু নীচে বেল্ট বা কটীবন্ধ দিয়া বাঁধা থাকিত; আর, একখানি আলোয়ান কিংবা চাদর দিয়া গায়ের চারিদিক্ ঘিরিয়া দিয়া, তাহার উপর দিকের দুইটী কোণ একত্র করিয়া পিছনকার সেই আলোয়ান কিংবা চাদরের সহিত কোন প্রকারে জুড়িয়া দিলে যেমন দেখায়, সে চোগার গঠনও সেই রকমের। স্ত্রীলোকের ঘাগ্‌রা কিছু অতিরিক্তমাত্রায় লম্বা এবং সেইজন্য তাহা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িত। কিন্তু দাসদাসীর ঘাগ্‌রা সাধারণ ঘাগরা অপেক্ষা কিছু ছোট। চোগা নানাবর্ণের হইত এবং বর্ণভেদে নটচরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ পাইত। রাণীর চোগা সাদা রঙের; তাহাতে বেগুণে রঙের সরু পাড় বসান। অশুচি ব্যক্তিরা কৃষ্ণ, ধূসর, মলিন শ্বেত, প্রভৃতি বর্ণের চোগা পরিত।

২৩। সচরাচর বিয়োগান্ত অভিনেতার পরিচ্ছদ এই প্রকারের হইত। তাহাতে ঐতিহাসিক যাথার্থ্য রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা ছিল না; তাহাতে একশ্রেণীর লোককে অপর শ্রেণী হইতে বিভিন্ন করিবার কোন সুস্পষ্ট চিহ্ন

ছিল না। একই পরিচ্ছদ, প্রায় একই ধরণের সকল অভিনেতাকেই পরিতে হইত। ক্বচিৎ কখন, বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা হইত; ভবিষ্যদ্‌বক্তারা একখানি পশমী জালের কাপড় দিয়া সকল শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেন। মেষপালকেরা কখন কখন ছোট চামড়ার ঘাগ্‌রা পরিত; কখন বা বিপদাপন্ন বীরপুরুষ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া অভিনয় করিতেন।

২৪। মিলনান্তে কিংবা নরছাগ-নাটোর অভিনেতারাও প্রায় ঐ-ভাবেই সাজিত বটে, তবে পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল। তাহারাও মুখস পরিত; কিন্তু তাহাদের মুখসের চূড়া ছিল না। তাহারাও কাষ্ঠ-পাদুকা পরিত, কিন্তু সে পাদুকা অত উচ্চ নয়। তাহারা চোগাও পরিত না, ঘাগ্‌রাও পড়িত না; তৎপরিবর্ত্তে সমগ্র শরীরময় এক আঁটা জামা পরিত। তাহাদের উদ্দেশ্যই কেবল হাস্যরসের অবতারণা করা। সুতরাং, তাহারা এমন ভাবে সাজিত, যাহাতে তাহাদিগকে দেখিলেই লোকের হাসি পায়। বিয়োগান্ত নটের মত তাহারা ভীতি-করুণার মধ্য দিয়া দর্শকের মনকে শান্তিশুদ্ধির পবিত্র আবাসে লইয়া যাইত না; তাহারা কেবল সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া লোকের চিত্ত-বিনোদন করিত; আর কখনও বা ক্রূর সমালোচনার দ্বারা সমাজ ও রাজনীতিকে সংশোধন করিবার প্রয়াস পাইত।

২৫। কিন্তু গায়কবৃন্দের বেশ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক মুখস ছাড়া, তাহাদের অপর সকল সজ্জাই সাধারণ ভাবের ছিল। গায়কবৃন্দ যেন সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি; তাহারা যেন অভিনয়ের আদর্শ-দর্শক। সেইজন্য তাহাদের বেশভূষায় কোন আড়ম্বরের চিহ্ন ছিল না। সরল শান্ত গম্ভীর ভাবে তাহারা অভিনয় দেখাইয়া যাইত আর মধ্যে মধ্যে কবিহৃদয়ের গূঢ় ভাবগুলিকে জন-কর্ণের গোচর করিয়া তাহাদিগকে উচ্চ-চিন্তা-রাজ্যে প্রেরণ করিত। আদর্শ হইলেও তাহারা দর্শক, তাই দর্শকের বেশেই তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিত। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণ পোষাকের ব্যত্যয় ঘটিত না। এস্কাইলসের 'ইউমিনাইডিসে' এরূপ পরিবর্ত্তনের একটী প্রকৃত উদাহরণ পাওয়া যায়। গায়কবৃন্দ সে-স্থলে প্রতিহিংসাদেবী-ত্রয়-রূপে অবতীর্ণ। তাহাদের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বেশ—বিকৃত, উন্মত্ত মুখাকৃতি,—প্রচণ্ড-অজগর-সংবলিত তাম্রবর্ণ কেশরাশি!—সে করাল ভৈরব-মূর্ত্তিত্রয় যখন ত্বরিত-পদবিক্ষেপে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল, তখন গ্রীকদর্শকের প্রাণে যে কি ভয়ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সভ্যজগৎ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

২৬। সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও বিস্ময়কর পরিচ্ছদ কেবল মিলনান্ত-গায়কবৃন্দের। মিলনান্ত নাটকের গায়ক—নর কিংবা বানর, স্ত্রী কিংবা পুরুষ, স্বদেশীয় কিংবা বিদেশীয়, ভূধর কিংবা জলধর, সকলই হইতে পারে। এই সমস্ত বিবিধ-সজ্জার মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের নিকট বড় কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া বোধ হয়। এখন যদি কেহ সেইরূপ পক্ষীর বেশে আমাদের সম্মুখে আসিয়া তাহার 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' মূর্ত্তি বাহির করিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহার বিহঙ্গবৎ সুদীর্ঘ

নাসিকা এবং পক্ষ-শোভিত বসনভূষণ, অথচ মনুষ্যোচিত বৃহদাকার দেহ—এ অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমাদের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইবে।

২৭। গ্রীক অভিনেতাদের প্রত্যেকেই অতি কমনীয়-কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট ছিল। যাহাদের কণ্ঠধ্বনি ক্ষীণ বা অনুচ্চ, তাহাদিগকে অভিনয় করিতে দেওয়া হইত না। সফক্লিস এই কারণে কখন অভিনয় করিতে পান নাই; কখন বীণা বাজাইয়াছেন, কখন নানারূপ ক্রীড়া-কৌশল দেখাইয়াছেন; কিন্তু কখন বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। কয়েকটী বিশেষ কারণে এইরূপ নিয়ম-প্রচলন করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, বক্তৃতার অনেকাংশই গান করিয়া বলিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, একজন লোককে দুই তিন জন নট কিংবা নটী সাজিয়া আসিতে হইত; অতএব একবার পুরুষোচিত-বীরত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে, আরবার স্ত্রীজন-সুলভ কোমল-কণ্ঠে বক্তৃতা করিতে হইলে কণ্ঠস্বর বেশ মার্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, মুখস পরিলে মুখের ভাবভঙ্গী কিছুই দেখা যাইত না; সে জন্য, কণ্ঠ-স্বরের নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সে ত্রুটি পূর্ণ করিতে হইত। পরিশেষে, দর্শকমণ্ডলীকে কেবল শুনাইবার জন্যই কত যে অত্যুচ্চস্বরের প্রয়োজন, তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাই দুঃসাধ্য। চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধু ধু করিতেছে;—মাঝখানে বিশাল নিরাবরণ নাট্যশালা;—মাথার উপর সূর্য্যদেব অবিচলিত-[illegible] তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য সাধিয়া যাইতেছেন;—আর সেই বিংশতি সহস্র লোক ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলিয়া, প্রচণ্ড উত্তাপে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া অভিনয়ের জন্য বসিয়া আছে। সে সময়ে যদি কোন অভিনেতা ক্ষীণকণ্ঠে কথা বলিতে থাকে, তবে দর্শকেরা, বোধ হয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রহার করিতে উদ্যত হইবে।

২৮। আধুনিক গীতিনাট্যের (opera) মত গ্রীক নাটকে, কাব্য কলা ও নৃত্য সকলেরই অবতারণা হইত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, গ্রীকনাট্যে কাব্য সর্ব্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল; নৃত্যগীতের আদর অপেক্ষা-কৃত কম ছিল। এখনকার মত, কেবল নৃত্যই একটা দৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না; সেই সঙ্গে গানও হইত। আবার গানের মধ্যে কবিত্বের সমধিক পরিচয় থাকিত। গ্রীক সঙ্গীত আধুনিক সঙ্গীতের মত, কেবল গানের জন্য রচিত হইত না। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা যেমন একাধারে কবিতা ও সঙ্গীত দুই-ই, গ্রীকদের গানও অনেকটা সেই ধরণের। নৃত্য, গীত এবং কাব্যের মধ্যে গ্রীকরা এক অনির্ব্বচনীয় মধুর সম্মিলন স্থাপন করিত।

নাচিতে তাহারা অপমান বোধ করিত না; বরং তাহাতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিত। যে-সকল গায়ক এককালে নাচিতে ও গাহিতে পারিত না, তাহাদিগকে তাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিত! আমাদের সমাজে যদি কেহ দশের সমক্ষে যাইয়া নৃত্য করে, আমরা তাহাকে বিনা কারণে নিন্দা করি; গ্রীক্‌রা কিন্তু সেরূপ সঙ্কীর্ণচেতা ছিল না; বরং সে নৃত্যে নর্ত্তকের শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ পাইলে তাহারা তাহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিত।

২৯। গ্রীক নৃত্য বলিতে সচরাচর লোকে যাহা বুঝে, তাহা নহে; বিলাতী নৃত্যের মত

উহা কেবল পাদবিক্ষেপের চাতুর্য্য-বিশেষ ছিল না; উহাতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিত। মূক যেমন অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা তাহার অন্তরের কথাকে অভিব্যক্ত করে, গ্রীক নর্ত্তক-নর্ত্তকীরাও সেইরূপ, শুধু পদযুগল কেন, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা করিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় আরও সরলভাবে দর্শককে বুঝাইয়া দিত। দার্শনিক-প্রবর প্লেটোর মতে,—কোন গান বা বক্তৃতার অর্থকে পরিস্ফুট করিবার জন্য যথাযথ অঙ্গচালনা করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ এবং সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে নৃত্যকলার উৎপত্তি। নৃত্য-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষের ধারণাও কতকটা এইরূপ ছিল। ভারতীয় নৃত্য যে কেবল পদবিক্ষেপের নূতন সংস্করণ মাত্র ছিল না, তাহা আজও কখন কখন যাত্রাদলের নৃত্য হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

৩০। ধর্ম্ম হইতে নাটকের উৎপত্তি। সুতরাং, নাট্যের জন্য যাহারা জীবন উৎসর্গ করিত, তাহারা ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিত; এবং সেই হেতু তাহারা জনসাধারণের ভক্তির পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। কেমন করিয়া কান্তকলার আদর করিতে হয়, প্রাচীন গ্রীকরা তাহা ভালই বুঝিত; কবির কাব্যকে তাহারা উপভোগ করিতে জানিত; অভিনেতার অভিনয়কে তাহারা অবধারণ করিতে জানিত; গায়ক-নর্ত্তকের প্রীতিকর অনুষ্ঠানকে তাহারা অনুভব করিতে জানিত। সফক্লিস্ তাঁহার 'এন্টিগোনি' লিখিয়া সেনানীর পদ পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। এমনই গ্রীকদের কলানুরাগ! আমাদের মত তাহারা অভিনেতার ব্যবসায়কে তুচ্ছ করিয়া দেখিত না। তাহারা অভিনেতা এবং কবিকে একই আসনে স্থান দিত। তাহাদের এক এক জন অভিনেতার যাহা বাৎসরিক বেতন, তাহা আমাদের প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা। আর অভিনেতাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি গ্রীসের রাজসভায় প্রভূত সম্মান পাইতেন। বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতা, এরিষ্টোডিমস এথেন্সের রাজদূত হইয়া গ্রীসের উত্তরস্থ ম্যাসিডন-রাজ্যে গিয়াছিলেন এবং এথেন্সের সহিত সন্ধি-স্থাপন-পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি এবং নিয়প্‌টলেমস প্রায়ই ম্যাসিডন-অধিপতি ফিলিপের রাজসভায় বসবাস করিতেন। ফিলিপের পুত্র আলেক্জাণ্ডারের সভায় থেসালস্ এবং এথিনোডরস নামে দুইজন গ্রীক অভিনেতা বাস করিতেন।

৩১। এস্কাইলসের যুগ কাব্যের যুগ। যদিও তখন কবি এবং অভিনেতার একই সমাদর ছিল, তথাপি এস্কাইলসের যুগ কাব্যেরই অভ্যুত্থানের যুগ। ডিমস্থিনিসের সময়ে যে সকল প্রসিদ্ধ অভিনেতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এ-বিষয়ে যে হীনতর, তাহা প্রায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যখন তিনদিকে তিনজন নাট্য-রচয়িতা গ্রীকনাট্যের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া কলাবিদ্যাশিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন রসগ্রাহী গ্রীক-হৃদয় সেই অগাধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তখন অভিনয়ের দিকে সে তত লক্ষ্য করে নাই। যখন গ্রীস-বাসী এস্কাইলসের গরিমা ও গৌরব, সফক্লিসের লাবণ্য ও কমনীয়তা, এবং ইউরাইপিডিসের কারুণ্য ও নৈপুণ্য হইতে দূরে আসিয়া পড়িল, যখন গ্রীসের কবি তাহার স্বদেশবাসীর প্রাণে

আর তেমন নিখুঁৎ সৌন্দর্য্যের ছবি আঁকিতে ভুলিয়া গেল, তখন গ্রীসবাসী আবার তাহাদের জীর্ণ কবিতা-রত্নকে লোকলোচনের গোচরে আনিতে লাগিল, তখন তাহাদের জাতীয় গৌরবস্থল ঐ কবিত্রয়ের কাব্যসকল যাহাতে সম্যগ্‌রূপে অভিনীত হয়,সে বিষয়ে তাহারা মন দিল। তখন ডিমিস্থিনিসের শিক্ষাগুরু পোলসের আবির্ভাব হইল, তখন বিখ্যাত হাস্যরসিক থিয়ডরসের অভ্যুদয় হইল।

৩২। থিয়ডরস বলিয়াছিলেন, হাস্যরস অপেক্ষা করুণ-রসের অবতারণা করাই কঠিন। অথচ তিনি নিজে একবার বিয়োগান্ত অভিনয়ের দ্বারা নৃশংস অত্যাচারী ফিরেরাজ (Pherae) আলেক্‌জাণ্ডারকে এরূপ বিচলিত করিয়াছিলেন যে, সেই পাষাণ-হৃদয় পাছে জনসাধারণের সমক্ষে বিগলিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করে, এই আশঙ্কায় আলেক্‌জাণ্ডার নাট্যশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। থিয়ডরসের মত পোলসও করুণ-রসের অভিনয়ে বিশেষ পটু ছিলেন। ইলেক্ট্রা যেখানে তাহার আশার পুত্তলী, স্নেহভাজন ভ্রাতার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছে, যেখানে সে তাহার স্বহস্ত-পালিত ওরেষ্টিসের শেষ চিহ্ন—তাহার চিতাভস্মে পূর্ণ মৃৎ-কলসটীকে তুলিয়া লইয়া অতিকাতর-কণ্ঠে কাঁদিতেছে, সে-স্থলে ইলেক্ট্রার বেশে সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পোলস, শোকাকুল-হৃদয়ে নিজ-পুত্রের ভস্মাবশেষ হস্তে লইয়া ইলেক্ট্রারই মত নিঠুর মূর্চ্ছনা জাগাইয়া দিয়াছিলেন। নয়নের নিধি, অন্ধের যষ্টি যাহার অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে যে তাহারই মত আর একজন দুঃখীর সহিত সম্পূর্ণ সমবেদনা প্রকাশ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?

৩৩। গ্রীক অভিনয়ের সম্বন্ধে কিছু জানিতে বা বুঝিতে হইলে সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক কাব্য ও কলার প্রাণ চিত্রসৌন্দর্য্যে, গ্রীক কাব্য ও কলার প্রাণ গঠন-সৌন্দর্য্যে। আধুনিক সঙ্গীতের মূলসূত্র একতানে, গ্রীকসঙ্গীতের মূলসূত্র তানশুদ্ধি এবং শ্রুতিমাধুর্য্যে। প্রকৃতির সুরম্য নিকেতনে বাস করিয়া, গ্রীকেরা অঙ্গসৌষ্ঠবের ও সামঞ্জস্যের যথার্থ দ্যোতনাব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। আমাদের মত তাহারা বৈজ্ঞানিক যুগের লোক নহে, যে কতকগুলি শক্তির যুগপৎ ক্রিয়ায় কেমন করিয়া শান্তি-সংরক্ষণ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিবে; আমাদের মত গণতন্ত্রবাদী নহে যে, এতগুলি গৌণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার মধ্যে কেমনে এক মুখ্য-সম্মিলন স্থাপিত হইতে পারে, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিবে। তাহার অপেক্ষা বরং তাহারা বুঝিতে পারিত, কেমন করিয়া একটী অঙ্গের সহিত আর একটী অঙ্গ জুড়িয়া একটী অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি গঠিত হইতে পারে। এইক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের যে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছে, সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে আর কোন জাতিই তেমন পারে নাই। নৈসর্গিক শোভার মনোরম কেন্দ্রে অবস্থিত তাহারা,—স্বাস্থ্যযুক্ত জীবনের প্রস্ফুটিত কমল তাহারা!—অনুপম-সৌন্দর্য্য-রচনায় তাহারা যত সিদ্ধহস্ত ছিল, সীমাবদ্ধ জীবের পক্ষে ততোধিক আর কখন সম্ভব হইবে না।

৩৪। গ্রীকদের শিল্পানুরাগ বর্দ্ধিত ও

পুষ্ট করিবার জন্য গ্রীসের প্রাকৃতিক শোভা যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল। সে দেশের বিচিত্র দৃশ্যে দর্শকের সমক্ষে যেন কতকগুলি ক্রমবিন্যস্ত সুন্দর তুলনাময় চিত্র উপস্থাপিত করিত; আর, পিপাসু গ্রীক-হৃদয় আকণ্ঠ ভরিয়া সে সৌন্দর্য্য পান করিত। একদিকে প্রশস্ত উর্ব্বর-ভূমিতে দ্রাক্ষালতার মধুর নিকুঞ্জ,—জিহবৃক্ষের (olive) শীতল উপ-বন, অথবা ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যানী,—অপরদিকে অতিনিকটেই বন্ধুর, পর্ব্বতময় গিরিপ্রপাত। সেখানে কোথাও অবসাদ-ক্লান্তিময় সমতা ছিল না; নীল গগন-তলে স্নিগ্ধ-পবন-হিল্লোলে সে-দৃশ্যের বর্ণরেখা অতীব ভাস্বর অথচ স্পর্শকোমল! কোথাও বা ভূমধ্যসাগরের কলকল্লোলে ও নীলতরঙ্গভঙ্গে সে চিত্রোপম দৃশ্যের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিত। এমন সরস মধুরিমার প্রভাবে গ্রীকচরিত্র এক অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছিল। স্কটল্যাণ্ডবাসী পার্ব্বত্য জাতির মত তাহাদের সাহস ও দেশহিতৈষণা; নাবিক-জাতির মত তাহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তা, দেশভ্রমণ-স্পৃহা ও সর্ব্ববিষয়িণী বুদ্ধিমত্তা। নিসর্গরাণী তাহাদিগকে নানাগুণে অলঙ্কৃত করিয়া তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের যেমন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, তেমনি আবার তাঁহার একান্ত ভক্তের নিকট তাঁহার বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া কাব্য ও কলার প্রতি তাহার প্রগাঢ় আসক্তি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। উন্মুখ গ্রীক-হৃদয় সে রূপলাবণ্যের ছবি কখন ভুলিতে পারে নাই; তাই, যে-দিকেই গ্রীকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, সেই দিকেই সে কেবল রূপের ছটা দেখিয়াছে। তাই গ্রীকের ধর্ম্মে কেবল প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়ের জাগ্রৎ উদ্বোধন, অথবা পার্থিব-জীবনের উচ্চতর প্রতিষ্ঠান। যাহাতে হৃদয়ের মাত্র কঠোর-বৃত্তি-সমূহকে স্ফুরণ করিয়া দেয়, গ্রীকদের দেবমূর্ত্তি সেরূপ ভয়ভাবের সঞ্চার করিত না,—গ্রীকের দেবর্চ্চনা সেরূপ কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিত না। সে-ধর্ম্মের চরম পরিণতি কেবল আদর্শ-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে।

শ্রীযুক্ত—

আবেদন।

জগদীশ,

কাতরে মিনতি করি চরণে ধরিয়া,—
নয়নের দিঠি মোর নিও না হরিয়া।
তোমার সাজানো ধরা
সহস্র সৌন্দর্য্যে ভরা,
দেখিব অনন্তকাল নয়ন ভরিয়া!—
এ-সাধে সেধো না বাদ নিঠুর হইয়া!

পুণ্যতোয়া দেবনদী ওই বয়ে যায়,
উছলিত বীচিমালা বুকে শোভা পায়!
শতচূর্ণ রবিকর
পড়েছে তাহারি 'পর,
গলিত হিরণ যেন কনক-আভায়
জলের প্রবল টানে আপনা হারায়!

পড়েছে রবির আলো শ্যামল খাম্বলে,
হরিণ হরিণী কত ফিরে তরুতলে!
পরিয়া বলাকামালা
শোভে হিমালয়-বালা;—
আছাড়িয়া পড়ি ঊর্ম্মি পুলিনের গায়
ধরণী উজল করে অমর-শোভায়!

সুদূরে জাহ্নবী-পারে শ্যাম বন-রেখা
শোভিছে, ধাতার যেন চারু চিত্রলেখা!
এ-পারে প্রান্তর মাঝে
শুষ্ক লতা পাতা রাজে,
সমীর আপনা-হারা বনফুল-বাসে,
শীকর-সম্ভারে নরে মাতায় উল্লাসে!

বিস্ময়-প্রফুল্ল চোখে চেয়ে দেখি আমি
অপরূপ শোভাময় শ্যাম বন-ভূমি!
নব কিশলয়-দলে
তপন-কিরণ জ্বলে,
প্রভাতী গাহিছে পাখী বসিয়া শাখায়,
উল্লাসে অমর নদী সাম গান গায়।

প্রশান্ত জলধি যেন শোভিছে আকাশ,
রবি-আভা হাসে তাতে কনক-সঙ্কাশ।
ফেন-ফুল-দাম সম
মহামেঘ নিরুপম
ভেসে যায় তারি মাঝে অনন্ত অসীমে,
নয়ন ধাঁধিয়া যায় মধুর নীলিমে।

সাযুজ্য চাহি না নাথ, ধরণীর সাথে,
বর দাও, আমি যেন থাকি আপনাতে।
আপনার জ্ঞান লয়ে
এই মত চেয়ে চেয়ে
দেখি যেন ধরণীর শত শোভা-রাশি,
প্রকৃতির সাথে যেন প্রাণ খুলে হাসি।

প্রণাম করিয়া বলি চরণে তোমার,
ফিরিয়া নিও না দেব চাহনি আমার।
অন্তরে তো জান স্বামী,
তোমারি প্রণেয় আমি!
নিয়েছে অটুট স্বাস্থ্য, তাতে কাঁদি নাই,
নয়নের দিঠি আমি চিরতরে চাই।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

স্মৃতিহারা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বি-এল্ পাশের পর সুশীল যে-দিন মুন্সেফিতে নিযুক্ত হইল, সেই দিন ভবতারিণীর মণিমোহনের নিকট কোহিনুরের বিবাহের কথা উত্থাপন করিবার সময় উপস্থিত হইল। এ-পর্য্যন্ত এ-কথা তিনি যথাসাধ্য গোপনেই রাখিয়াছিলেন। সুশীলের কর্ম্মোপলক্ষে বাড়ীতে আনন্দ-ভোজের আয়োজন হইয়াছিল; কলিকাতা হইতেও সুশীলের কয়েকটি বন্ধু ও শিক্ষক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সে-সব ব্যাপার চুকিয়া গেলে ভবতারিণী একদিন পুত্রকে বলিলেন, "বাবা মণি, আজ তোমায় আমার একটি কথা বল্‌বার আছে। সুশীলের পিতামহী মৃত্যুকালে সুশীলকে আমার হাতে স'পে দিয়েছিলেন; তোমার মা হ'য়ে আমায় সে-ধর্ম্ম

রক্ষা হয়েছে। তুমি নিজ-পুত্রাধিক করে সুশীলকে মানুষ করে তুলেছ। কিন্তু সুশীলের পিতামহী তোমার এ গুণের পুরস্কারও নির্দ্ধারণ করে রেখে গেছেন্। তিনি মৃত্যুকালে বলে গেছেন—যদি সুশীল উপযুক্ত হয়, তবে তাকে কোহিনুরকে দান করে তোমার জামাতা করবে; কিন্তু যদি উপযুক্ত মনে না কর, তবে কোহিনুরকে অপর পাত্রে দান করতে পার। মণি, আজ সুশীলকে কন্যা-দান করতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি ?"

হাসিয়া মণিমোহন উত্তর করিলেন, "মা! অমতের থাক্‌লে আমার মা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারেন, এমন কথা জগতে আছে ব'লে আমার বোধ নেই। সুশীল যে রূপে গুণে রত্ন, এ তা'র শত্রুতেও স্বীকার করবে। তা'র ঐশ্বর্য্য, তাও অগাধ না হোক্, অনেকের লোভনীয় বটে। মা, তুমি জান, এ পর্য্যন্ত আমি সুশীলের জন্যে তার নিজ অর্থ থেকে এক পয়সাও ব্যয় করি নি, বরং বরাবর নিজে তত্ত্বাবধান করে সম্পত্তি বাড়িয়েই এসেছি। সুশীল যদি কোন কাজকর্ম্ম নাও করে, তবু তার জীবনে গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট কোন দিন হবে না। কিন্তু মা, মধ্যে মধ্যে সুশীলকে কোহিনুর দান করবার সাধ মনে জাগ্‌লেও আমি অতিসাবধানে সে-ভাব মনে প্রবল হতে দিই নি, পাছে মনে স্বার্থপরতা এসে পড়ে; লোকেও পাছে মনে করে, আমি এই জন্যই সুশীলকে এত যত্নে শিক্ষা দিচ্ছি।"

মা—"মণি, তোমার মন কি রকম আমি তা জানি না। কিন্তু তুমি আমি এ-কথা মনে স্থান দেওয়ার বহু পূর্ব্বেই ওর ঠাকুরমা এ-কথা স্থির ক'রে গেছেন। আমরা পরস্পরে কিরূপ সৌহৃদ্যে আবদ্ধ ছিলাম, তুমি তা জান না। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাদের পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাদের মধ্যেও এই বন্ধন দৃঢ় কর্‌ব; কিন্তু আমাদের সে সাধ অপূর্ণই থাকিয়া গেল এবং সেও স্বামী ও একমাত্র পুত্র বিসর্জ্জন দিয়া পিতৃ-মাতৃহীন পৌত্রটুকু বক্ষে ধরে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু মণি, যে দিন তা'র কানে তোমার কোহিনুরের জন্মের কথা পৌঁছেছিল, সেই-দিনই সে এই কথা স্মরণ করেছে। মণি, তুমি অপুত্রক, কিন্তু সুশীলকে জামতা করলে সে-দুঃখও তোমার থাক্‌বে না।"

ম—তবে সুশীলের মতও তো জানা চাই! সে কি তার ঠাকুরমার এ আদেশ অবগত আছে ?

ভ—"না; সই জানাতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। তুমি যদি বল, আমি না হয় সুশীলের মতামত জিজ্ঞাসা করি ?"

ম—"কিন্তু মা সে খুব সাবধানে; সে উচ্চশিক্ষিত, ধনবান্, স্বাধীন; ঘুণাক্ষরে তাহার মনে যেন এ-ভাব না আসে যে, আমরা তাকে প্রতিপালন করে প্রত্যুপকার নিতে উদ্যত হয়িছি, কিংবা তা'কে কৃতজ্ঞতার বাধ্য করছি।"

ভবতারিণী হাসিয়া বলিলেন, "মণি, তোর মূর্খ বুড়ো মা আইন-পাশ করা হাকিমের সঙ্গে কি ক'রে কথায় পারবে বাপু! আমি যা বল্‌বার তা তো বল্‌বো, সে যা ভাব্‌বার ভাবুক্।"

মণিও হাসিয়া বলিল, "না মা, তোমার

কথা ঠিক্ নয়। হাজার আইন-ই পাশ করুক্, আর হাকিমই হোক্, আমার মাকে কেউ ছাড়াতে পারে?"

ভবতারিণী সুশীলকে ডাকিয়া কথা পাড়িলেন। সুশীল প্রথমে হাসিয়া বলিল, "ঠাকুমা, এই কি আপনার ভালবাসার পরিণাম! কোহিনুর আপনাকে এত ভালবাসে, আর আপনি ভিতরে ভিতরে তার এই কঠোর দণ্ডের বিধান কর্‌ছেন! যে আমার ছায়া দেখ্‌লে লুকোয়, কোন্ অপরাধে আপনি তাকে তা'র কবলে ফেল্‌তে চাচ্চেন? ঠাকুমা! এ আপনার মত স্নেহশীলার উচিত কাজ নয়।"

ভ—"সে তোমার ছায়া দেখ্‌লে ভয়ে লুকোয়, সুশীল? তুমিও কি তাই? তা'র ভাবনা আমার আছে। আজ তোমায় ভয় করুক্, কিন্তু—'একদিন তার খেলা ভেঙ্গে যাবে তব শ্রীচরণোপর—।' কিন্তু সুশীল, আমি তোমায় ডেকেছি, তোমার নিজের কথা শুনব বলে।"

সু—'আমার কথা শুন্‌তে চান ঠাকুমা? এত দিনেও আপনারা জানেন নি কি যে সুশীলের অন্য চিন্তা, অন্য মত আজও কিছু নেই? আপনারা যা আদেশ কর্‌বেন, তাই আমার শিরোধার্য্য।''

ভ—"সে তো কৃতজ্ঞতার কথা, সুশীল! আমি জানি, মণির যদি কাণা খোঁড়া অতিকুৎসিতা কন্যা থাক্‌ত, আর যদি তাকেই তোমায় গ্রহণ করতে অনুরোধ কর্‌তাম, তবে তুমি এমন মহা-হৃদয় যে, তাতেও কুণ্ঠিত হতে না। কিন্তু সুশীল, সদ্‌গুণ এক, আর স্বতঃস্ফুরিত প্রেম আর। আমার কোহিনুরের মত রত্ন যা'কে দেব, সে শুধু কৃতজ্ঞতার হিসাব-নিকাশে সে রত্নের যাচাই কর্‌বে?—শুধু দাতারই দয়া তাহার স্মরণ-পথ উজ্জ্বল কর্‌বে? সুশীল! কোহিনুর কি আমার ভালবাসার অযোগ্য? তুমি তাকে—কৃতজ্ঞতা, আদেশ, সব ভুলে—শুধু তাকে গ্রহণ কর্‌তে সম্মত আছ কি-না জান্‌তে চাই?"

ধীরে ধীরে ভূমি-পানে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া সুশীল উত্তর করিল, "ঠাকুর-মা! পৃথিবীর মাটিতে ব'সে দূর আকাশে চাঁদের হাসি দেখে লোকে যে সুখী হয়, বেলায় বসে সমুদ্রের নীল জলোচ্ছ্বাস দেখে লোকে যে সুখী হয়, চক্ষের অন্তরালে দূরাগত বংশীধ্বনিতে লোকে যে সুখী হয়, কোহিনুরকে দেখে আমি সেই সুখে এতদিন মগ্ন হ'য়ে ছিলাম। এ ছাড়া অন্য কোন রকম চিন্তা কখন মনে স্থান দিই নি। তবে আপনার কাছে এইটুকু কেবল বল্‌তে পারি, আমার জীবনের সুখের এ-লক্ষ্য কখনো ভ্রষ্ট হবে না; ঈশ্বর আমায় যতটুকু ভালবাসার ক্ষমতা দান করবেন, জগতে শুধু একজনই তার অধিকারী হবে।"

স্নেহ-গদ্‌গদ্-স্বরে সুশীলের মাথায় হাত রাখিয়া ভবতারিণী বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, সুশীল, তোমার পবিত্র হৃদয় অনন্ত প্রেমের উৎস হবে; আমার কোহিনুর শিবের পার্ব্বতীর মত তোমার হৃদয়ের অধীশ্বরী হবে।" এইবার তিনি সুশীলের পিতামহীর আদেশ ব্যক্ত করিলেন। সুশীল হাসিয়া বলিল, "এর উপরও আপনি আমার মত জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন? শুধু তাঁর আজ্ঞাই ত আমার চূড়ান্ত।"

"কি জানি যদি তুমি তাতে বাধ্য নাই

হও?" বলিয়া ভবতারিণী পূর্ব্বকার দিনের তাঁহাদের দুই সখীর কত গল্প সুশীলের কাছে বলিতে লাগিলেন। বালকের মত ঠাকুর-মার পায়ের গোড়ায় মাথা রাখিয়া, শুইয়া পড়িয়া সুশীল সেই গল্প শুনিতে লাগিল। হঠাৎ থামিয়া ভবতারিণী বলিলেন, "ওই যা! ঋট-কালীটা যে একপেশে হ'ল! বরের মত নেওয়া হ'ল, ক'নের মতটাও তো জানা চাই!" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে তিনি ডাকিলেন, "কোহিনুর!" মধুর-কণ্ঠে উত্তর আসিল— "যাই ঠাকুমা!" লম্ফ দিয়া সুশীল উঠিয়া পড়িল। ভবতারিণী হাত ধরিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছ যে?' লজ্জাভিভূত সুশীল ব্যস্তভাবে বলিল, "কি করেন্ ঠাকুমা! ছাড়ুন, আমি বাহিরে যাই।" হাসিয়া ভবতারিণী বলিলেন, "কোহিনুর যা বলেছিল মিথ্যে, নয়। বিয়ে হ'লে সুশীলই দেখ্‌চি ঘোম্‌টা দেবে।" ততক্ষণে একটী মধুর পদ-বিন্যাস-শব্দ শ্রুতি-গোচর হইল। মুহূর্ত্তে সুশীলও অদৃশ্য হইল।

ইহার পর সকলেই জানিল, সুশীলের সহিত কোহিনুরের বিবাহ হইবে। কোহিনুর যদিও মণিমোহনের একমাত্র কন্যা, তবু সে যে শুধু পিতৃগৃহ-বাসিনী হইয়াই থাকিবে, ইহা নিতান্তই অশোভন। সুতরাং সুশীলের পুরাতন ভগ্ন ভিটায় নূতন-বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। মণিমোহনের নিজ-বাটীতেও বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন তো আরম্ভ হইলই।

চারিদিকেই ব্যস্ততা ও কোলাহলের সাড়া পড়িয়া গেল; কিন্তু নীরবতার পালা পড়িল সুশীলের ঘরে। বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া অবধি কোহিনুরের তুমুল সংগ্রাম একেবারে শান্তির নিশান তুলিয়া দিয়াছে। বড় হইয়া কোহিনুর 'কালী ফেলা, বই ছেঁড়া' করিত না বটে, তবে পড়িবার টেবিলের উপর মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ কবিতায় বা ব্যঙ্গ-চিত্রে সুশীলের অনেকবিধ গুণপণার পরিচয় প্রদান করিত। তা ছাড়া শয়ন-কালে বালিসের তলা হইতে আরশুলা বা কড়িং কর্ণমূল অবলম্বন করিয়া কোহিনুরের শিষ্টবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত। লিখিবার বা আঁকিবার সময় সুশীল প্রায়ই দেখিত, তাহার নিজের কলম-পেন্সিল রূপান্তরিত হইয়া যত নিব-ভাঙ্গা মুখ-ভাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। এগুলি যে কোন্ নিপুণ হস্তের পরিচয়, সুশীলের তাহা বুঝিতে বাকি থাকিত না।

কোহিনুর শুধু যে এইরূপ উৎপাতই করিত, তাহা নহে। কখনও বা টেবিলের উপর একটি ফুলদানিতে ক্ষুদ্র একটি ফুলের তোড়া তাহার পুষ্পজীবনের অপূর্ব্ব সম্পদ্ বক্ষে ধরিয়া নীরবে অপর একখানি ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতির কাহিনী ব্যক্ত করিত। উদ্যানে যে-দিন যে-ফুল প্রথম ফুটিত, সুশীল সেটি নিজের শয্যায় প্রথম দেখিতে পাইত। সুশীলের পড়ার বই ছাড়া, ফুল-পাতা কিছুরই সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক থাকিত না। কোন্ দিন্ বাগানে কোন্ ফুল, প্রথম ফুটিয়াছে, সুশীল নিজের কক্ষে বসিয়াই তাহার সংবাদ পাইত। একখানি পৃথক্ ডায়েরিতে তারিখ দিয়া এই ফুলগুলি পিন্ দিয়া আটা থাকিত। সুশীলের এই নীরবতার রাজ্যে কেবল মনে হইত,— আর গাছেও কি ফুল ফোটে না?

ভবতারিণী আজকাল সর্ব্বদাই ব্যস্ত; সুতরাং, তাঁর আর দেখা, পাওয়াই দুর্ঘট। কোহিনুর গা-ঢাকা দিয়াছে। মুখচোরা

সুশীলের বন্ধু বান্ধবও বড় একটা কেহ নাই; কিন্তু সে যে অমন ধীর অচল গিরি, সেও অধীর হইয়া উঠিল। এই অধীরতা, এ কি তাহার ঠাকুর মা বা বন্ধুবান্ধবেরই অভাব-জনিত? যদি সে অভাব আজ না থাকিত, তাহা হইলে সুশীলের এই নব জাগ্রৎ হৃদয় কি আজ তাহাতেই তৃপ্ত হইতে পারিত? না, কখনই নয়। বরং আজ যদি বিশাল পৃথিবী জনহীন হইয়া শুধু কোহিনুরকে তাহার পার্শ্বে দাঁড় করাইত, তবে সুশীলের মনঃপ্রাণ আজ তাহাতেই অমৃতময় হইত। আজ মাত্র একখানি মুখের মধ্যে জগতের যত সুখ যত সৌন্দর্য্য আশ্রয় লইয়াছে! সুশীলের অন্তরে বাহিরে আজ একমাত্র কাম্য শুধু কোহিনুর।

বিবাহের পর সুশীল নববধূ লইয়া নিজ-বাটীতে আসিল। কোহিনুর নববধূ হইয়া আসিল বটে, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে গৃহিণী-পদ লইতে হইল। আসিবার সময় ঠাকুর মা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছিলেন—"দিদি, নিজের নামটির মত সংসারটি উজ্জ্বল করে রাখ্‌বে। যেন কেউ বল্‌তে না পায়, ঠাকুমা ঝুটো মণি দিয়ে ভুলিয়েছে।" মনিমোহন বলিয়া-ছিলেন, "মা আর যেন সুশীলের সঙ্গে ঝগড়া ক'র না; সুশীল এখন তোমার পরম গুরু।" সরোজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "সে-কথা হিন্দুর মেয়েকে শিখিয়ে দেবার দরকার হয় না। এ তা'র জন্মসিদ্ধ জ্ঞান। নইলে তা'রা মৃত স্বামী বুকে করে জলন্ত আগুনে পুড়্‌তে পারে?" কথাটা বলিয়াই সরোজা চমকিয়া উঠিয়াছিলেন—শুভদিনে একি কথা মুখে আসিল। সে যাহা হউক্, পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি কোহিনুরের কর্ণে নিয়তই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ছোটবেলা হইতেই ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ঘর-কন্নার কাজ স্বহস্তে করিতে যত না শিখুক্, লোকজন খাটাইয়া সমস্ত কাজ করাইয়া লইতে কোহিনুর খুব বিপক হইয়া উঠিয়াছিল। কাজের দোষগুণের হিসাব করিতেও তাহার পটুত্বের অভাব ছিল না। সুতরাং, নূতন সংসারে একেবারে একা পড়িলেও কোহিনুর দমিল না। আজ এখানে এই যে গৃহস্থালী, দিবারাত্র সংসারের নানা কাজ, নানা তত্ত্বাবধান, এ-সব কাহার জন্য? সবই একমাত্র স্বামীরই তৃপ্তি-সাধনের জন্য অবিরাম চেষ্টা! কোহিনুর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিত—এ-কি তৃপ্তি! একি আনন্দ! শুধু সেবা করিয়া, শুধু ভালবাসিয়া জীবনে এত সুখ, এত আনন্দ পাওয়া যায়! অথচ সে কা'র জন্য? দু'দিন আগেও যে সম্পূর্ণ পর ছিল! সুশীল কোহিনুরের অপরিচিত নহে বটে, কিন্তু কোহিনুর কখনও ত সুশীলকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই! চিরদিন সুশীলকে সর্ব্বপ্রকারে উত্যক্ত করিয়াই সে পরম সুখী হইয়াছে; কিন্তু একটি রজনীর ঘটনায় জীবন কি বিপরীত মুখেই বহিয়া গেল! আজ সেই সুশীলই জীবনের প্রিয়তম!—নয়নের আনন্দ!—প্রীতির কেন্দ্র!—ভক্তির দেবতা! আজ যে প্রেমের নদী কোহিনুরের হৃদয় প্লাবিত করিয়াছে, তাহার ফেনিল উচ্ছ্বাসে শুধু সুশীলের রূপের তরঙ্গই প্রবাহিত! ইহা অপেক্ষা যাদুবিদ্যা কি অধিক আশ্চর্য্য-জনক!

সরোজা ও ভবতারিণী প্রায়ই কোহিনুরকে দেখিতে যাইতেন। বাড়ী আসিয়া একদিন সরোজা স্বামীকে বলিলেন,—"সত্যই, আমার

ভয় ছিল, কোহিনুর সুশীলকে ভক্তি করবে কি-না, কিন্তু মা আমার, এর মধ্যে স্বামীর পরিচর্য্যা কেমন শিখেছে, তুমি একদিন দেখে এস! কত সুখী হবে! সুশীলও বোধ হয় খুব সুখী হয়েছে।"

ম—"এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে! মায়ের গুণ মেয়ে পেয়েই থাকে!"

স—"তবু ভাল, এতদিনের পর মেয়ের দোহাই দিয়েও একটু সুনাম হ'ল।"

ম—"ওগো তা বল্‌ছি নে। সুশীল সুখী হয়েছে বল্‌ছিলে না? না হয়ে আর করে কি বল! এই আমার অবস্থা দেখ না—'যেমি রাখ তেমি থাকি;' ভালমন্দ বল্‌বার যো আছে কি?"

হাসিয়া সরোজা বলিলেন, "ওঃ, তাই বল! তাই তো বলি, এত দিনের পর তোমার কাছে ভাল হলুম কি করে? চিরকাল নিন্দে শুনে এলুম! আজ কাকের মুখে কোকিল ডাকে কেন?"

এদিকে সুশীলের কর্ম্মস্থলে যাইবার দিন সন্নিকট হইয়া আসিল। সুশীল কোহিনুরকে বলিল, "এতদিন ঝগ্‌ড়ায় তুমি বরাবর জিতে এসেছ, এবার আমি তোমায় ফেলে রেখে চ'লে যাই? তুমি বাড়ীতে একলা থাক?" কোহিনুর উত্তর করিল, "কই আমি কখনও ঝগ্‌ড়া করে কোথাও তো যাই নি! এটা তোমারই নূতন! তা বেশ যাও না। তোমার চন্দ্রবদন না দেখ্‌লে ভেব না যে, মরে যাব।"

সু—"তা বটে! তুমি না মরতে পার, কিন্তু আমার যে 'উনুনে চড়্‌বে না হাঁড়ি' একথাটা খুবই সত্য, না? তোমার কাছে হারই আমার ভাগ্যলিপি নুরজাহান! (বিবাহের পর সুশীল কোহিনুরের এই নূতন নাম দিয়া ছিল।) তুমিই জগজ্জয়ী।"

কো—"তবে আর কখনও ঝগ্‌ড়া করতে এস না।"

কিন্তু এই সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। ভবতারিণী বিনা রোগে বিনা কষ্টে সহসা প্রাণত্যাগ করিলেন। এতদিন যেন সুশীলের পিতামহীর নিকট সত্যমুক্ত হইবার জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুশীল ও কোহিনুরের বিবাহ দিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ করিয়া গেলেন। যদিও তাঁহার মৃত্যুর উপযুক্ত সময়ই হইয়াছিল, তবু সেই স্নেহমমতাময়ী দেবীকে হারাইয়া সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। মণিমোহন এ কালপর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যেই জননীর মুখ চাহিয়া থাকিতেন, আজ বালকের মত মাতৃশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। কোহিনুরের কোমল হৃদয়খানি তরুশ্রিতা লতার মত ঠাকুমার অন্তঃকরণটী আশ্রয় করিয়াই দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল, ঠাকুমাকে বিদায় দিয়া তাহার আধখানা অন্তরই যেন ধসিয়া গেল। আর সর্ব্বস্নেহচ্যুত সুশীলকে যিনি সর্ব্বপ্রথম নিজবক্ষে স্থান দিয়াছিলেন সে সুশীল ঠাকুরমাকে যে কতখানি ভালবাসিত, সেকি আর বলিবার! ভবতারিণীর বিয়োগে সুশীল-কোহিনুরের অন্তর্জগতের যেন একটা আনন্দগ্রহ চ্যুত হইয়া গেল। শতবার কাঁদিয়া ঠাকুমার শত গল্প করিয়াও দুইজনের খেদ মিটে না! এমন স্নেহ এত ভালবাসা তাহারা যে আর পাইবে না!

শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেলেই সুশীল সপরিবারে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। মণিমোহন তাঁহার

পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য তেওয়ারীকে তাহাদের সঙ্গে দিলেন।

৬

"হ্যাগা, মেঘনাদ-বধে সীতা তো বনবাসের কত সুখের গল্প করেছিলেন! আমাদের এ-কি বনবাস হ'ল গা? প্রাণ যে আমার হাঁপিয়ে ওঠে!"

স্ত্রীকে আরও একটু নিকটে আনিয়া কোমল কপোলে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুশীল বলিল—"কেন? আমার ত বেশ লাগে! শুধু তুমি আর আমি!—কেমন সুন্দর বল দেখি!"

সুশীল যেখানে আসিয়াছিল, তাহার কাছারী সহর হইতে একটু দূরে ছিল। কাছারী করার সুবিধার জন্য সুশীল এইস্থানেই নিজের বাসা লইয়াছিল। সুতরাং, এস্থানে কোহিনুরের অন্য সঙ্গী কেহই ছিল না। কোহিনুর উত্তর করিল—"তুমি আর আমি হ'লে নিশ্চয়ই বেস্ লাগে। কিন্তু যখন তুমি কাছারীতে—শুধু একা আমি!—আরও ভাল, যখন তুমি মফঃস্বলে আর আমি নিবিড় কান্তারে একাকিনী! তখন কেমন লাগে বল দেখি? তাও ছাই পঞ্চবটীর মত যদি করভ-করভী অতিথি পাওয়া যেত, তাদের সেবা করে সরসী-আরসীতে মুখ দেখেও সময়টা কাটান যেত। বেশী না হোক একটা লাইব্রেরী থাক্‌লেও যে দু-খানা বই পড়ে বাঁচ্‌তুম। এবার তুমি মফঃস্বল গেলে কি করে দিন কাটবে, তাই ভাব্‌ছি।"

সু—"কেন নুরজান, তোমার এ গুণসিন্ধু স্বামী কি এখন এমন নির্গুণ হয়ে গেছে, যে তার নামে লিখ্‌বার কি আঁকবার আর কিছুই খুঁজে পাও না? শুধু তাই নিয়েই তো তোমার দিন ছেড়ে বছর চলে যেতে পারে! আরও দেখ, বনে বসেই তো সে সবের বেশী সুবিধে! বাল্মিকীর রামায়ণ তপোবনে বসেই লেখা হয়েছিল।"

কো—"ওগো এখন যে বৃন্দাবনের রাখাল মথুরার রাজা হয়েছেন! তুমি যে এখন কেষ্ট-বেষ্টর মধ্যে! এখন কি কিছু বল্‌বার যো আছে? অমি মানহানি হয়ে যাবে, আর হুকুম বেরুবে 'উস্কো গর্দ্দান লেও।' আমি কি এম্নি বোকা! এ-সব আমায় ফ্যাসাদে ফেল্‌বার পরামর্শ দেওয়া হচ্চে! সব বুঝি গো সব বুঝি। বনে এসেছি বলেই বুনো নই।"

সুশীল বলিল, "বাস রে! তুমি বোকা! তুমি বুনো! আমার নুরজাহানকে এমন কথা! মুখ সাম্‌লে কথা ক'য়ো; ফের বল্লে রক্ষে নেই।" হাসিয়া কোহিনুর বলিল, 'বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু ঘরে বসে বসেও হাকিমি করবে? না, একটু কিছু খাবে টাবে? এক তো এখানে কি যে জল-খাবার দিই ভেবে পাই নে; তবু ভাগ্যে দুধের মুখ ছিল!—"

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, 'ওগো আর কথা ক'য়ো না। মনে করে দিলে, এখন ক্ষিদেয় আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ছাই হোক, পাঁস হোক, যা হোক, নিয়ে এস।"

কোহিনুর যখন খাবারের থালা আনিয়া সম্মুখে রাখিল, সুশীল গালে হাত দিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কোহিনুর বলিল,—"ও আবার কি! খাও না।"

সু—"এই তোমার ভেবে না পাওয়ার জল-খাবার! একটু ক্ষীর-ছানা হোক্, কি দুটো মিষ্টি হোক, হইলেই তো হয়ে যায়। এ বসে

বসে করেছ কি ?"

কো—"হয়ে যায় বল্লেই, হয় আর কি ? খাটুনির দেহ। ভাল করে ঘি-দুধের জিনিষ না খেলে শরীর থাক্‌বে কি করে ?"

সু—"আর খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি ফুলে উঠ্‌লে খাট্‌বো কি করে ? শেষে লোকে বল্‌বে—'ভুঁড়ো শেয়াল।'

কো—ভুঁড়ি হ'লে তখন তো বল্‌বে! তা বলে এখন খাবে না ?"

হাসিয়া সুশীল বলিল,"বনে বাসই করি, তা বলে সত্যিই কিছু মুনি ঋষি তো হই নি যে,এমন রসনাতৃপ্তিকর ভোগ্যগুলি দেখেও লোভ সংবরণ করব ? কিন্তু দিন দিন তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ.এমন করে আগুন-তাত লাগিয়ে অসুখ হ'লে, কি হ'বে বল দেখি ?"

সুশীলের মুখের প্রতি চাহিয়া কোহিনুর হাসিল। সে হাসিতে কত প্রেম, কত ভালবাসা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'হলেই বা! না হয়, মরে যাব। মেয়ে মানুষের তার চেয়ে কি ভাগ্য আছে!"

হাত দিয়া কোহিনুরের মুখ চাপিয়া সুশীল বলিল, "আর কখনো ও কথা বোলো না; আমার ওতে কত কষ্ট হয়, তুমি কি জান না—তোমায় যদি হারাই, আমি কি এক মুহূর্ত্তও প্রকৃতিস্থ হ'য়ে পৃথিবীতে থাক্‌ব ?"

আনন্দে গর্ব্বে কোহিনুরের হৃদয় ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সেও মনে মনে বলিল, "তোমার ওই চরণ আমার একমাত্র স্থান। প্রাণাধিক এ যদি হারাই, তোমার দাসীও এক মুহূর্ত্ত পৃথিবীতে থাকিবে না।"

হায় প্রেম! মুগ্ধ দম্পতিরা জানে না, তুমি জাগ্রতের স্বপ্নমাত্র! (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

গানের স্বরলিপি।

ঝংলা—কাশ্মিরী-খেম্‌টা।

মরমে মরমে মিশামিশি,
নয়নে নয়নে শুধু চেয়ে থাকা,
অধরে অধরে হাসা-হাসি !
জোছনা-মাখা মলয় সমীর
বহিবে ধীরে ধীরে,
কাঁপ্‌বে সুখে কুমুদী-বালা
নীল সরসী-নীরে;
রজত লহরী 'পরে,
কত তারকা পড়িবে ঝরে'
মোরা দুই জনে
মুগ্ধ নয়নে—
চেয়ে রব সুখে সারা নিশি।

রচনা—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

II { র্সা না ধা । পা মা গা । র্সা রা সা । -রগা না -সা } I
{ ম র মে ম র মে মি শা মি •• শি • }

১´ ০ ১´ ০
I সা রা মা। রা মা মা। মা পা নর্সা। র্সা র্সা -া I
ন য় নে ন য় নে শু ধু চেয়ে থা কা ◦

১´ ০ ১´ ০
I র্সা র্রা র্সর্রর্গা। ণা ধা ধা। মা ধা মা। -ধণা র্সা -ণর্সা II
অ ধ রে◦◦ অ ধ রে হা সা হা ◦◦ সি ◦◦

১´ ০ ১´ ০
II { র্সা র্সা ণা। া ধা পা। ণা ণা ধা। পা মা -রা I
জ্যো ছ না ◦ মা খা ম ল য় স মী র্

১´ ০ ১´ ০
I সা রা মা। -রা রা মা। মা -পা -ধা। ধা -া া I
ব হি বে ◦ ধী রে ধী ◦ ◦ রে ◦ ◦

১ ০ ১´ ০
I না -া না। া র্সা র্সা। র্রা র্রা র্সা। া না র্সা I
কাঁ প্ বে ◦ সু খে কু মু দী ◦ বা লা

১ ০ ১´ ০
I মা -া -ধা। পা ধা পা। গা -পা -া। গা -মা া } I
নী ◦ ল্ স র সী নী ◦ ◦ রে ◦ ◦

১´ ০ ১´ ০
I মা মা পা। না না না। র্সা -র্রা -া। নর্সা র্সা র্সা I
র জ ত ল হ রী প ◦ ◦ রে◦ ক ত

১´ ০ ১´ ০
I র্রা র্রা র্গা। র্রা র্সা র্রা। না -র্সা -র্রা। র্রা -া -া I
তা র কা প ড়ি বে ঝ ◦ ◦ রে ◦ ◦

১´ ০ ১´ ০
I র্সা র্সা না। -র্সা ধা ণা। া পা -ধধা। মা পা পা I
মো রা দু ই জ নে ◦ মু গ্ধ ন য় নে

১ ০ ১´ ০
I রা গা মা। পা ধা মা। মা ধা মা। -ধণা র্সা -নর্সা II II
চে য়ে র ব সু খে সা রা নি ◦◦ শি ◦◦

———

রমাবাই সরস্বতী।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

ভারতীয় রমণীদিগকে স্বর্গবিচ্যুত দেববালা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের অভীপ্সিত। তাই কোমলতা, স্নেহ, মমতা, আত্মত্যাগ ও পরসেবার উজ্জল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহারা গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। পরিবারভুক্ত লোকগণের সুখশান্তি-বিধানের জন্য তাঁহারা অহোরাত্র ব্যস্ত। ভাল ভাল আহার-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া কিরূপে তাঁহারা পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজনের মনস্তুষ্টি বিধান করিবেন, রোগে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া কিরূপে স্বজনের রোগ-যন্ত্রণার লাঘব করিবেন, শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কি উপায়ে তাঁহারা শোক-সন্তপ্তচিত্তে শান্তিবারি সেচন করিবেন, বিপৎ-কালে মন্ত্রণা দিয়া কিরূপে তাঁহারা অস্থিরচিত্তে স্থৈর্য্যপ্রদান করিবেন—এই সকল চিন্তাই তাঁহাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখে। নিজের কথা কখনও তাঁহারা ভাবেন না বা নিজের সুখ তাঁহারা কখনও অন্বেষণ করেন না। নিজের দুঃখ-কষ্টকে তাঁহারা কষ্ট বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। পরিবারস্থ সকলকে সুখে রাখিতে পারিলেই তাঁহারা অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন; পরসেবায় আত্মসুখ বিসর্জন করিতে পারিলেই তাহারা আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ভারতীয় নারীর এই দুর্লভ চিত্র কোনও কোনও বৈদেশিক ও বিজাতীয় লোকের কামলাদোষদুষ্ট চক্ষে (Jaundice) হয় ত নিগ্রহ ও পীড়নের চিত্র বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু যাহারা ভারতের নারী-চরিত্র অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভারতীয় নারীগণ পরসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে কিরূপ অভূতপূর্ব্ব আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র স্বীয় পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাহাদের স্নেহমমতা ও প্রেমরাজ্য শিক্ষাগুণে যে-দিন বিস্তৃত আকার ধারণ করিবে, সেদিন ভারতের ভাগ্যাকাশ নির্ম্মল ও মেঘনির্ম্মুক্ত হইবে। ভারতের নারীসমাজে পরসেবার যে নিঃস্বার্থভাব সুপ্ত রহিয়াছে, শিক্ষা-প্রভাবে তাহা জাগরিত হইলে জগতের যে কত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা অনুমেয় নহে। ভারতীয় নারী নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কত মঙ্গলসাধন করিতে পারে, তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী।

দাক্ষিণাত্যে মেঙ্গালোর জেলায় অনন্ত শাস্ত্রী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিজে একজন শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই উদার মত পোষণ করিতেন। শাস্ত্রপাঠে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই—এই অনুদার মতের পোষকতা তিনি কখনও করিতেন না। সুতরাং, তিনি নিজের পত্নী লক্ষ্মীবাইকে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা দিয়া হিন্দু-শাস্ত্রের প্রবেশ-দ্বার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেন। তদীয় ধর্ম্মপিপাসু পত্নী নারীজাতি-সুলভ অধ্যবসায় ও একাগ্রতা-

বলে সংস্কৃত-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

এইরূপ শিক্ষিত মাতাপিতার গৃহে রমাবাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার শিক্ষার ভার তাহার মাতার উপর অর্পিত হয়। মায়ের চরিত্রের প্রভাব কন্যার উপর সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিয়াছিল। রমাবাই নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, মায়ের স্নেহপূর্ণ সদুপদেশাবলীই তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের আলোকস্বরূপ হইয়াছিল। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতাপিতৃহীনা হন; কিন্তু এই অল্পবয়সের মধ্যেই স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে ও মাতাপিতার সুশিক্ষার গুণে তিনি সংস্কৃত-ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি আরও অনেকগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন। মরাঠী ত তাঁহার মাতৃভাষা ছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি দেশ-ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কানারী হিন্দুস্থানী ও বঙ্গভাষায় জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

এতাবৎকাল তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। তিনি স্বীয় ভ্রাতার সহিত ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে পণ্ডিতগণের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে তাহার নানাপ্রকার আলোচনা হয়। পণ্ডিতগণ তাঁহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ও অকাট্য যুক্তিবল দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হন, এবং তাহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু এখানে তাঁহার অদৃষ্টে এক দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার একমাত্র ভ্রাতা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন্। তিনি এই অসহায় অবস্থায় বাধ্য হইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ বহুদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই, একটি কন্যা-সহ তাঁহাকে নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া তাঁহার স্বামী পরলোক গমন করেন। রমাবাই শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের জীবন তাঁহার নিকট দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ প্রতীত হইতে লাগিল। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও তিনি সুখের সন্ধান পাইলেন,—এই অশুভ ঘটনার মধ্যেও তিনি বিধাতার শুভ ইচ্ছা দেখিতে পাইলেন এবং স্বকীয় স্বার্থসুখে বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থে আত্মনিয়োগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। এই মহাসাধনায় আনন্দীবাই যোসী তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন এবং অর্থসাহায্য ও নানাপ্রকার উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

ভারতীয় স্ত্রীজাতির দুর্গতিদর্শনে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের দুর্দ্দশামোচন তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন; স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—শিক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদের উন্নতির আশা দুরাশামাত্র। হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহপ্রথা স্ত্রীজাতির শিক্ষার পথে প্রধান কণ্টক; সুতরাং, তিনি এই কণ্টকের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাই তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা-দ্বারা জনসাধারণকে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিবার জন্য কাতরপ্রাণে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বোম্বাই-সহরের অধিবাসিগণ তাঁহার শুভকার্য্যে সহায়তা করিতে অসগ্রসর হইল এবং

তথায় আর্য্য-মহিলা-সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হইল। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-সাধন ও বাল্যবিবাহ-প্রথা-নিবারণ এই দুইটি তাহাদের মূলমন্ত্র হইল।

কিন্তু ভারতের সমাজ তখনও মৃতপ্রায়। সেই মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার করা এক দুরূহ ব্যাপার। রমাবাই দেখিলেন যে, নিজ দেশ-বাসীর মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে, হয় ত, তাহার জীবন-ব্রত উদ্যাপিত হইবে না,—হয় ত ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে, তাই তিনি সুসভ্য ও সমুন্নত ইংরাজ-জাতির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার আরদ্ধকার্য্যে উদারহৃদয় ইংরাজগণের সহায়তা-লাভের আশায়, তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংরাজি-ভাষা ইতঃপূর্ব্বেই তিনি কিছু কিছু জানিতেন। এখন তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া তিনি চেল্‌টেনহাম (Chelten ham) মহিলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন। এই স্থানে তিনি বার বৎসর অবস্থান করেন, এবং নিজে ইংরাজি সাহিত্য, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাহার শুভানুষ্ঠানের প্রধান উৎসাহদাত্রী শ্রীমতী আনন্দবাই যোশী (Mrs Anandi bai Johsi) আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় (Philadelpheia) চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি রমা-বাইকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে রমাবাই ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গমন করেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা করেন; কারণ, ভারতে স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃষ্ট পথ তিনি তখনও খুঁজিয়া পান নাই। তখন স্বনামধন্য জর্ম্মনশিক্ষা-সংস্কারক ফ্রোবেলের প্রবর্ত্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছিল। এই শিক্ষাপ্রণালী রমাবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা ভারতীয় স্ত্রীজাতির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া, তিনি এই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন—'ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আমি:লৌকিক (Secu lar) ও আধ্যাত্মিক (spiritual) শিক্ষার প্রকৃত সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীতে বালকের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ পরিচালিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তিরও উন্মেষ হয়। কাজেই এই শিক্ষাপ্রণালী-দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, সত্যই ফ্রোবেলের শিক্ষা প্রণালীর প্রাণ। সুতরাং, এই শিক্ষা-প্রণালী ভারতে অনুসৃত হইলে কুসংস্কারমূলক মোহান্ধকার হইতে ভারতসমাজ নির্ম্মুক্ত হইবে, এবং বন্ধনোন্মুক্ত হইয়া ভারতললনা স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে।

তিনি আরও বলিতেন—"আমি ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মাতৃহৃদয় অধিকার করিতে বাসনা করি। সন্তানের মঙ্গলেচ্ছা মাতৃহৃদয়কে যেরূপ আকর্ষণ করে, পৃথিবীর অপর কিছুই ইহাকে সেইরূপভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী যদি তাহাদের সম্মুখে যথোপযুক্তভাবে সমুপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকটা জননীর উপর নির্ভর করে। ভারতীয় রমণীগণ শিশুসন্তানগণের শিক্ষার জন্য বুদ্ধি-ও বিবেচনা-পূর্ব্বক যদি

উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাদের সন্তানগণের অমঙ্গল সংঘটিত হইবে—এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, তাঁহাদের স্নেহপ্রবণ সন্তানবৎসল মাতৃহৃদয় স্বতঃই স্ত্রীজাতির শিক্ষার ও উন্নতির প্রতিবন্ধক দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবে।" রমাবাই এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন করিতে মনন করেন এবং কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষা প্রণালী-সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকদের এক ট্রেনিং স্কুলে ছাত্রীরূপে প্রবেশ করেন। তথাকার সুন্দর সুন্দর চিত্রসংবলিত, পুরু কাগজে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত, শোভন মলাটযুক্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মারাঠী ভাষায় শিশুদের জন্য ঐ প্রকার পুস্তক প্রকাশ করিবার কল্পনায় তিনি আমেরিকার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি সংগ্রহ করেন। এখন বঙ্গদেশে নানাপ্রকার বিচিত্র চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, বহু পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কোথাও বা চিত্রের সদ্ব্যবহার হইতেছে, আর কোথাও বা উহার অপব্যবহার হইতেছে। পণ্ডিতা রমাবাই প্রায় তিনযুগ পূর্ব্বে যে সত্যটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী এতদিন পরে সে সত্যটি কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আমেরিকার ন্যায় স্বাধীন দেশের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তথাকার স্ত্রীজাতির উন্নত অবস্থা দেখিয়া রমাবাইর স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত। তাই তিনি ঘৃণিত, অবহেলিত ভারতীয় বিধবাকুলের দুর্দ্দশামোচনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অনাথা, আশ্রয়হীন বিধবাগণ আমাদের সমাজে কিরূপ দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করে, তাহাদিগকে গলগ্রহস্বরূপ মনে করিয়া আমাদের নিষ্ঠুর সমাজ তাহাদিগকে কিরূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা প্রদান করে, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া বিধবাগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়া নিগ্রহের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে, তিনি তাহার উপায়-নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হইলেন।

অচিরকালমধ্যে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিধবাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। বিধবাগণের দুঃখদুর্দ্দশামোচন তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। ভারতে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমেরিকায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু বালবিধবাদের দুঃখ নিবারণোদ্দেশে আমেরিকায় বোষ্টন-নগরে 'রমাবাই'-সমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সুসভ্য আমেরিকাবাসীর সহানুভূতিলাভ-প্রয়াসে রমাবাই 'উচ্চজাতীয় হিন্দুস্ত্রী' নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দুসমাজের বালবিধবাগণের জন্য কিরূপ কঠোর নিয়ম-সকল প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা তিনি তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণন করেন।

ভারত সমাজে বিধবাকে কিরূপ হীনজীবন যাপন করিতে হয়, সমাজ তাহার উপর কিরূপ

নির্ম্মম ও কর্কশ ব্যবহার করে,—তাহা তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার সঙ্গে বাল্যবিবাহ-প্রথা, বালিকাবধুর প্রতি শ্বশ্রূদেবীর অত্যাচার, শিশুকন্যা-হত্যা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাসমূহও আমেরিকাবাসীর গোচরীভূত করিয়া ভারতীয় স্ত্রীজাতির দুঃখমোচনে তাহাদের সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করেন। এইরূপে দুই-বৎসরকাল আমেরিকার নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া তিনি অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় ষাট হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে, তিনি তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যের সূচনার জন্য দেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-নগরে পদার্পণ করেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ১১ই মার্চ্চ তারিখে তথায় বিধবাশ্রম-প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিধবাশ্রমে 'বাইবেল' শিক্ষাদিবার জন্য অনেক মিশনরী বন্ধু তাঁহাকে অনুরোধ করেন। রমাবাই নিজেও কালে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাহার স্বভাবতঃই একটা টান ছিল। কিন্তু তিনি যে উদার ভাব লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের সঙ্কীর্ণগণ্ডি স্থাপন করিয়া তাহা অনুদার-ভাবদুষ্ট করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বিশ্বমানবের সেবায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, জাতিধর্ম্ম বা দেশকালের ভেদাভেদ কি তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে? সার্ব্বভৌমিক প্রেমের বন্যা যে হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র বাঁধ কি সেখানে টিকিতে পারে? তিনি দেখিলেন যে, বিধবাশ্রমে বাইবেল-পাঠ বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব তিনি যদি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে, তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত বিধবাশ্রমে স্থান পাইলে হিন্দুবিধবাগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না। সুতরাং, ভারতের নিগৃহীত দুঃস্থ হিন্দুবিধবাগণের দুর্গতিবিমোচনে তিনি কিছুতেই সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না। তাই বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ভারতীয় বিধবাদিগকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করাই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইল। তিনি মিশ-নারীগণের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্কল্পসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দ্বিগুণতর উৎসাহ-সহকারে স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বিধবাশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানাবিধ নারীহিত কার্য্যে তাঁহার পূতজীবন অতিবাহিত হইল।

গান।

আমি যত দিই ফাঁকি, যত করি ছল,
যত করি বঞ্চনা,—
কিবা অভিলাষী,
কত ভালবাসি,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা!

বিপদে অভাবে দোষি তোমায়,—
তোমারি দেওয়া লাঞ্ছনা!
সুখেরি মাঝারে
কত মনে পড়ে,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা!

মুখে বলে যাই সোজা, ওগো প্রিয়তম !—
হায় রে প্রবঞ্চনা !
কতটুকু সত্য
তুমি জান তত্ত্ব,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা !—
ধেয়ান গেয়ান মোর ভজন সাধন,
যত করি অর্চ্চনা !
বাসনা, কামনা
প্রার্থনা, ধারণা,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা !
আমি আপনারে লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
যত করি কল্পনা,
পাছে লোকে শুনে
হাসে মনে মনে,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা !

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা

লোচন রায়

(Scott এর Lochinvar-নামক কবিতার অনুকরণে)

পশ্চিম হ'তে তরুণ যুবক এসেছে লোচন রায়।—
অতিপ্রিয় তার তুরগের সেথা তুলনাটি
মেলা দায় !
যোদ্ধার সাজ নাহিক অঙ্গে, নাহিক সেনার
সারি,
কটিতটে শুধু দুলিছে বন্ধু বিশ্বাসী তরবারী।
প্রণয়ের গীতে বিভোর পরাণ, সমরের মাঝে
নির্ভীক মন ;—
ছিল না কখন প্রেমিক এমন, যেমন লোচন রায়
কানন তাহার রোধেনিক' পথ, লঙ্ঘি' এসেছে
কত পর্ব্বত,
অবহেলে পার হয়েছে যুবক 'অসিকা'র সেই
খরতীর-স্রোত !
নন্দনগড়-তোরণের দ্বারে উপনীত যবে
হইল কুমার,
কালের আঘাতে ছিঁড়ে গেছে তা'র কোমল
স্নিগ্ধ প্রণয়ের হার !
প্রাণের অলকা লভিবে অলস পুরুষ শৃগাল-
প্রায় ?—
দারুণ বেদন পরাণে কেমনে সহিবে লোচন
রায় !
নন্দনগড়ে পশিল লোচন ভরসা বক্ষে লয়ে ;
অলকার ভ্রাতা আত্মীয় যত আসিল সকলে
ধেয়ে।
ভীরু যুবা সে যে, রহিল দাঁড়ায়ে শির অবনত
করি,
অলকার পিতা আসি কয় কথা হস্তে অস্ত্র
ধরি,—
'শান্তি চাহ কি যুদ্ধ-মানসে এসেছ আজি
হেথায় ?
অথবা চাহ কি উৎসব-স্বাদ, তরুণ লোচন রায় ?'
'বহুদিন ধরি' তনয়া তোমার ছিল মোর
ধ্রুবতারা ;
জাহ্নবী-সম প্রণয়-বন্যা হয়েছিল কূলহারা !
উদ্দাম স্রোত দূরে সরি গেছে অসরস হৃদি
ত্যজি ;
এসেছি ভুলিয়া পুরাতন স্মৃতি, হোলি খেলিবারে
আজি।

এ ভারতভূমে কত বালা আছে উজল রূপ-
বিভায়,
তাদের মধ্যে পত্নী খুজিবে যুবক লোচন রায়।'
কুসুম-বাণ তুলিল অলকা কম্পিত নিজ করে;
ইন্দ্রধনুর ওড়না উড়ায়ে ঘিরে সখী চারি ধারে।
অস্ফুট শ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া, সলাজে তরুণী
রহিল চাহিয়া;
নয়ন-কোণেতে বিন্দু অশ্রু, অধরে হাস্ত ঝরে।
সখীগণ যত সর্প-আকার শৃঙ্গক ভরি' লয়,
রঞ্জিয়া দিল যতেক বসন; হাসিল লোচন রায়।
সুন্দর বীর, রূপসী কিশোরী লোহিত বর্ণে সাজে,
নৃত্য-মুখর চরণ ফেলিয়া ভ্রমিল আঙিনা মাঝে।
পিতার জ্রকুটি মাতার চাহনি প্রমোদে হেরিল
কেবা!
শুষ্কবদনে রহে এক-ভিতে কাপুরুষ সেই যুবা।
সখীগণ সবে করে কাণাকাণি, 'কি সুখ হইত,
হায়!
(যদি) মোদের স্নেহের সঙ্গিনী সনে মিলিত
লোচন রায়!
আপনা ভুলিয়া যত নরনারী হোলি-উৎসবে
মিশে;
(দোঁহে) অঙ্গন-দ্বার সমীপে আসিল বন্ধ তুরগ-
পাশে;
(সে) হস্ত পরশি, কর্ণে বালার মন্ত্র পড়িল
কি যে,
অশ্বপৃষ্ঠে তুলি অলকায় বসিল পিছনে নিজে,
'লভেছি আমার প্রেমের প্রতিমা, যুগল চলিয়া
যায়',
সাধ্য থাকে ত' নিবার তাদের'—হাঁকিল
লোচন রায়।
নন্দনগড়ে সেনানী যাহারা উঠিল অশ্ব'পরি,
চোহান্ চন্দাবতের মধ্যে পড়ে গেল হুড়াহুড়ি;
'কানোয়া'র মাঠ ক্ষুর-ধূলিজালে হইল যে
একাকার
নন্দনগড়-নন্দিনী তা'রা কভু না হেরিল আর!
প্রণয়ে এরূপ অসম-সাহসী, রণমাঝে নির্ভয়,—
দেখেছ কি কভু এমন প্রেমিক যেমন লোচন
রায়?

সংবাদ।

১। বঙ্গদেশের শ্রমজীবীদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কারণ-নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি স্থাপন করিয়াছেন।

২। ঢাকার অন্তর্গত জয়দেবপুরের দ্বিতীয় রাজকুমার ১২ বৎসর পূর্ব্বে দার্জিলিংএ দেহত্যাগ করেন, বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি এক ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশে জয়দেবপুরে আসিয়া 'আমার মৃত্যু হয় নাই, আমিই দ্বিতীয় রাজকুমার' বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

৩। জাপানের যুবরাজ বিলাতে গমন করিয়াছেন। ৭ই মে যুবরাজ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন।

৪। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, এবার কলিকাতার আদম-সুমারী বা সেন্সাস গণনা ঠিকমত হয় নাই বলিয়া সন্দেহ জন্মিয়াছে। পুনরায় কয়েকটী স্থানের গণনা করিতে

হইবে। ইহার জন্ম না-কি তিন হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

৫। এইরূপ প্রকাশ যে, আগামী শীত ঋতুতে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত-পরিদর্শনে আসিবেন।

৬। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, ও এম্, এস-সি পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

৭। ইংলণ্ডের কয়লার খনির শ্রমজীবিগণের ধর্ম্মঘট এখনও শেষ হয় নাই। তথাকার গবর্ণমেণ্ট অস্থায়িভাবে চারি মাসের জন্ম শ্রমজীবিগণের সাহায্য-কল্পে ৭৫০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু খনি-জীবিগণ ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। শ্রমজীবিগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদের খাওয়াইবার জন্য তাহাদের চাঁদার খাতা খোলা হইয়াছে।

৮। বোম্বাইয়ের ডাকঘরে গত বার মাসের মধ্যে শিরোনামবিহীন ১৫লক্ষ চিঠি জমা হইয়া পড়িয়া আছে। এই সকল পত্রের মধ্যে কোনও পত্রে ১, ২৯, ৭৪১টাকার হুণ্ডী বা চেক্ পুরিয়া পাঠান হইয়াছে, কোনও পত্রের ৭১২৲ টাকার নোট আছে, কিন্তু লেখক শিরোনামা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

৯। কলিকাতার ১১২এ, নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে "সেণ্ট্রাল এণ্টি ম্যালেরিয়াল সোসাইটি" নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়া-বিনাশের চেষ্টা করিবেন। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে এই সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। পুনরায় পাঁচ হাজার টাকার দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

১০। শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টরের সুপারিশে গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ-দেশে রং আমদানীর উপর আর কোন রকম শাসন রাখা হইবে না।

১১। আগামী জুলাই মাসে বিলাতের অক্সফোর্ড সহরে আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-সভার এক অধিবেশন হইবে; এই মহা-সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার নীলরতন সরকার বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন। স্যার নীলরতন সরকার-মহাশয়ের পত্নীও এই সঙ্গে বিলাতে গিয়াছেন।

১২। ফ্রান্সে গত ৯ই মে জোয়ান অব আর্কের স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। জোয়ান অব আঁর্ক ফ্রান্সের এক কৃষক-বালিকা। ফ্রান্স যখন আত্মশক্তি-সাধনার অভাবে জড়বৎ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, সেই সময় এই বালিকা যেন দৈবশক্তি-সম্পন্না হইয়া আসিয়া ফ্রান্সের জড়দেহে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিলেন।

১৩। কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিবিদ্‌গণ স্থির করেন যে Pons-Winnecke (পন্‌স্‌-উইনেক)-নামক একটি ধূমকেতু বর্ত্তমান বর্ষের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইবে এবং আগামী জুন মাসে তাহার সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষ ঘটিবে। কিন্তু গত ১০ই এপ্রেল, জনৈক আমেরিকা-বাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ অধ্যাপক বার্নার্ড, এই ধূমকেতুর অবস্থিতি-স্থান নির্দ্দেশ করেন এবং গণনায় প্রকাশিত হয় যে পৃথিবী

সেই সংঘর্ষের জন্যনির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবার প্রায় ১০দিন পূর্ব্বে এই ধূমকেতুটী পৃথিবীর পরিভ্রমণ পথটীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই ধূমকেতুটী ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ফরাসী দেশের পন্স্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, এবং পরে উইনেক-কর্ত্তৃক পুনরাবিষ্কৃত হয়। এই জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

এই ধূমকেতুটী সওয়া পাঁচ বৎসর অন্তর এক একবার আমাদের নিকট আসিয়া দেখা দেয়। জুনমাসে এই ধূমকেতুটী পৃথিবী হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিতি করিবে বটে, কিন্তু তাদৃশ উজ্জ্বলভাবে দেখা যাইবে না। অনুমান ২৭শে জুন তারিখে ভীষণ উল্কাপাত হইবে, পণ্ডিতেরা এইরূপ মনে করেন। পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষ হইলে কি ফল হইতে পারে, তদ্বিষয় অনেক খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াছেন—"উইনেকের ধূমকেতুটী যখন পৃথিবীর দিকে এবার আসিতেছিল, তখন আবার প্রশ্ন শুনা গেল—'ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষ হইলে পৃথিবীর কি হইবে?' তিনি বলেন্ যে, আমরা যদি কখনও ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্যে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে আমরা তাহা জানিতেও পারিব না; এবং ঐ পুচ্ছের ধূমপুঞ্জে যদি কোনও বিষাক্ত কিছু থাকে, তাহা হইলেও বাষ্পপুঞ্জের অধিক বিশ্লেষণ-হেতু তদ্বারা কোনও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। যুগে যুগে পৃথিবী বহুবার বহু ধূমকেতুর ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লেক্সেলের ধূমকেতু এবং ১৯১০ সনে হেলির ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়া পৃথিবী চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোনও অনিষ্টের চিহ্ন দেখা যায় নাই। তিনি বলেন, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পুচ্ছের সহিত সংঘর্ষে কোনও ফল না হইলেও, ইহার মস্তকের সহিত সংঘর্ষে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, এই মস্তকটী জড়পিণ্ড নহে। উল্কা যে পদার্থে গঠিত, ইহাও সেই পদার্থের সমবায়ে গঠিত, এই পদার্থগুলির পরস্পর অহর্নিশ সংঘর্ষণে উহা আলোকময় হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ মস্তকের সহিত সংঘর্ষই হয়, তাহা হইলে ভীষণ উল্কা-বৃষ্টি ব্যতীত যে কিছু ঘটিবে, তাহা মনে হয় না। প্রাচীন কালেও এইরূপ জ্যোতিষ্কাদির সহিত সংঘর্ষের ফলে যে পৃথিবীর দারুণ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে একটী যে এইরূপ সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি আমেরিকায় একটী গভীর উপত্যকার সন্নিকটে আছে। এই স্থান একটী আগ্নেয়-গিরির গহ্বর। আমাদের বায়ুমণ্ডল জ্যোতিষ্কাদির উৎপীড়ন হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। নতুবা পৃথিবীতে জীবন-ধারণ বড়ই সংকটময় হইত। পৃথিবীর সহিত ধূমকেতুর সংঘর্ষে কোনও বিশেষ অনিষ্ট হইবে না। কারণ, ধূমকেতুর উল্কাময় পদার্থগুলি বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইবে।

অষ্টাবক্রগীতা।

উপদেশের তাৎপর্য্য।

(১)

কিয়ৎকালপূর্ব্বে অষ্টাবক্রগীতার মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্যটী প্রকাশিত হইতেছে। অষ্টাবক্রগীতা জ্ঞানের চরম গ্রন্থ। ইহার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম হইলে, কাহারও কোন প্রকার দুঃখের অবসর থাকে না। এই গ্রন্থ একবারমাত্র বুঝিয়া পড়িতে পারিলেই, লোকের সকল প্রকার তাপের আত্যন্তিক উপশম অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে এই মহাগ্রন্থের উপদেশের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের চেষ্টাও মহাফলপ্রদ।

এই গ্রন্থের মতে 'আমি', 'তুমি', 'রাম', 'শ্যাম', সকলেই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দমাত্র। উহা একটী চেষ্টা-দ্বারা লভ্য অবস্থামাত্র নহে। পরন্তু উহাই আমাদের স্বভাব, আমরা উহাই চিরকাল আছি এবং থাকিব। ঐ স্বভাব হইতে আমরা কখনও বিচ্যুত হই নাই এবং হইবও না। আমাদের ইহাই স্বরূপ; ইহার ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই। অর্থাৎ আমরা বস্তুতঃ যাহা, তাহাই চিরকাল আছি ও থাকিব; তাহা কেহ কখনও নষ্ট করিতে পারে নাই, এবং কখনও পারিবে না। আমরা বস্তুতঃ চিন্মাত্র, বোধস্বরূপ। আমরা ক্ষয়ভয়-বৃদ্ধি-রহিত, অদ্বয়, অপরিবর্ত্তনীয় বোধমাত্র। এই কূটস্থ (বা অপরিবর্ত্তনীয়) বোধমাত্র জিনিষটী কি তাহা নিজে চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে, বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝান যায় না। তথাপি ঐ জিনিষটী বুঝিবার জন্য কেহ কেহ এইরূপ ইঙ্গিত করেন যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থায় আমাদের যে ভাবটী সাধারণ-ভাবে থাকে, যাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাই আমাদের স্বভাব, তাহাই কূটস্থ বোধমাত্র বা আত্মা। যেমন সমুদ্র জলরাশি-মাত্র, তাহার কখন বিক্ষুব্ধ ভীষণ তরঙ্গযুক্ত অবস্থা হয়, কখন বা প্রশান্ত স্থির অচঞ্চল অবস্থা হয়; আমরাও সেইরূপ কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, কিন্তু অনাদি মায়ার প্রভাবে সুপ্ত জাগরিত প্রভৃতি নানা অবস্থায় প্রতিভাত হই। আমাদের জাগ্রদবস্থায় একটী ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হয়—আমি অমুক-বংশোদ্ভূত, অমুক পিতামাতার অমুকনামযুক্ত অমুককর্ম্মকারী ব্যক্তিবিশেষ। এই ভাবকেই আমরা সাধারণতঃ 'আমার আমিত্ব' বলিয়া বুঝি। বস্তুতঃ কিন্তু এইরূপ আমিত্ব বা ব্যক্তিত্বকে আত্মা বলা যায় না। কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মা কূটস্থ বোধমাত্র, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্ব কূটস্থ বস্তু নহে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তনশীল অংশগুলি বর্জ্জন করিলে আমরা হয় ত নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে পারি। আমরা যখন জাগরিত থাকি, তখন সাধারণতঃ একটা জ্ঞান লইয়াই থাকি; হয় কিছু দেখিতেছি, না হয় কিছু শুনিতেছি, অথবা কিছু করিতেছি ইত্যাদি। আমাদের স্বরূপ নিত্যচৈতন্যময় বলিয়াই আমরা এ সমস্ত করিতে সমর্থ হই, এবং এই সকলের প্রত্যেক

ব্যাপারেই আমাদের সেই স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এ-সকল ব্যাপার না থাকিলেও আমাদের স্বরূপ-প্রকাশ না হইবার কোনও কারণ নাই। কেননা, আমাদের স্বরূপ স্বপ্রকাশ। সে যাহাই হউক, জাগরিত অবস্থায় দর্শন-স্পর্শনাদি প্রত্যেক ব্যাপারেই যে আমাদের নিত্যোপ-লব্ধিস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। বস্তুর জ্ঞান হইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানও হয়। কিন্তু এই আত্ম-জ্ঞানের সহিত বাহ্যবস্তুর জ্ঞান এরূপভাবে বিজড়িত থাকে যে, বাহ্য বস্তুরই জ্ঞান জন্মে আত্মার সম্বন্ধে কোনপ্রকার স্থির ধারণাই জন্মে না। এইজন্য আত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মত পণ্ডিতগণের গ্রহণীয় হয় না। যখন কোন বস্তু আমাদেরর ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন আমরা তাহার জ্ঞান লাভ করি; এইরূপ আমার পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু আমরা স্মরণ করিতে পারি, বা তৎসম্বন্ধে কল্পনাও করিতে পারি। কিন্তু এই সকল ব্যাপারে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে, আত্মা তাদৃশ জ্ঞানস্বরূপ নহে। কারণ, এইরূপ কোন বিশেষ হেতুজন্য উৎপন্ন জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশশীল, কিন্তু আত্মা নিত্য-অনাদি অব্যয়। অতএব যখন আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, তখন এইরূপ বিশেষ কারণোৎপন্ন বিষয়জ্ঞানকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় না; কিন্তু যে নিত্য চৈতন্য থাকার জন্য আমরা চেতনজীব, যে বোধশক্তি থাকার জন্য আমরা বাহ্যবস্তু বুঝিতে পারি, তাহাই আত্মার স্বরূপ, তাহা চিরকাল একরূপ, তাহাই কূটস্থ চৈতন্য। এইঃ যে, বোধশক্তি যাহার জন্য বাহ্যবস্তু আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, এবং এই বোধস্বরূপ আত্মা—উভয়ই এক পদার্থ। এজন্যই বলা হয়, শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। যখন কোন বস্তুর জ্ঞান হয়, তখন যে বোধের উদ্রেক হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতে বস্তুগত অংশ পরিত্যাগ করিলে যে কেবল জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাই কূটস্থ বোধমাত্র; যে চৈতন্য-ভাব থাকার জন্য ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহাই কূটস্থ চৈতন্য। কেহ কেহ মনে করেন, কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই; যখনই কোন বিষয়েন্দ্রিয়ে সংযোগাদিরূপ কারণ উপস্থিত, তখনই জ্ঞানের উন্মেষ হয়; নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ বলিয়া কিছু নাই। যখন কোন কিছু দেখিতেছি, তখন জ্ঞান জন্মিতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের কোন বিষয় নাই, অথচ জ্ঞান আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের মতে ইহা ঠিক নয়। আত্মা স্বপ্রকাশ, আত্মার প্রকাশ্য কোন কিছু থাকে, তাহা প্রকাশিত হইবে; কিন্তু কোন প্রকাশ্য বস্তু উপস্থিত না থাকিলে, আত্মার প্রকাশের হানি হইবে—ইহা বলা চলে না। একটী দৃষ্টান্ত দেখুন—একটি আলোক আছে; যদি কোন বস্তু তাহার নিকটে লইয়া যাওয়া হয়, আলোক-শিখার দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইবে; কিন্তু যদি যতদূর পর্য্যন্ত ঐ আলোকশিখার প্রকাশের ক্ষমতা আছে, তাহার মধ্যে প্রকাশ্য কোন বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে কি আলোক আলোকিত থাকিবে না? অবশ্যই থাকিবে। সেইরূপ সন্নিকর্ষাদিরূপ কারণের অভাববশতঃ

যদি কিছু প্রকাশ্য না থাকে, তাহা হইলেই কি আত্মার স্বপ্রকাশত্বের হানি ঘটিবে? কখনই না। বরং আত্মা স্ব স্বরূপেই চিরবিরাজমান; আমাদিগের ভ্রম-বশতঃই তাহাকে যেন সংসারী বলিয়া মনে হয়। অতএব জাগ্রদ্ অবস্থায় নানাভাবের মধ্যে ইহাই কেবল বুঝিতে হইবে যে, কোন্ ভাবটী সর্ব্বাবস্থায় অনুগত বা সাধারণ। কারণ, তাহাই আত্মার স্ব-ভাব। বিদ্বদনুভবের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অদ্বয় কূটস্থ বোধমাত্রই সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আছে। জাগ্রদবস্থায় আমাদের ব্যক্তিত্ব অনেকস্থলে অনুগত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে অন্ততঃ ব্যক্তিত্ব মোটেই থাকে না। অতএব ব্যক্তিত্ব মায়া হইতে উৎপন্ন বস্তু; কূটস্থ জ্ঞানই একমাত্র তত্ত্ব। এই অখণ্ড অদ্বয় কূটস্থ চৈতন্য ক্ষয়-বৃদ্ধি-রহিত। অতএব ভোগের দ্বারা ধনাদি অর্জ্জনের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তাহার পুষ্টি সাধন অসম্ভব। ত্যাগের দ্বারাও তাহার কোন অপচয় নাই। অতএব ভোগত্যাগ-সাধনাদি সমস্তই নিরর্থক। কেবল স্বরূপের বোধই একমাত্র প্রয়োজন। স্বরূপের বোধ জন্মিলেই চিরশান্তি লাভ হইবে। স্বরূপের বোধেই সকল দুঃখের অবসান। স্বরূপাবস্থিতিই চরম লাভ।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

খুড়ি-মা।

শুনিতে পাওয়া যায়, যখন রায়েদের পূর্ব্বপুরুষ মহেশ রায় রায়বাড়ী তৈয়ার করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, তখন ভিত্তি-খননের সময় ভূমি হইতে কয়েকটি ভীমকায় বিষধর বাহির হইয়াছিল এবং কাহারও কোন ক্ষতি না করিয়া নিকটস্থ বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল। নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে রায়-বাড়ীতে মনসাপূজার ঘটা কিছু বেশী হইল— আর বর্ষাকালের পঞ্চমী-কয়টাও পালন করিবার নিয়ম হইয়া গেল। সে কয়দিন রায়-বাড়ীতে উনান জ্বলিত না। রায়-ভবনের বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সকলকেই হয় ফলাহার না হয় গতরাত্রের জল দেওয়া ভাত সেবা করিতে হইত। জমীদার গিরিশ রায় কখন ও-সব খাইতে পারিতেন না। নিকটেই চৌধুরীদের বাড়ী। চৌধুরী-গৃহিণীকে তিনি খুড়িমা বলিতেন ও বর্ষাকালের পঞ্চমী তাঁহার নিকটে গিয়া পালন করিয়া আসিতেন।

আজ বৎসরের প্রথম পঞ্চমী পালন করিবার দিন কিন্তু এখনি মকদ্দমা উপলক্ষে গোয়াড়ী যাইতে হইবে। গিরিশবাবু বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, খুড়িমার নিকট হইতে কেহ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যায় নাই। তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে এ নিমন্ত্রণের ত কখন ব্যতিক্রম হয় নাই। গঙ্গার চর দখল লইয়া যে লাঠি-বাজি হইয়াছে, তাহাতে কি খুড়িমার স্নেহের বাঁধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে? ভাবিবার সময় ছিল না। বাহিরে বরকন্দাজ ও বেহারা দাঁড়াইয়া আছে। এবার মকদ্দমা গুরুতর, তাঁহাকে নিজে যাইতে হইবে। আর বিলম্ব করা চলে না।

পাল্কী আসিয়া বরাবর চৌধুরী-বাড়ীর